বিবাদী।

যে রাগে যে স্বর সংযোগে রাগের মূর্ত্তিভ্রষ্ট হইয়া যায় তাহাকে বিবাদী স্বর বলে। বিবাদী স্বর বাদী স্বরের শত্রু-স্থানীয়।

অনুবাদী।

বাদী, সম্বাদী ও বিবাদী ভিন্ন অপরাপর স্বরগুলি অনু-বাদী। অনুবাদী স্বর বাদীস্বরের ভৃত্যবৎ।

গ্রাম।

মূর্চ্ছনা, তান প্রভৃতির আশ্রয় স্বরকে অর্থাৎ যে স্বরকে অবলম্বন করিয়া মূর্চ্ছনাদির প্রথম আরম্ভ হয়, তাহাকে স্বর-গ্রাম বলে। গ্রাম তিনটি, যথা,—ষড়্জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম, এবং গান্ধারগ্রাম। কাহার কাহার মতে তিনটি সপ্তকের আদি স্বর তিনটি ষড়্জই স্বরগ্রাম।

মূর্চ্ছনা।

স্বরমধ্যগত শ্রুতিগুলির ভঙ্গ না করিয়া অবিচ্ছেদ গতিতে সপ্ত স্বরের আরোহণ অবরোহণ প্রকাশ করার নাম মূর্চ্ছনা। প্রত্যেক গ্রামে সাতটি করিয়া সাকল্যে একবিংশতি মূর্চ্ছনা হইয়া থাকে।

গমক।

স্বরকম্পনকে গমক বলে।

গ্রহ।

রাগের আদিতে স্থাপিত, অর্থাৎ যে স্বর হইতে রাগের উত্থান হয় তাহাকে গ্রহ স্বর বলে।

অংশ।

বাদীর নামান্তর অংশ।

ন্যাস।

যে স্বরে রাগের অবসান হয় তাহাকে ন্যাস স্বর বলা যায়।

রাগাধ্যায়।

যে ধ্বনিবিশেষ স্বরবৈচিত্র্য, গমক, মূর্চ্ছনাযোগে মনুষ্যের চিত্তরঞ্জন করে তাহাকে রাগ বলে। রাগ সকল প্রথমতঃ তিন জাতীয় হইয়া থাকে, যথা,—সম্পূর্ণ, অর্থাৎ সপ্তস্বর-বিশিষ্ট; ষাড়ব, অর্থাৎ ছয় স্বরযুক্ত; এবং ঔড়ব, অর্থাৎ পঞ্চ স্বর-নিষ্পাদিত। এই তিন জাতীয় রাগই আবার শুদ্ধ, ছায়ালগ এবং সঙ্কীর্ণ এই ত্রিবিধ হয়। যে রাগের সহিত অন্য কোন রাগের যোগ না থাকে তাহাকে অর্থাৎ একটি মাত্র রাগকে শুদ্ধ, যে রাগে অন্য কোন একটি রাগের ছায়া লক্ষিত হয় তাহাকে ছায়ালগ এবং যে রাগে বহু রাগের সংযোগ থাকে তাহাকে সঙ্কীর্ণ রাগ বলা যায়। শাস্ত্রকারেরা রাগ সমুদায়কে স্ত্রীপুং ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন; কিন্তু কি কারণে যে এরূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে, তাহার কোন বিশেষ কারণ উপলব্ধি হয় না, কেবল এইমাত্র অনুমান হয় যে, পুংরাগ অপেক্ষা স্ত্রীরাগিণীর প্রকৃতি কিছু কোমল বোধ হয়। শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ এবং নটনারায়ণ এই ছয়টি পুংরাগ; এবং শাস্ত্রে কথিত আছে ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটি মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে আর শেষেরটি পার্ব্বতীর মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রত্যেক রাগের ছয়টি, কাহারও মতে পাঁচটি করিয়া রাগিণী আছে। মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী এবং পাহাড়ী এই ছয়টি শ্রীরাগের রাগিণী। দেশী, দেবকিরী, বরাটী, তোড়ী, ললিতা এবং হিন্দোলী এই

ছয়টি বসন্ত রাগের রাগিণী। ভৈরবী, গুজ্জরী, রামকিরী, গুণ-কিরী, বাঙ্গালী, এবং সৈন্ধবী এই ছয়টি ভৈরব রাগের রাগিণী। বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী এবং পটমঞ্জরী এই ছয়টি পঞ্চম রাগের রাগিণী। মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী এবং হরশৃঙ্গারা এই ছয়টি মেঘ রাগের রাগিণী। কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, নাটিকা, সারঙ্গী এবং হাম্বিরা এই ছয়টি নটনারায়ণ রাগের রাগিণী। এই সকল রাগ রাগিণীর সংযোগে অনন্ত মিশ্র রাগের উৎপত্তি হইয়াছে। ছয়টি পুং রাগ স্ব স্ব রাগিণীর সহিত ছয়টি ঋতুতে গান করিবার বিধি আছে, যথা,—শিশিরে শ্রীরাগ, বসন্তে বসন্ত রাগ, গ্রীষ্মে ভৈরব রাগ, শরতে পঞ্চম রাগ, বর্ষায় মেঘরাগ এবং হেমন্তে নটনারায়ণ রাগ। পূর্ব্বোক্ত রাগরাগিণী নিম্নলিখিত সময় বিভাগানুসারে গান করিতে হয়। প্রাতঃকাল হইতে প্রথম প্রহরের মধ্যে বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, মালশ্রী, মধু-মাধবী, দেবকিরী, ললিতা, বিভাষা, ভূপালী, ভৈরবী, বাঙ্গালী, রামকিরী এবং মল্লারী এই চতুর্দ্দশ রাগরাগিণী গেয়। প্রথম প্রহরের পর দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যে পটমঞ্জরী, সৈন্ধবী, গুণ-কিরী, গুজ্জরী, সৌরটী এবং কৌশিকী এই ছয়টি রাগিণী গেয়। দ্বিতীয় প্রহরের পর তৃতীয় প্রহরের মধ্যে দেশী, বরাটী, তোড়ী, গান্ধারী, কামোদী এবং সারঙ্গী এই ছয়টি রাগিণী গেয়। তৃতীয় প্রহরের পর অর্দ্ধ রাত্রির মধ্যে শ্রী, নটনারায়ণ, ত্রিবণী, কেদারী, গৌরী, পাহাড়ী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী, কল্যাণী, আভীরী, নাটিকা এবং হম্বিরা এই তেরটি

রাগরাগিণী গেয়। অর্দ্ধ রাত্রের পর প্রভাত পর্য্যন্ত হিন্দোলী, সাবেরী এবং হরশৃঙ্গারা এই তিন রাগিণী গেয়। কিন্তু রঙ্গ-ভূমিতে, রাজাজ্ঞায় এবং দশ দণ্ড রাত্রির পর উক্ত সময় উল্লঙ্ঘন করিয়া যথা ইচ্ছা রাগ রাগিণীর গান করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন হানি হইবে না। যদি কোন গায়ক অর্থলোভে অথবা অজ্ঞানতাবশতঃ অসময়ে কোন রাগ রাগিণী গান করে, সর্ব্বশেষে গুজ্জরী রাগিণী গান করিয়া গানের সমাপ্তি করিলে পূর্ব্ব অসময় গীত দোষ খণ্ডন হইতে পারিবে।

প্রকীর্ণাধ্যায়।

শাস্ত্রকারেরা গায়কদিগকে প্রথমতঃ চারি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা,—বাগ্‌গেয়কার, গন্ধর্ব্ব, স্বরাদি এবং গায়ন। যাহারা বাক্য অর্থাৎ পরস্পর অন্বিত অর্থবিশিষ্ট শব্দ মুখে গান করে, তাহাদিগকে বাগ্‌গেয়কার বলে। বাগ্‌গেয়কারদিগের শব্দানুশাসন অভিধানে জ্ঞান, শব্দের রসভাব অভিজ্ঞতা, নানা দেশীয় ভাষাজ্ঞান, কলাশাস্ত্রে কৌশল, নৃত্যগীত বাদ্যে চাতুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, লয়তালাভিজ্ঞতা, দেশীরাগে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি, বাক্‌পটুতা, রাগদ্বেষ পরিত্যাগ, স্বরাভিজ্ঞতা, পরচিত্ত পরিজ্ঞান, প্রবন্ধে প্রগল্‌ভতা, অতিশীঘ্র নূতন গীত নির্ম্মাণক্ষমতা, কোন পুরাতন গানের কোন পাদ পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি, গমক ও আলাপে নৈপুণ্য এবং সর্ব্বদা সাবধানতা এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক। এই সমুদয় গুণসম্পন্ন বাগ্‌গেয়কার উত্তম শ্রেণীগত, অল্প এবং অধিক পরিমাণে এই সকল গুণহীনেরা মধ্যম ও অধম শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হয়। মার্গ এবং দেশী, এই উভয় সঙ্গীতে যাহার বিশেষ অধিকার আছে, তাহাকে গন্ধর্ব্ব বলে। যে ব্যক্তি কেবল মার্গ সঙ্গীত জানে, দেশী সঙ্গীত কিছুমাত্র জানে না তাহাকে স্বরাদি বলে। যাহার কণ্ঠস্বর লোকের হৃদ্য, যিনি গীতের গ্রহণ ও পরিত্যাগে বিচক্ষণ, রাগ, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গবিৎ, নানা প্রবন্ধ এবং বিবিধ আলাপের মর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্বপ্রকার গমকাভিজ্ঞ, আয়ত্তকণ্ঠ, অর্থাৎ

সকল স্বর ইচ্ছামত বাহির করিতে সক্ষম, গানকালে সর্ব্বদা সাবধান, জিতশ্রম, অর্থাৎ অধিক ক্ষণ গান করিলে শ্রান্ত না হন, শুদ্ধ, ছায়ালগ এবং সঙ্কীর্ণ রাগবিৎ, সর্ব্বপ্রকার দোষবর্জ্জিত, এইরূপ গায়ককে গায়ন বলা যায়, এবং এই সকল গুণের তারতম্যানুসারে গায়নও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। গায়ন আবার পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে, যথা,—শিক্ষাকার, অনুকার, রসিক, রঞ্জক এবং ভাবক। যিনি সঙ্গীতের সমুদায় বিষয় শিক্ষাদানে পারগ, তাঁহাকে শিক্ষাকার, যিনি অন্য গায়কের অনুকরণসমর্থ তাঁহাকে অনুকার, যিনি রসবিশিষ্ট তাঁহাকে রসিক, যিনি গানদ্বারা লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে সক্ষম তাঁহাকে রঞ্জক এবং যিনি গীতের অভিপ্রায় অভিজ্ঞ তাঁহাকে ভাবক বলে। গায়ন আবার ত্রিবিধ হইয়া থাকে, যথা,—একল, যমল এবং বৃন্দক। যিনি অন্যের সাহায্য না লইয়া একাকী গান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে একল, যাঁহারা দুই জন একত্র মিলিত হইয়া গান করেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে যমল এবং যাঁহারা অনেকে একত্র সমবেত হইয়া গান করেন, তাঁহাদিগকে বৃন্দক গায়ন বলে।

দুষ্ট গায়ন।

সন্দষ্ট (গান সময়ে যাহার দাঁত বাহির হয়), উদ্ঘৃষ্ট (গানকালে যে বিকট চীৎকার করে), শীৎকারী (গাইতে গাইতে যে বারম্বার শীৎকার করে), ভীত (লোক সমাজে গাইবার সময় যে ভয় পায়), শঙ্কিত (যে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি গান করে), কম্পিত (গান করিবার সময় যাহার গলা

কাঁপে), করালী (গান সময়ে যাহার মুখ অত্যন্ত বিকৃত হয়), কপিল (গান সময়ে যাহার স্বর ঠিক থাকে না অর্থাৎ স্বরের শ্রুতি সংখ্যার ন্যূনাতিরেক হয়), কাকী (যাহার স্বর কাকের স্বরের ন্যায় শ্রুতিকঠোর), বিতাল (গান সময়ে যে ব্যক্তি তাল ঠিক রাখিতে পারে না), করভ (গান সময়ে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মস্তক কাঁধের উপর রাখে), উদ্বল (গানের সময় যাহার গলা হইতে ছাগলের ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি নির্গত হয়), ক্রোকক (গান সময়ে যাহার মুখে ও কপালে শিরা দেখা দেয়), তুম্বকী (গান সময়ে যাহার মুখ পাখীর ঠোঁটের ন্যায় সরু হয় এবং গলা ফুলে উঠে), বক্রী (গান সময়ে যাহার মুখ বেঁকে যায়), প্রসারী (গান সময়ে যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত হয়), বিনিমীলক (চক্ষু বুজে যে গান করে), বিরস (যার গানে কিছুমাত্র রস নাই), অপস্বর (গানের স্বর যাহার ঠিক না হয়), অব্যক্ত (যাহার গানে স্বর এবং বর্ণ কিছুই বোঝা যায় না), স্থানভ্রষ্ট (গানকালে যে ব্যক্তি মন্দ্র, মধ্য ও তার এই স্থানত্রয় স্থির রাখিতে পারে না), অব্যবস্থিত (যে ব্যক্তি এক স্থানে স্থির থাকিয়া গাইতে পারে না), মিশ্রক (শুদ্ধ ও ছায়ালগ রাগ যে মিশাইয়া ফেলে), অনবধান (যে স্থায়ী প্রভৃতির ঠিক রাখিতে পারে না), সানুনাসিক (যে নাকীস্বরে গান করে), এই পঞ্চবিংশতি প্রকার দুষ্ট গায়ন।

প্রবন্ধাধ্যায়।

স্বর এবং রাগাদির বিষয় যাহা কিছু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তৎসমুদায়ই গীতের উপকরণ মাত্র, অতএব গীতের স্থূল স্থূল বিষয় বলা যাইতেছে।

গীত প্রথমতঃ অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ এই দুই প্রকার হইয়া থাকে। রাগের আলাপকে অনিবদ্ধ গীত বলা যায়, যেহেতু আলাপ কোন বিশেষ ছন্দে আবদ্ধ নহে, কেবল তা, না, তে, রে, প্রভৃতি কতক গুলি অর্থহীন বর্ণ দ্বারা গমকমূর্চ্ছনাদিবিভূষিত স্বরসংযোগেই তাহা গীত হইয়া থাকে। যে সকল গীত নানা ছন্দে মনের ভাবব্যঞ্জক বাক্যে আবদ্ধ এবং নানা রাগরাগিণী-সংযুক্ত, তাহাকে নিবদ্ধ গীত বলে। গীতমাত্রেরই চারিটি করিয়া অংশ থাকে, তন্মধ্যে প্রথম অংশকে উদ্গ্রাহ, বা আস্থায়ী, দ্বিতীয় অংশকে মেলাপক বা সঞ্চারী, তৃতীয় অংশকে ধ্রুব বা অন্তরা এবং চতুর্থ অংশকে আভোগ বলে, কিন্তু আধুনিক সঙ্গীতজ্ঞেরা দ্বিতীয় অংশকে অন্তরা এবং তৃতীয় অংশকে সঞ্চারী বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন কোন গীতে কেবল উদ্গ্রাহ ও ধ্রুব এই দুই অংশ থাকে, মেলাপক ও আভোগ থাকে না। মনুষ্যাদির নেত্রাদি অঙ্গের ন্যায় স্বর, বিরুদ (গুণ), পদ (কথা), তেনক (মঙ্গলবাচক শব্দ), পাট (শব্দের যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশ) এবং তাল এই ছয়টি অঙ্গ থাকে। গীত সমুদায় পাঁচজাতীয় হয়, যথা,—উক্ত ষড়ঙ্গ-

বিশিষ্ট ভেদিনী, পাঁচ অঙ্গযুক্ত নন্দিনী, চতুরঙ্গবিশিষ্ট দীপনী, তিন অঙ্গবিশিষ্ট পাবনী, এবং দুই অঙ্গবিশিষ্ট তারাবলী। যে সকল গীত ছন্দ এবং তালাদির নিয়মের অধীন তাহাদিগকে নিযুক্ত এবং ছন্দ ও তালাদিবিহীন গীতকে অনিযুক্তও বলিয়া থাকে। গীতের প্রথম অক্ষর ন, হ ও ম হওয়া উচিত নহে। প্রবন্ধ বহুবিধ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কতক গুলির নাম মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে, গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে তাহাদিগের লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করা যাইবে না।

আভোগ, স্বরৌঘ, পাঠকরণ, বন্ধকরণ, তেনকরণ, চিত্রকরণ, মিত্রকরণ, বিরুদ্দকরণ, স্বরাদ্যকরণ, ধ্রুবক, ঢেঙ্কিকা, বিবর্ত্তিনী, ঝোম্বড়, গাঙ্গিরা, লম্ভক, রাসক, একতালী, বর্ণ, বর্ণস্বর, কৈবাড়, অঙ্কচারিণী, কন্দ, তুরগলীলা গজলীলা, দ্বিপদী, চক্রবাল, ক্রৌঞ্চপাদ, স্বরার্থ, ধ্বনিকুট্টিনী, আর্য্যা, গাথা, দ্বিপথ, কলহংস, তোটক, ধট, বৃত্ত, মাতৃকা, রাগকদম্ব, পঞ্চতালেশ্বর, উমাতিলক, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ষট্পদী, বস্তু, বিজয়, ত্রিপথ, চতুর্মুখ, সিংহলীল, হংসলীল, দণ্ডক, ঝম্পক, কন্দুক, ত্রিভঙ্গি, হরবিলাস, সুদর্শন, স্বরাঙ্ক, শ্রীবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন, বদন, চচ্চরী, চর্য্যা, পদ্ধড়ী, রাহড়ী, বীরশ্রী, মঙ্গলাচার, ধবল, মঙ্গল, বনচক্রা, শরভলীল, কণ্ঠাভরণ, গদা, নন্দ্যাবর্ত্ত, তালার্ণব, ঢোল্লরী, জয়ন্ত, শেখর, উৎসাহ, মধুর, নির্ম্মল, কুণ্ডল, কমল, চারু, নন্দন, চন্দ্রশেখর, কামোদ, কন্দর্প, জয়মঙ্গল, তিলক, ললিত, জয়প্রিয়, কলাপ, সুন্দর, বল্লভ, তার, সানন্দ, বিরাম, ক্রতসৈন্ত, বিধিক্রম, প্রনব, কান্তার, বৈকুন্দ, রাসভ, বাঞ্ছিত, বিশাল, শঙ্ক,

শ্রীল, মকরন্দ, নিঃশঙ্ক, বিনোদ, বরদ, কুমুদ, চন্দ্রিকা, বিপুলা, রম্যা, তুরগ, কুঞ্জর, হরি, শার্দ্দূল, বীরশৃঙ্গার, ঝুমরি, চতুরঙ্গ, সূর্য্যপ্রকাশ, চন্দ্রপ্রকাশ, রণরঙ্গ, নবরত্ন, পঞ্চাবর্ত্ত, দশাবর্ত্ত, লহচাড়ী, লীলা, আন্দোলিতা, কৌমুদী, হংসমালিকা এবং খণ্ড। এই সকল প্রবন্ধের আবার নানাপ্রকার ভেদ আছে।

গীতগুণ।

ব্যক্ত (গানের পদ, রাগ ও স্বর জটিল না হওয়া), পূর্ণ (গমকযুক্ত), প্রসন্ন (সরলার্থ), সুকুমার (মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিনপ্রকার স্বর দ্বারা অলঙ্কৃত), সম (গ্রাম, স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহী, অবরোহী, লয়স্থান ঠিক রাখিয়া বীণাদির ধ্বনির সহিত কণ্ঠস্বরের মিল রাখা), সুরক্ত (স্বরের নীচতা, উচ্চতা প্রদর্শন এবং কখন দ্রুত লয় কখন বা মধ্য লয় কখন বা বিলম্বিত লয় দেখান), শ্লক্ষ্ণ (স্বরমাধুর্য্য), বিকৃষ্ট (অতি উত্তম স্বরসংযোগ), এবং মধুর (লাবণ্যপূর্ণ, নির্দ্দোষ, সারবিশিষ্ট এবং জনরঞ্জনগুণবিশিষ্ট), গীতের এই দশটী গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

গীতদোষ।

লোকদুষ্ট, শাস্ত্রদুষ্ট, শ্রুতিকঠোর, কালবিরোধি (বেলয়), পুনরুক্ত (পুনঃ পুনঃ এক প্রকার স্বর বা বাক্য প্রয়োগ), কলাবাহ্য (গীতের চতুঃষষ্টি কলার বহির্ভূত), গতক্রম, (ক্রম ভঙ্গ), অপার্থ (নিরর্থক অর্থাৎ যাহার কোন অর্থ নাই), গ্রাম্য (অশ্লীল) এবং সন্দিগ্ধ (রাগ ও অর্থের নানা প্রকার অর্থ প্রতীতি হওয়া) এই দশটী গীতের প্রধান দোষ। কিন্তু দেশী গীতে কতক

গুলি বিশেষ নিয়ম দৃষ্টিগোচর হয়। দেশী গীতে পৌনরুক্ত দোষমধ্যে গণ্য নহে, গীতমধ্যে অপভাষাও থাকিলে তত দোষা-বহ হয় না, শব্দ সকল অত্যন্ত শীঘ্র বা অতি বিলম্বে উচ্চারিত হইলেও বড় দোষের হয় না, স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ শব্দসকলের লিঙ্গবিপর্য্যয় হইতে পারে, সংযুক্ত বর্ণের প্রত্যেক বর্ণকে পৃথগ্‌ভাবে এবং অসংযুক্ত বর্ণকে সংযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করা যাইতে পারে, হ্রস্ব বর্ণকে দীর্ঘ এবং দীর্ঘ বর্ণকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করিলেও কোন দোষ হয় না। কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত গীত সকল এ নিয়মের অধীন নহে।

বাদ্যাধ্যায়।

বাদ্য যন্ত্র ব্যতিরেকে কি গীত, কি তাল কাহারই শোভা হয় না, অতএব মাঙ্গল্য বাদ্য যন্ত্রের বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। বাদ্য যন্ত্র সমুদায় প্রথমতঃ তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন এই চারি জাতিতে বিভক্ত। তন্ত্র এবং তারযুক্ত যন্ত্র সকল তত যন্ত্র, যেমন বীণাদি। চর্ম্মাচ্ছাদিত যন্ত্র সকল আনদ্ধ যন্ত্র, যেমন মুরজাদি। যে সকল যন্ত্র ফুৎকারদ্বারা বাদিত হয় তাহারা শুষির যন্ত্র, যেমন বংশ্যাদি। এবং কাংস্য বা লৌহাদি ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্র সমুদায় ঘন যন্ত্র, যেমন কাঁসী ইত্যাদি। তত যন্ত্রের মধ্যে কতক গুলি স্বতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ অন্য কোন যন্ত্রাদির সাহায্য না লইয়াই স্বয়ং বাদিত হয়, কতক গুলি অনুগতসিদ্ধ, অর্থাৎ মনুষ্যকণ্ঠাদির অনুগত হইয়া বাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্রও অনুগতসিদ্ধ যন্ত্রের এবং অনুগত সিদ্ধ যন্ত্রও স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্রের কার্য্য করিয়া থাকে। আনদ্ধ শুষির যন্ত্র সকল উক্ত নিয়মের অধীন, কিন্তু ঘন যন্ত্র উক্ত নিয়মের অধীন নহে, তাহার মধ্যে কতক গুলি নিয়ত স্বতঃসিদ্ধ কতক গুলি নিয়ত অনুগতসিদ্ধ।

তত যন্ত্র।

আলাপিনী, কচ্ছপী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, বিপঞ্চী, বল্লকী, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কূর্ম্মিকা, কুব্জা, সারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিস্বরী, শততন্ত্রী, নকুলোষ্ঠী, ঢংসরী,

ঔড়ম্বরী, পিণাকী, নিবন্ধ, পুষ্কল, গদা, বারণহস্ত, রুদ্রবীণা, স্বরমণ্ডল, কপিনাসী, মধুস্যন্দী, ঘণা, শ্রুতিবীণা, একতন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রী, উন্নতা এবং কোলিকা, এই কয়টি প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত তত যন্ত্র। অধুনাতন সঙ্গীতজ্ঞেরা ঐ সকল যন্ত্রের কোন কোন অংশ পরিত্যাগ এবং কোন কোন অংশ বর্দ্ধিত করিয়া বহুবিধ তত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায়ের নাম উল্লেখ করা গেল না।

আনদ্ধ যন্ত্র।

পটহ, মর্দ্দল, হুড়ুক, করট, অধট, ঝল্লা, ডমরু, ঢক্কা, টুক্করী, ত্রিবলী, দুন্দুভি, ভেরী, নিঃস্বান, তুম্বকী, কম্বুজ, পণব, কুণ্ডলী, শর্কর, টমকি, মণ্ড, মট্ট, ডিণ্ডিম, মৃদঙ্গ, উপাঙ্গ এবং দরী, এই কয়টি প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত আনদ্ধ যন্ত্র। অধুনা তবলা আদি আরও অনেক গুলি আনদ্ধ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

শুষির যন্ত্র।

কাহলা, শৃঙ্গ, শঙ্খ, বংশী, পবি, মুরলী, তুরী, তোড়হী, ধুক্কা, এবং স্বরনাভি, এই কয়টি শাস্ত্রোক্ত শুষির যন্ত্র; তদ্ভিন্ন এক্ষণে আরও অনেক শুষির যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

ঘন যন্ত্র।

করতাল, কাঁসী, জয়ঘণ্টা, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা, শুক্তি, কম্পিকা, পটবাদ্য, ঘণ্টা, তোদা, ঘর্ঘর, কম্পাতাল, মঞ্জীর এবং কণ্ঠর্ঘ্যঘুর, এই ত্রয়োদশবিধ শাস্ত্রোক্ত ঘন যন্ত্র, তদ্ভিন্ন অধুনা আরও কতক গুলি ঘন যন্ত্র নূতন হইয়াছে।

মার্দ্দঙ্গিক লক্ষণ।

যিনি ধীরপ্রকৃতি, বাদ্যবিষয়ে সুশিক্ষিত, মিষ্টভাষী, বাদ্যের বোল গুলি স্পষ্টরূপে বাহির করিতে সক্ষম, তালাভ্যাসে রত, গমকাদি সমস্ত বিষয় জ্ঞাত, নানা বাদ্য পরিবর্ত্তনপটু, বহুবিধ গীতের রীতিজ্ঞ, সন্তুষ্টচিত্ত, বাদ্যের বোল গুলি মুখে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারেন এবং অতি চতুর, তাঁহাকে মার্দ্দঙ্গিক বলা যায়।

তালাধ্যায়।

অণুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু এবং প্লুত এই পাঁচ প্রকার মাত্রা বিন্যাস দ্বারা হস্তপাঢ় সহকারে অখণ্ড কালকে ছন্দোগত করিয়া বিভাগ করাকে তাল বলে। মৃদঙ্গাদিতে তা, দিৎ, থুন, না প্রভৃতি যে সকল বোল বাদিত হয়, তাহা বাজাইবার সময় হস্তক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোল গুলি মুখে পঠিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে হস্তপাঢ় বা হস্তপাঠ বলা যায়। কর্ণধার ব্যতিরেকে যেমন নৌকা ঠিক থাকে না, তাল ব্যতিরেকেও তেমনি গীতাদির গতি শুদ্ধি হয় না। নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনই মত্ত হস্তী স্বরূপ, তাল তাহার অঙ্কুশ, অঙ্কুশাঘাত দ্বারা হস্তীপক যেমন হস্তীর স্বেচ্ছাচার নিবারণ করে, তাল দ্বারা বাদক তেমনি তৌর্য্যত্রিকের স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণ করিয়া থাকে। বস্তুগত্যা তাল দ্বারা গীতাদির ছন্দ ঠিক থাকিয়া স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। অপরাপর ছন্দের ন্যায় তালের চারিটি পাদ বা বিভাগ আছে, সেই চারি পাদের নাম, যথা,—সম, বিষম, অতীত এবং অনাগত। শাস্ত্রকারদিগের মতে এই চারিটি পাদ হইতেই তাল গ্রহণ করার বিধি আছে। অতএব ইহাদিগের প্রত্যেকটিকে এক এক গ্রহ বলে। গীতাদি গ্রহণের সমকালে তাল গ্রহণের নাম সমগ্রহ, গীতারম্ভের অব্যব-হিত পরেই তাল গ্রহণের নাম অতীত গ্রহ, তাল গ্রহণের পর গীতাদির আরম্ভ হইলে তাহাকে অনাগত গ্রহ এবং অতীত ও

অনাগত এই দুইটির মধ্যকালে গৃহীত তালকে বিষম গ্রহ বলে। তালহীন গীতাদি যে অলবণ ব্যঞ্জনের ন্যায় নিতান্ত অতৃপ্তিকর, ইহা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন, অতএব সঙ্গীত-কুতূহলীর পক্ষে তালজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রমতে তালের এক 'সম' হইতে অপর সমের পূর্ব্ব অর্থাৎ বিরাম স্থান পর্য্যন্তকে একটি পূর্ণমঞ্চ অর্থাৎ আওর্দা বলে। এবং মঞ্চের সমাপন স্থলকে বিশ্রাম বা 'মান' কহে। কিন্তু আধুনিক বাদক এবং গায়কগণ বিরামস্থলে বিশ্রাম না করিয়া পুনঃ সম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া একটি মঞ্চ সমাপন করেন।

সঙ্গীতশাস্ত্রে কথিত আছে যে, যেমন মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে পাঁচটি রাগের প্রথম উৎপত্তি হয়, তেমনি পাঁচটি তালও উৎপন্ন হয়; সেই পাঁচটি তালকে মার্গ তাল কহে। তাহাদের নাম যথা,—চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক, সম্পর্কেষ্টাক এবং উদ্ঘট্ট। এই পঞ্চমার্গ তাল হইতে বহুতর দেশী তাল উৎপন্ন হইয়াছে। কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি এবং প্রস্তার এই দশটি তালের জীবনস্বরূপ।

এক শত পদ্মপত্র উপর্য্যুপরিভাবে স্থাপিত করিয়া একটি সূচী দ্বারা ভেদ করিতে যে সময়ের আবশ্যক তাহাকে এক ক্ষণ বলে। আট ক্ষণে এক লব, আট লবে এক কাষ্ঠা, আট কাষ্ঠায় এক নিমেষ, আট নিমেষে এক কলা, আট কলায় এক ত্রুটি, আট ত্রুটিতে এক অণু মাত্রা, দুই অণু মাত্রায় এক অর্দ্ধ মাত্রা, দুই অর্দ্ধ মাত্রায় এক মাত্রা, দুই এক মাত্রায় এক গুরু মাত্রা এবং তিন এক মাত্রায় একটি প্লুত মাত্রা সম্পন্ন হয়। এইরূপ

ক্ষণাদিকালই তালের প্রথম প্রাণ। তালের গতি নিয়মের নাম মার্গ, মার্গ পাঁচ প্রকার, যথা,—বার্ত্তিক, কলাচিত্র, ধ্রুবক, চিত্রতর এবং চিত্রতম। চতুর্মাত্রায় বার্ত্তিক, দ্বিমাত্রায় কলাচিত্র, এক মাত্রায় ধ্রুবক, অর্দ্ধ মাত্রায়, চিত্রতর এবং সিকি মাত্রায় চিত্রতম মার্গ নিষ্পন্ন হয়। এই পঞ্চ মার্গ তালের দ্বিতীয় প্রাণ। ক্রিয়া দুই প্রকার, নিঃশব্দ এবং শব্দযুক্ত। নিঃশব্দকে কলা বলে এবং তাহা চারি প্রকার, যথা,—আবাপ, নিক্রাম, বিক্ষেপ এবং প্রবেশক। শব্দযুক্তও চারি প্রকার, যথা,—ধ্রুব, শম্পা, তাল এবং সন্নিপাত। উত্তান হস্তের অঙ্গুলি সঙ্কোচকে আবাপ, অধোহস্তের অঙ্গুলি প্রসারণকে নিক্রাম, উত্তানীকৃত দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলি প্রসারণকে বিক্ষেপ, অধস্তন হস্তের অঙ্গুলি সঙ্কোচকে প্রবেশ, তুড়ি দিয়া হস্তের পতনকে ধ্রুব, দক্ষিণহস্তের পাতকে শম্পা, বাম হস্তের পাতকে তাল এবং উভয় হস্তের পাতকে সন্নিপাত বলে। এই ক্রিয়া তালের তৃতীয় প্রাণ। অণুদ্রুত, দ্রুত, দ্রুতবিরাম, লঘু, লঘুবিরাম, গুরু এবং প্লুত এই সপ্তপ্রকার মাত্রাই তালের অঙ্গাত্মক চতুর্থ প্রাণ। অতি সূক্ষ্মাঘাতে অনুদ্রুত, সূক্ষ্মাঘাতে দ্রুত, পূর্ণাঘাতে লঘু, ঘাত এবং উৎক্ষেপে গুরু এবং ঘাত, উৎক্ষপ ও করভ্রমণে প্লুত মাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল অণুদ্রুতাদি মাত্রা কালে কোন রূপ আঘাত সম্পন্ন করিতে হইলে অণুদ্রুতে দেড়, দ্রুতে তিন, লঘুতে ছয়, গুরুতে বার এবং প্লুতে অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানান্তর হইতে আঘাত করিতে হয়। তালের পঞ্চম প্রাণ গ্রহ চারি প্রকার, যথা,—সম, অতীত, অনাগত এবং বিষম।

ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ পরে যথাস্থানে উক্ত হইবে। তালের ষষ্ঠপ্রাণ জাতি পাঁচ প্রকার, যথা,—চতুরস্র, ত্র্যস্র, খণ্ড, মিশ্র এবং সঙ্কীর্ণ। চতুর্মাত্রায় চতুরস্র, আট মাত্রায় ত্র্যস্র, ষোড়শ মাত্রায় খণ্ড, দ্বাত্রিংশৎ মাত্রায় মিশ্র এবং চতুঃষষ্টি মাত্রায় সঙ্কীর্ণ জাতি হইয়া থাকে। তালের সপ্তম প্রাণ কলা আট প্রকার, যথা,—ধ্রুবকা, সর্পিণী, কৃষ্যা, পদ্মিণী, বিসর্জিতা, বিক্ষিপ্তা, আয়তা এবং পতিতা। সশব্দাকে ধ্রুবকা, বামদিক-গামিনীকে সর্পিণী, দক্ষিণগামিনীকে কৃষ্যা, অধোগতাকে পদ্মিনী, বহির্গতাকে বিসর্জিতা, কুঞ্চিতাকে বিক্ষিপ্তা, উৰ্দ্ধ-গামনীকে আয়তা এবং হস্ত পাতনকে পতিতা বলে। তালের অষ্টম প্রাণ লয়। ক্রিয়ার অনন্তর বিশ্রামে লয় বলে। লয় তিন প্রকার, যথা,—দ্রুত, মধ্য, এবং বিলম্বিত। শীঘ্রতমকে দ্রুত, তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণকাল সম্পন্নকে মধ্য, মধ্য অপেক্ষা দ্বিগুণকাল নিষ্পন্নকে বিলম্বিত লয় বলে। লয়প্রবৃত্তির নিয়মকে যতি বলে। যতি পাঁচ প্রকার, যথা,—সমা, স্রোতোগতা, অন্যা, পিপীলিকা এবং গোপুচ্ছা। আদি মধ্য এবং অবসানে একপ্রকার লয় থাকাকে সমা, প্রথমে মধ্য, মধ্যে বিলম্বিত এবং শেষে দ্রুত লয়াত্মিকা যতিকে স্রোতো-গতা, বিলম্বমধ্যা এবং দ্রুতাদ্যন্তাকে অন্যা, দ্রুতমধ্যাকে পিপীলিকা এবং প্রথমে বিলম্বিতা, মধ্যে মধ্যলয়ান্বিতা এবং শেষে দ্রুতা যতিকে গোপুচ্ছা বলে। যতি, তালের নবম প্রাণ। অঙ্কাদির লিখনকে প্রস্তার বলে। প্রস্তার তালের দশম প্রাণ।

দেশী তালের মধ্যে যে গুলি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগের নাম নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

দেশী তালের নাম।

অঙ্ক, অঙ্কাভরণ, অতিরূপক, অক্রু, অনঙ্গ, অভঙ্গ, অভিনন্দন, অর্জ্জুন, অষ্টতালী, অসম, অভ্র, আড্ড, ইন্দ্রবঙ্গ, উগ্রা, উৎসব, উদীক্ষণ, উদণ্ড, উর্দ্ধতালী, একতালী, ঐশিক, ওষধীশ, কঙ্কণক, কন্দ, কন্দর্প, কন্দুক, কমলা, কম্বুক, করশাখা, করালমঞ্চ, করুণ, কল্যাণমঞ্চ, কীর্ত্তি, কুড়ুক্ক, কুণ্ডল, কুণ্ডলাচ্ছ, কুমুদেশ্বর, কুম্ভক, কুল্ল, কোকিলা, কোকিলপ্রিয়া, কোবিদ, ক্রীড়া, খণ্ড, গজ, গজকম্প, গজলীল, গণ্ডকী, গম্ভীরমঞ্চ, গোত্রাপক, গৌণ্ডপ্রভা, গৌরী, গৌরীকঞ্চলিকা, ঘটকর্কট, ঘণ্টানাদ, চক্র, চণ্ড, চণ্ডকৌশিক, চচ্চরী, চতুর, চতুরস্র, চতুর্থ, চতুর্মুখ, চতুস্তাস, চন্দ্রকলা, চন্দক্রীড়, চন্দ্রাতপ, চম্পক, চিত্র, চূড়ামণি, জগচ্চন্দ্র, জগঝম্প, জনক, জয়, জয়মঙ্গল, জয়শ্রী, জৈমিনি, ঝম্প, ঝোম্বড়, টঙ্ক, ঠেঙ্গিকার, তৃতীয়, ত্রিগুণ, ত্রিপুট, ত্রিভিন্ন, ত্রিভুঙ্গী, দর্পণ, দীপক, দীপিত, দীর্ঘচ্ছন্দ, দুর্ব্বল, দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়, দ্বিধাবর্ণ, ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়মঞ্চ, নাগরাজ, নান্দী, নিজ, নিঃসারুক, নিঃশঙ্কলীল, নিঃশঙ্কাসি, নীলঝোম্ব, নৃপ, পঙ্কজ, পঙ্কাঘাত, পঞ্চবাণ, পঞ্চম, পরিক্রম, পাতালকুণ্ডলী, পার্ব্বতীনেত্র, পার্ব্বতীলক্ষণ, পুরন্দর, পুষ্পক, পূর্ণ, পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণধন, পৃথ্বীকুণ্ডলী, প্রতাপরুদ্র, প্রতাপশেখর, প্রতি, প্রতিম, প্রতিমঞ্চ, প্রত্যঙ্গ, প্রদ্যোতমালী, বঙ্গ, বঙ্গদীপক, বঙ্গদ্যোত, বঙ্গপ্রদীপ, বঙ্গরূপক, বঙ্গলীল, বঙ্গাভরণ, বঙ্গেশ, বজ্রমালী, বনমালী,

বন্ধুক, বরুণ, বর্ণ, বর্ণভিন্ন, বর্ণভীরু, বর্ণমঞ্চ, বর্ণমল্লিকা, বর্ণযতি, বর্ণলীল, বর্দ্ধন, বসন্ত, বসন্তদর্শন, বিংশকলীলা, বিকঙ্ক, বিচারপ্রতিমঞ্চ, বিচিত্রা, বিজয়, বিজয়মঞ্চ, বিজয়ানন্দ, বিদ্যাধর, বিদ্রগ, বিন্দুমালী, বিপ্র, বিভ্রম, বিলোকিত, বিশ্বম্ভর, বিষম, বিষ্ণু, বীরবিক্রম, বৃহৎ, ব্রহ্ম, ব্রীড়া, ভগবান্, ভগ্ন, ভিন্নমঞ্চ ভৃঙ্গ, ভ্রমর, মকরন্দ, মকরভ্রম, মগদ্বিপদ, মঞ্চ, মঞ্জু-মঞ্জরী, মণ্ডল, মদন, মধুব্রত, মধুমতী, ময়ূর, মলয়, মল্ল, মল্লিকা, মল্লিকামোদ, মহাসনি, মাতৃকা, মাকণি, মায়াবতী মিশ্র, মুকুন্দ, মৃগরাজনিধি, মোক্ষপতি, মৌক্তিক, যতি, যতিলগ্ন যতিশেখর, যুগরাজ, রঙ্ক, রতি, রতিলীল, রবিবিক্রম, রবিমঞ্চ, রস-প্রদীপ, রাগবর্দ্ধন, রাগমালী, রাজকোলাহল, রাজচূড়ামণি, রাজনারায়ণ, রাজবল্লভ, রাজবিদ্যাধর, রাজমন্ত্রী, রাজ-মার্ত্তণ্ড, রাজমৃগাঙ্ক, রাজশীর্ষক, রাজশ্রী, রাস, রিপুভয়ঙ্কর, রূপক, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীশ, লগ্নমঞ্চ, লঘু, লঘুশেখর, ললিত, ললিতপ্রিয়, লীলা, লীলাবিলাস, লুব্ধ, লোলমকরন্দ, শঙ্খ, শরভরাজ, শরভলীল, শিব, শৌনিক, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকান্ত, শ্রীকীর্ত্তি, শ্রীনন্দিবর্দ্ধন, শ্রীরঙ্গ, শ্রীশেখর, ষট্, ষণ্মঞ্চ, সন্নিপাত, সম, সম্বর, সম্ভ্রম, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, সারঙ্গ, সারঙ্গদেব, সারস, সিংহ, সিংহনন্দন, সিংহলীল, সিংহবিক্রম, সিংহবিক্রীড়িত, সিদ্ধিপ্রদ, সুবন, সুন্দর, সোম, স্বর্ণমেরু, হংস, হংসনাদ, হংসতালিকা, হংসলীল, হেমাতপত্র এবং হুংপা। এইগুলি শাস্ত্রসম্মত দেশী তাল, এতদ্ভিন্ন অধুনাতন বাদকেরাও অনেক দেশী তাল সৃষ্টি করিয়াছেন।

বাচিকাভিনয়।

কেবল নাটকাদি লিখিত বাক্য দ্বারা সম্পন্ন অভিনয়কে বাচিক অভিনয় বলে।

আহার্য্যাভিনয়।

হার, কেয়ূর, কিরীটাদি বিবিধ ভূষণ প্রদর্শনকে আহার্য্য অভিনয় বলে।

সাত্ত্বিকাভিনয়।

যাহা দ্বারা সমুদায় ভাবের সত্ত্ব অর্থাৎ হর্ষশোকাদিজনিত মনের বিকার বিশেষ অনুভূত হয় তাহাকে সাত্ত্বিক ভাব বলে; যে অভিনয়ে স্তম্ভ (নিস্তব্ধতা), স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ (গাত্র কণ্টকিত হওয়া), স্বরভঙ্গ (গলার স্বর বিকৃত হওয়া), বেপথু (কম্পন), বৈবর্ণ (শরীর বিবর্ণ হওয়া), অশ্রু (চক্ষুর জল) এবং প্রলয় (চৈতন্য নাশ), এই আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের চিহ্ন প্রকাশ পায়, তাহাকে সাত্ত্বিকাভিনয় বলে।

নৃত্য।

জবত্ব, স্থিরতা, রেখা, ভ্রামণী, দৃষ্টি, অশ্রান্তি, প্রীতি, মেধা, বাক্য এবং গীত এই দশ প্রাণপ্রতীত, তালমানলয়াশ্রিত সবিলাস অঙ্গ-বিক্ষেপকে নৃত্য বলে।

তাণ্ডব ও লাস্যভেদে নৃত্য দুই প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পুরুষ নৃত্যকে তাণ্ডব এবং স্ত্রী নৃত্যকে লাস্য বলে। তাণ্ডবের আবার দুই প্রকার ভেদ আছে, যথা,—পেরণি তাণ্ডব ও বহুরূপ তাণ্ডব। অভিনয় বর্জ্জিত অঙ্গবিক্ষেপ মাত্রকে

পেবলি এবং ছেদন, ভেদন প্রভৃতি নানাবিধ অভিনয়যুক্ত অঙ্গবিক্ষেপকে বহুরূপ তাণ্ডব বলে। তাণ্ডবের ন্যায় লাস্যেরও যৌবত ও ছুরিত এই দুই প্রকার ভেদ দেখা যায়। নানা প্রকার লীলা প্রকাশ পূর্ব্বক নর্ত্তকীগণ যে নৃত্য করে, তাহাকে যৌবত লাস্য এবং নায়ক নায়িকারা নানা রস ভাবাদি ব্যঞ্জক অভিনয় সহকারে পরস্পর আলিঙ্গন চুম্বনাদি পূর্ব্বক যে নৃত্য করে তাহাতে ছুরিত লাস্য বলে। কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ছুরিত শব্দের পরিবর্ত্তে স্ফুরিত শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, যদিচ এই নামগত বৈষম্য আছে, কিন্তু ক্রিয়াগত কোন বৈষম্য নাই।

রস।

সহৃদয় ব্যক্তিগণের হৃদয়ে রতি প্রভৃতি স্থায়ি ভাব সকল বক্ষ্যমাণ ভাব, বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ভাব, এবং ব্যভিচারি ভাব দ্বারা ব্যক্ত হইয়া আস্বাদ্যমান (অনুভূয়মান) হইয়া আনন্দজনক হইলে রস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভাব।

নির্ব্বিকার চিত্তের প্রথম বিকারকে ভাব বলে।

বিভাব।

যাহা দ্বারা রসের জ্ঞান জন্মে তাহাকে বিভাব বলা যায়। আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে বিভাব দুই প্রকার হইয়া থাকে। যাহাকে অবলম্বন করিয়া উৎসাহাদি স্থায়ি ভাবের উদয় হয় তাহাকে আলম্বন বিভাব বলে। যেমন নায়ক নায়িকাদি।

স্থায়ি ভাবের উদ্দীপককে উদ্দীপন বিভাব বলে। যেমন চন্দ্র-কিরণ, ভূষণ, গৃহ ও তম্বূলাদি।

অনুভাব।

যাহা দ্বারা মনোগত ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় তাহার নাম অনুভাব। যেমন কটাক্ষাদি।

সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ব্যভিচারি ভাব।

নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, বিরোধ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব্ব, মরণ, আলস্য, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মরণ, মতি, ব্যাধি, ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার ভাব অবিচলিত রত্যাদি স্থায়ি ভাবে কখন প্রাদুর্ভূত, কখন তিরোহিত ভাবে সঞ্চরণ করে বলিয়া ইহারা ব্যভিচারি ভাব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

রসের প্রকার ভেদ।

নাট্যকারদিগের মতে রস আট প্রকার, যথা,—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত। এই আট প্রকার রসের আটটি স্থায়ি ভাব আছে। শৃঙ্গার রসে রতি, হাস্য রসে হাস, করুণ রসে শোক, বীর রসে উৎসাহ, রৌদ্র রসে ক্রোধ, ভয়ানক রসে ভয়, বীভৎস রসে জুগুপ্সা এবং অদ্ভুত রসে বিস্ময় স্থায়ি ভাব।

রতি।

যুবক যুবতীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনের ভাব বিশেষকে রতি বলে। ভাব, ও কটাক্ষাদি তাহার হেতু, প্রেম

তাহার অঙ্কুর, মান তাহার পল্লব, প্রণয় তাহার কলিকা, স্নেহ তাহার প্রসূন এবং অনুরাগ তাহার ফল।

কটাক্ষ।

কলাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা চক্ষুর তারার বিচিত্র বিবর্ত্তনকে কটাক্ষ নামে নির্দ্দেশ করেন। শ্বেত, শ্যাম এবং শ্বেতশ্যাম ভেদে কটাক্ষ তিন প্রকার হইয়া থাকে।

নৃত্ত।

নৃত্ততত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সর্ব্বপ্রকার অভিনয়শূন্য গাত্র-বিক্ষেপ মাত্রকে, অর্থাৎ যাহাতে কোন অভিনয়ের সম্পর্ক নাই এবং কেবল চিত্তানুরঞ্জক নানাপ্রকার অঙ্গবিক্ষেপ দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয় তাহাকে নৃত্ত বলিয়া গিয়াছেন। নৃত্তের তিনটী প্রকার ভেদ আছে, যথা, বিষম, বিকট ও লঘু। শস্ত্রসঙ্কট স্থানে বা শূন্যে রজ্জু টাঙ্গাইয়া তাহার উপর নানা গতি বৈচিত্র্যকে বিষম নৃত্ত বলে; অঙ্গের বা কেশাদির বৈরূপ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক নৃত্ত করাকে বিকট নৃত্ত বলা যায় এবং সামান্য উপকরণ সম্পন্ন উৎপ্লুতাদি গতির নাম লঘু নৃত্ত।

কোন কোন পণ্ডিত নর্ত্তনের এরূপ বিভাগ না করিয়া একবারে নাট্য, নৃত্য, তাণ্ডব, নৃত্ত, লাস্য, বিষম, বিকট, লঘু, পেবলি এবং গৌণ্ডলী এই দশ প্রকার বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু উপরোক্ত বিভাগ অনেকের অনুমোদিত বলিয়া আমরা ঐ মতটিই গ্রহণ করিলাম। বিদ্যাধরাদি

সঙ্গীতজ্ঞেরা নৃত্য ও নৃত্ত এই উভয়ের কোনরূপ ভেদ স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে নৃত্য ও নৃত্ত একই প্রকার।

প্রবন্ধাদি নৃত্যে সূত্রধার, নট, নটী, বিদূষক, পারিপার্শ্বিক, বিষ্কম্ভক, সময়, নায়ক নায়িকাদির প্রবেশাদি, ভাষা, ভাষাঙ্গ, রাগ, রাগাঙ্গ এবং ক্রিয়াঙ্গ এই সকল বিষয়ের আবশ্যক হয়। সঙ্গীতকুশল, বদান্য, ভাবক, নৃপ অথবা কোন প্রধান পুরুষ সুস্থশরীর সভ্য গণের সহিত রঙ্গ ভূমিতে উপবেশন করিলে সূত্রধার বা নর্ত্তক অথবা নর্ত্তকী আপন বৃন্দ সম্প্রদায় সমভি-ব্যাহারে রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করিবে। চারি জন প্রধান গায়ক, আট জন সমগায়ক (দোহার), চারি জন মার্দ্দঙ্গিক, চারি জন বাংশিক এবং কতিপয় ততযন্ত্রবাদক এই সকলের সমবায়ে উত্তম বৃন্দ সম্প্রদায়, তাহার অর্দ্ধ সংখ্যক হইলে মধ্যম বৃন্দসম্প্রদায় এবং তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ সিকি সংখ্যক হইলে অধম বৃন্দ সম্প্রদায় হইয়া থাকে। বৃন্দ সম্প্রদায় রঙ্গ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইলে প্রথমেই বাদক গণ সমবেত ভাবে স্ব স্ব যন্ত্র-বাদন-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে, পশ্চাৎ গায়ক গণ অনিবদ্ধ এবং নিবদ্ধ দুই প্রকার গীতই গান করিবে, তাহার পর সূত্রধার বা নর্ত্তক অথবা নর্ত্তকী জবনিকার অভ্যন্তরে মনোহর বেশে পুষ্পপূর্ণ পুষ্পপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান থাকিবে। জবনিকা নিঃসারিত হইলে দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত মোহিত করিয়া রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করিয়াই হস্তস্থিত পুষ্পাঞ্জলি রঙ্গ ভূমির বামপার্শ্বে নিক্ষেপ করিবে। কোন কোন নৃত্যজ্ঞ পণ্ডিত বলেন পুষ্পাঞ্জলির পুষ্পসংখ্যা একবিংশতি হওয়া উচিত, কোন কোন পণ্ডিতের মতে পুষ্পের কোন নির্দ্দিষ্ট

সংখ্যা নাই, অঞ্জলি পূর্ণ হইলেই হইল। পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপের সময় সূত্রধার বা নর্ত্তক অথবা নর্ত্তকীকে সমপাদ, সংহত, লতাকর এবং চতুরস্র এই চারি প্রকার আঙ্গিক ক্রিয়ার অধীন হইতে হয়।

সমপাদ।

দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিয়া পাদদ্বয় কেবল সরলভাবে দ্বাদশাঙ্গুলি অন্তরে স্থাপিত করার নাম সমপাদ।

সংহত।

দেহ স্বাভাবিক ভাবে রাখিয়া দুই পায়ের অঙ্গুষ্ঠ (বুড় আঙুল) এবং গুল্‌ফ (গুড় মুড়া) দ্বয় পরস্পর মিলিত রাখাকে সংহত বলে।

লতাকর।

হস্তদ্বয় পতাক করিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে আন্দোলিত করাকে লতাকর বলে।

চতুরস্র।

পদদ্বয় অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত অন্তরে স্থাপিত হইলে তাহাকে চতুরস্র বলা যায়।

পুষ্পাঞ্জলি বিক্ষেপ সময়ে উক্ত চারি প্রকার আঙ্গিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইলে নন্দ্যাবর্ত্ত বর্দ্ধমান, স্থলু, সৌষ্ঠব, তলপুষ্প-পুট, পুষ্পপুট, পাদাগ্রতলসঞ্চার অধার্দ্ধিকাচারী প্রভৃতি আরও কতকগুলি নিয়মের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়।

নন্দ্যাবর্ত্ত।

পাদ বিক্ষেপ সময়ে ছয় বা দ্বাদশাঙ্গুলি অন্তরে পা ফেলার নাম নন্দ্যাবর্ত্ত।

বৰ্দ্ধমান।

দুই পায়ের পার্ষ্ণি অর্থাৎ গোড়ালী তির্য্যগ্‌ভাবে সংস্থাপিত করিয়া পশ্চাৎ ক্রমান্বয়ে স্থলূ ও গাত্র-সৌষ্ঠব প্রদর্শন করার নাম বৰ্দ্ধমান।

স্থলূ।

নৃত্যতত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা মন্দ মন্দ বায়ু হিল্লোলে দীপশিখা যেমন মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হয়, তদ্রূপ অঙ্গ-সঞ্চালনকে স্থলূ শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সৌষ্ঠব।

কটী, জানু, কনুই এবং মস্তক সমভাবে এবং বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া গাত্র সন্ন অর্থাৎ স্বস্থান হইতে চালিত করাকে সৌষ্ঠব বলে।

তল পুষ্পপুট।

নিষ্ক্রামণ কালে অধ্যৰ্দ্ধিকাচারী গতিতে পাদ দক্ষিণে এবং ব্যাবর্ত্তন গতিতে হস্ত যুগল দক্ষিণে রাখিয়া পরিবর্ত্তন সময়ে বাম পার্শ্ব সম্যক নত করিয়া করদ্বয় সেই দিকে লইয়া গিয়া পশ্চাৎ করদ্বয় পুষ্পপুটাকারে বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করাকে তল-পুষ্পপুট বলা যায়।

পুষ্পপুট।

হস্তদ্বয় সর্পশীর্ষাকারে মিলিত করাকে পুষ্পপুট বলা যায়।

পাদাগ্রতলসঞ্চার।

পার্ষ্ণি বিক্ষিপ্ত, অঙ্গুষ্ঠ প্রস্থত এবং অপরাপর অঙ্গুলি সঙ্কুচিত করার নাম পাদাগ্রতলসঞ্চার।

অধ্যর্দ্ধিকাচারী।

দক্ষিণ পার্ষ্ণি বাম দিকে এবং বাম পার্ষ্ণি দক্ষিণে স্থাপিত করাকে অধ্যর্দ্ধিকাচারী বলে। কোন কোন পণ্ডিত ইহাকেই হংসপাদিকা কহিয়া থাকেন।

নাট্যাদিতে আঙ্গিকাভিনয়ের প্রধান্য, অতএব অঙ্গ, প্রত্যঙ্গাদির বিষয় অগ্রে বলিয়া পশ্চাৎ নৃত্যাদির বিষয় বলা যাইবে। মস্তক, বক্ষঃস্থল, কর, পার্শ্বদেশ, কটী ও চরণ এই ছয়টি অঙ্গ-মধ্যে; গ্রীবা, বাহু, পৃষ্ঠ, উদর, ঊরু এবং জঙ্ঘা এই ছয়টি প্রত্যঙ্গ-মধ্যে এবং ভ্রূ, চক্ষু, নাসিকা, গণ্ড, অধর ও চিবুক এই ছয়টি উপাঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে অধর, দশন, জিহ্বা, চিবুক, মুখ, চক্ষু, ভ্রূ, চক্ষুর পাতা, চক্ষুর তারা, কপোল, নাসিকা ও নিশ্বাস এই দ্বাদশটি মস্তকগত এবং পার্ষ্ণি, গুল্‌ফ, হস্তের অঙ্গুলি, পদের অঙ্গুলি, হাতের তল, পায়ের তল, মুখরাগ এবং হস্তের ক্রিয়া এই আটটি অন্যান্য অঙ্গগত উপাঙ্গ। এই সকল অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের কতক গুলি ক্রিয়া নাট্যাদিতে সর্ব্বদা প্রযুক্ত হয়, তৎ সমুদায়ের নামমাত্র এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

ধূত, বিধূত, আধূত, অবধূত, কম্পিত, আকম্পিত, উদ্বাহিত, পরিবাহিত, অঞ্চিত, নিকুঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোমুখ ও ললিত, এই চতুর্দ্দশ প্রকার শিরঃ হইয়া থাকে। কোন কোন নৃত্যশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত এই চতুর্দ্দশ ক্রিয়ার সহিত তির্য্যঙ্‌নতোন্নত, স্কন্ধানত, আবাত্রিক, সম ও পার্শ্বাভিমুখ এই পাঁচটি অতিরিক্ত যোগ করিয়া ঊনবিংশতি প্রকার শিরঃ

কহিয়া থাকেন। পতাক, ত্রিপতাক, অর্দ্ধচন্দ্র, কর্ত্তরীমুখ, অরাল, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, খটকামুখ, শুকতুণ্ড, কাঙ্গুল, পদ্মকোশ, অলপল্লব, সূচীমুখ, সর্পশির, চতুর, মৃগশীর্ষক, হংসাস্য, হংসপক্ষ, ভ্রমর, মুকুল, ঊর্ণনাভ, সন্দংশ, তাম্রচূড়, এই চতুর্বিংশতিবিধ অসংযুত হস্ত। অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, দোলাপুষ্পপুট, উৎসঙ্গ, খটক, বর্দ্ধমান, গজদন্ত, অবহিত্থ, নিষধ, মকর এবং বর্দ্ধমান, এই ত্রয়োদশ প্রকার সংযুক্ত হস্ত। সাকল্যে এই সপ্ত ত্রিংশৎ হস্ত ক্রিয়া অভিনয় এবং নৃত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। চতুরস্র, উদ্‌বৃত্ত, তলমুখ, স্বস্তিক, বিপ্রকীর্ণ, অরালখটকামুখ, আবিদ্ধবক্ত্র, সূচী, রেচিত, অর্দ্ধরেচিত, নিতম্ব, পল্লব, কেশবন্ধ, উত্তানবঞ্চিত, তল, করিহস্ত, পক্ষবঞ্চিত, পক্ষপ্রদ্যোতক, দণ্ডপক্ষ, গরুড়পক্ষ, ঊর্দ্ধমণ্ডলী, পার্শ্বমণ্ডলী, উরোমণ্ডলী, উরঃপার্শ্বার্দ্ধমণ্ডলী, মুষ্টিকাস্বস্তিকাবলী, নলিনীপদ্মকোশ, অলপদ্ম, উল্বন, বলিত এবং দলিত, এই ত্রিংশৎ প্রকার হস্ত কেবল নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

সম, আভুগ্ন, নিভুগ্ন, প্রকম্পিত ও উদ্বাহিত, এই পঞ্চ প্রকার বক্ষ; বিবর্ত্তিত, অপসৃত, প্রসারিত, অধোমুখ এবং উন্নত, এই পাঁচ প্রকার পার্শ্ব; কম্পিত, উদ্বাহিত, ছিন্ন, বিবৃত্ত এবং রেচিত, এই পঞ্চবিধ কটী; সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচী, অগ্রতলসঞ্চর এবং উদ্বট্টিত, এই ষড়্‌বিধ চরণ নাট্যাদিতে প্রযুক্ত হয়। কেহ কেহ ত্রুটিত, উদ্ঘটিতোৎসেধ, ঘটিত, মর্দ্দিত, অগ্রগ, পার্ষ্ণিগ এবং পার্শ্বগ, এই সপ্তবিধ চরণ নৃত্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

একোচ্চ, কর্ণলগ্ন, উচ্ছ্রিত, স্রস্ত এবং লোলিত এই পঞ্চ প্রকার স্কন্ধ; সম, নিবৃত্ত, বলিত, রেচিত, কুঞ্চিত, অঞ্চিত, ত্র্যস্র, নত এবং উন্নত এই নয় প্রকার গ্রীবা; ঊর্দ্ধস্থ, অধোমুখ, তির্য্যক, অপবিদ্ধ, প্রসারিত, অঞ্চিত, মণ্ডলগতি, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধবেষ্টিত এবং পৃষ্ঠানুসারী, এই দশবিধ বাহু; কাহার মতে আবিক, কুঞ্চিত, নম্র, সরল, আন্দোলিত এবং উৎসারিত এই ষট্‌প্রকার বাহু; কম্পিত, বলিত, স্তব্ধ, উদ্বর্ত্তিত এবং নিবর্ত্তিত এই পঞ্চ প্রকার উরু; আবর্ত্তিত, নত, ক্ষিপ্ত, উদ্বাহিত, পরিবর্ত্তিত, এই পঞ্চবিধ জঙ্ঘা; কাহার মতে নিঃসৃত, পরাবৃত্ত, তিরশ্চীন, বহির্গত এবং কম্পিত এই পঞ্চবিধ জঙ্ঘা; নিকুঞ্চিত, আকুঞ্চিত, চল, ভ্রমিত এবং সম এই পাঁচ প্রকার মণিবন্ধ; সংহত, কুঞ্চিত, অর্দ্ধকুঞ্চিত, নত, উন্নত, বিবৃত, এবং সম এই সাত প্রকার জানু; এই কয় প্রকার প্রত্যঙ্গ নাট্যাদিতে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চক্ষু বা দৃষ্টি।

কান্ত, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত এই আট প্রকার রস দৃষ্টি; স্নিগ্ধ, হৃষ্ট, দীন, ক্রুদ্ধ, দৃপ্ত, ভয়ান্বিত, জুগুপ্সিত এবং বিস্মিত এই আট প্রকার রত্যাদি স্থায়ি ভাবজ দৃষ্টি; শূন্য, মলিন, শ্রান্ত, লজ্জিত, শঙ্কিত, মুকুল, অর্দ্ধমুকুল, গ্লান, জিহ্ম, নিকুঞ্চিত, বিতর্কিত, অভিতপ্ত, বিষণ্ণ, ললিত, আকেকর, বিকোশ, বিভ্রান্ত, বিপ্লুত, ত্রস্ত এবং মদির, এই বিংশতি প্রকার নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারি ভাবজ দৃষ্টি; সাকল্যে ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার দৃষ্টি নাট্যাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ভ্রূ।

সহজ, পতিত, উৎক্ষিপ্ত, রেচিত, নিকুঞ্চিত, ভ্রূকুটী এবং চতুর এই সপ্ত প্রকার ভ্রূর প্রয়োগ নাট্যাদিতে দেখা যায়।

পুট বা চক্ষুর পাতা।

প্রসৃত, কুঞ্চিত, উন্মেষিত, নিমেষিত, বিবর্ত্তিত, স্ফুরিত, পিহিত, বিচালিত এবং সম এই নববিধ পুট নাট্যাদির অনুবর্ত্তী।

তারক বা চক্ষুর তারা।

বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুরোধে তারকভেদ লক্ষিত হয়, তারক প্রথমতঃ দ্বিবিধ, যথা,—স্বনিষ্ট এবং বিষয়াভিমুখ। তন্মধ্যে ভ্রমণ, বলন, পাত, চলন, প্রবেশন, বিবর্ত্তন, সমুদ্বৃত্ত, নিষ্ক্রমণ এবং প্রাকৃত এই নয় প্রকার তারক স্বনিষ্ট এবং সম, সাচী, অনুবৃত্ত, লোকিত, বিলোকিত, উল্লোকিত, আলোকিত এবং প্রবিলোকিত এই আট প্রকার বিষয়াভিমুখী তারক নাট্যাদির অনুকূল। উল্লিখিত নববিধ স্বনিষ্ট তারকের মধ্যে সমুদ্বৃত্ত, বলন, ও ভ্রমণ এই তিন প্রকার তারক বীর ও রৌদ্র রসে; পাত, করুণ রসে; চলন, ভয়ানক রসে; প্রবেশন, বীভৎস রসে; বিবর্ত্তন, হাস্য রসে; নিষ্ক্রমণ, শৃঙ্গার রসে এবং অদ্ভুত রসে প্রাকৃত তারক প্রযুক্ত হয়।

কপোল।

কুঞ্চিত, কম্পিত, পূর্ণ, ক্ষাম, ফুল্ল এবং সম এই ছয় প্রকার কপোলের প্রয়োগ নাট্যাদিতে হইয়া থাকে।

নাসিকা।

স্বাভাবিক, নত, মন্দ, বিকৃষ্ট বিধূনিত এবং সোচ্ছ্বাস এই ষড় বিধ নাসা নাট্যাদির উপোযোগী।

অধর।

বিবর্ত্তিত, কম্পিত, বিসৃষ্ট, বিনিগূহিত, সন্দষ্ট এবং সমুদ্গ এই ছয় প্রকার অধরের প্রয়োগ নাট্যাদিতে দেখা যায়। কেহ কেহ ইহার সহিত উদ্বৃত্ত, বিকাশী, আয়ত এবং রেচিত এই চারিটি যোগ করিয়া দশবিধ অধর নির্দ্দেশ করেন।

দন্ত।

কুট্টন, খণ্ডন, ছিন্ন, রুচ্ছিত, গ্রহণ, সম, দংষ্ট্র এবং নিষ্কর্ষণ এই আট প্রকার দন্ত নাট্যাদির অনুগামী।

জিহ্বা।

ঋজু, সৃক্কানুগ, বক্র, উন্নত, লোল এবং লেহনী, এই ছয় প্রকার জিহ্বার প্রয়োগ নাট্যাদিতে হইয়া থাকে।

চিবুক।

ব্যাদীর্ণ, শ্বসিত, বক্র, সংহত, চলসংহত, স্ফুরিত, চলিত এবং লোল এই আট প্রকার চিবুক নাট্যাদিতে প্রযুক্ত হয়।

বদন।

ব্যাভুগ্ন, ভুগ্ন, উদ্বাহী, বিধুত, বিবৃত এবং বিনিবৃত্ত এই ছয় প্রকার বদন নাট্যাদির উপযোগী।

পার্ষ্ণি বা পায়ের গোড়ালী।

উৎক্ষিপ্ত, পতিতোৎক্ষিপ্ত, পতিত, অন্তর্গত, বহির্গত, মিথোযুক্ত, বিযুক্ত এবং অঙ্গুলিসঙ্গত এই অষ্টধা পার্ষ্ণি নাট্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

গুল্‌ফ বা পায়ের গাইট।

অঙ্গুষ্ঠসংশ্লিষ্ট, অন্তর্গত, বহির্গত, মিথোযুক্ত এবং বিযুক্ত এই পাঁচ প্রকার গুল্‌ফ নাট্যাদির উপযোগী।

করাঙ্গুলি।

সংহত, বিযুত, বক্র, চালিত, পতিত, কুঞ্চমূল এবং প্রসৃত এই সাত প্রকার করাঙ্গুলি নাট্যাদিতে প্রযুক্ত হয়।

চরণাঙ্গুলি।

অধঃক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত, কুঞ্চিত, প্রসারিত এবং সংলগ্ন এই পঞ্চধা চরণাঙ্গুলির প্রয়োগ নাট্যাদিতে দেখা যায়।

পদতল।

পতিতাগ্র, ধৃতাগ্র, ভূমিলগ্ন, উদ্ধৃত, কুঞ্চমধ্য এবং তিরশ্চীন এই ছয় প্রকার পদতল নাট্যাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুখরাগ।

মুখরাগ দ্বারা মানবগণের রসানুগত মনোবৃত্তি বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়, অতএব মুখ রাগের বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত এবং শ্যাম এই চারি প্রকার মুখ রাগ নাট্যাদির বিশেষ উপযোগী। সহজ মুখ রাগকে স্বাভাবিক মুখ রাগ বলে, স্বভাবাভিনয়ে এই প্রকার মুখ রাগ ঘটিয়া থাকে। মধুর মুখ রাগকে প্রসন্ন বলে, শৃঙ্গার, অদ্ভুত এবং হাস্য রসে এই প্রকার মুখ রাগ জন্মে, লোহিত মুখ রাগকে রক্ত বলে, বীর, করুণ, রৌদ্র এবং অদ্ভুত রসে এইরূপ মুখ রাগ হয়। শ্যামবর্ণ মুখ রাগকে শ্যাম কহে, বীভৎস এবং ভয়ানক রসে এই প্রকার মুখ রাগ দেখা যায়।

হস্ত প্রচার।

নাট্যাদিতে উত্তান, অধস্তল, পার্শ্বতল, অগ্রতল, স্বসম্মুখতল, উর্দ্ধমুখ, অধোমুখ, পরাঙ্মুখ, সম্মুখ, পার্শ্বমুখ, উর্দ্ধগ, অধোগ, পার্শ্বগ, অগ্রগ এবং সম্মুখাগত এই পঞ্চদশ প্রকার হস্ত প্রচারের ব্যবহার দেখা যায়।

হস্তকর্ম্ম।

ধূনন, সংযোগ, বিয়োগ, ক্ষেপ, রক্ষণ, মোক্ষণ, পরিগ্রহ, নিগ্রহ, উৎকৃষ্ট, আকৃষ্টি, বিকৃষ্টি, তাড়ন, তোলন, ছেদ, ভেদ, স্ফোটন, মোটন, বিসর্জ্জন, আহ্বান এবং তর্জ্জন এই বিংশতি প্রকার হস্তকর্ম্ম নাট্যাদির উপযোগী।

হস্তক্ষেত্র।

নাট্যাদিতে পার্শ্বদ্বয়, সম্মুখ, পশ্চাৎ, উর্দ্ধ, অধ, মস্তক, ললাট, কর্ণ, স্কন্ধ, নাভি, কটী এবং উরুদ্বয়, এই কয় স্থানে হস্ত প্রদান করিয়া অভিনয়াদি কার্য্য করিতে হয়।

অঙ্গ।

যেখানে হাত, সেই খানে দৃষ্টি; যেখানে দৃষ্টি, সেই খানে মন; যেখানে মন, সেই খানে ভাব এবং যেখানে ভাব, সেই খানে রস অবস্থিতি করে। গীতাদি রচনা, মুখে গওয়া, হস্তভঙ্গি বিশেষ দ্বারা গীতের অর্থ প্রকাশ করা, চক্ষুদ্বারা গীতের ভাব দেখান এবং পায়ের দ্বারা তাল নির্ণয় করা এই পাঁচটি নৃত্যের প্রধান অঙ্গ।

গতি।

ভানবী, মৈনী, গজলীলা, তুরঙ্গিণী, হংসী, মৃগী এবং খঞ্জরীটী এই সাত প্রকার গতি নৃত্যাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ভানবী গতি।

ভানু অর্থাৎ সূর্য্য প্রতি নিয়তই গগন মণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার গতি যেমন কাহার লক্ষিত হয় না, সেই প্রকার অলক্ষিত গতিকে ভানবী গতি কহে। এই প্রকার গতি দেখিতে অতি সুন্দর।

মৈনী গতি।

জলাশয়-মধ্যে মীন অর্থাৎ মৎস্য যেমন অবিশ্রান্ত ভাবে গমন করে, সেই প্রকার অবিশ্রান্ত গতিকে মৈনী গতি বলে।

গজলীলা গতি।

গজ যেমন হেলিতে দুলিতে মন্দ মন্দ গমন করে, সেই প্রকার মন্দ গতির নাম গজলীলা গতি।

তুরঙ্গিণী গতি।

তুরঙ্গ অর্থাৎ ঘোটক যেমন অবিশ্রান্ত ভাবে অতি দ্রুত বেগে গমন করে, সেই প্রকার গতিকে তুরঙ্গিণী গতি বলা যায়।

হংসী গতি।

হংসী যেমন মন্দ মন্দ গমনকালে সর্ব্বদা গমন পরিবর্ত্তন করে, সেই প্রকার পরিবর্ত্তন সহ মন্দ গতির নাম হংসী গতি।

মৃগী গতি।

মৃগী যেমন সর্ব্বদা চকিত ভাবে চারিদিক অবলোকন করিতে করিতে গমন করে, সেই রূপ চকিত ভাবে চারি দিক নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক গতিকে মৃগী গতি বলে।

খঞ্জরীটী গতি।

খঞ্জন পক্ষী যেমন দুই পা সমান ভাবে রাখিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে, সেই প্রকার সলম্ফ গতিকে খঞ্জরীটী গতি বলে।

পণ্ডিতেরা বলেন এই সপ্ত প্রকার গতির মধ্যে ভানবী, গজলীলা এবং হংসী এই তিন প্রকার গতি লাস্যে; মৈনী, তুরঙ্গিণী এবং খঞ্জরীটী এই তিন প্রকার গতি তাণ্ডবে নিয়ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মৃগী গতি, তাণ্ডব ও লাস্য দ্বিবিধ নৃত্যেই ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত উক্ত সাত প্রকার গতি না বলিয়া লাবী, হংসী, মায়ূরী তুরঙ্গিণী, কুঞ্জরী, তিত্তিরী, কুক্কুটী এবং মৈনী এই আট প্রকার গতি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

নৃত্যপ্রকরণ।

যতি নৃত্য।

কূট অথচ অত্যন্ত কোমল হস্তপাঠ, বা অড্ডতাল, কিম্বা একতালী, অথবা যতি (পুনঃ পুনঃ বিরামান্ত বাদ্যখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত যে বাদ্য বিশেষ তাহার নাম যতি), এই সকল বাদ্যে কূটাক্ষরের সহিত পায়ের পার্শ্ব, অঙ্গুলি, মূল, পার্ষ্ণি এবং চরণের অগ্রভাগদ্বারা আঘাত করিতে করিতে যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাহাকে যতি নৃত্য বলে। যতি নৃত্যের সহিত অষ্টতালী গান করিবার বিধি আছে।

শব্দচালি নৃত্য।

নর্ত্তক একপায় অবস্থিত হইয়া শব্দের বর্ণানুসারে গতি করিবে এবং দ্বিতীয় পায়ে দক্ষিণাবর্ত্ত গতি প্রদর্শন করিয়া পর্য্যায় ক্রমে চতুর্মাত্রা-নিষ্পন্ন বার্ত্তিক, দ্বিমাত্রা-প্রযুক্ত কলাচিত্র, এক-মাত্রা-সম্পন্ন ধ্রুবক, অর্দ্ধ-মাত্রা-নির্ম্মিত চিত্রতর এবং অণু অর্থাৎ সিকি-মাত্রা-নিষ্পন্ন চিত্রতম মার্গে গতি কৌশল প্রদর্শন করিলে তাহাকে শব্দচালি নৃত্য বলা যায়। কাহার মতে প্রথমে পাঁচটী মার্গতালে, পরে রাস তালে যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাহার নাম শব্দচালি। কাহার মতে স্থান (স্থিতি), চারী (এক পা গতি), করণ (দুই পা গতি), খণ্ডন (ছয় পা গতি), মণ্ডন (আঠার পা গতি), প্রমাণ (গীত বাদ্যের সহিত নৃত্যের সমতা) ইত্যাদি ভূষিত নৃত্যের নাম শব্দচালি নৃত্য।

উড়ুপ নৃত্য।

নেরি, করণনেরি, মিত্র, চিত্র, নেত্র, জারমাণ, মুরু, হুল্ল, লাবণী, কর্ত্তরী, তুম্ব এবং প্রসর এই দ্বাদশ প্রকার নৃত্যকে উড়ুপ নৃত্য বলে।

নেরি নৃত্য।

বিলম্বিত লয়াশ্রিত, আদি তালের অনুগত, রেখা (যাহাতে লোকের চিত্ত ও নয়ন রঞ্জন হয় এই রূপ ভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশকে রেখা বলে), মুদ্রা (হৃদয়রঞ্জক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থা বিশেষের নাম মুদ্রা), প্রমাণ, এবং নানা প্রকার হস্ত ক্রিয়া, ইত্যাদি ভূষিত চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে নৃত্যকে নেরি নৃত্য বলে।

নেরি নৃত্য আবার নট নেরি, ভাব নেরি, শুদ্ধ নেরি, সালঙ্ক নেরি এবং সঙ্কীর্ণ নেরি এই কয় প্রকার হইয়া থাকে।

নট নেরি নৃত্য।

নেরি নৃত্য অধিক দ্রুতমানে সম্পন্ন হইলে তাহাকে নট নেরি নৃত্য বলে।

ভাব নেরি নৃত্য।

রসভাবাদি জ্ঞাপক দৃষ্টিসম্বদ্ধ নেরিই ভাব নেরি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শুদ্ধ নেরি নৃত্য।

নেরি নৃত্য পতাক হস্তে (অঙ্গুষ্ঠ-সঙ্কুচিত ভাবে তর্জনীর মূলদেশ স্পর্শ করিলে এবং অপরাপর অঙ্গুলি গুলি প্রসারিত ভাবে একত্র মিলিত থাকিলে পতাক কর বলে) বিভূষিত হইলে শুদ্ধ নেরি নৃত্য নামে কথিত হয়।

সালঙ্ক নেরি নৃত্য।

একত্র সংযুক্ত-দুইহস্ত-শোভিত নেরি নৃত্যের নাম সালঙ্ক নেরি।

সঙ্কীর্ণ নেরি নৃত্য।

নেরি নৃত্য কখন সংযুক্ত হস্তে কখন বা অসংযুক্ত হস্তে সম্বদ্ধ হইলে তাহাকে সঙ্কীর্ণ নেরি নৃত্য বলে।

করণ নেরি নৃত্য।

নেরি নৃত্য করণ সংযুক্ত হইলে করণ নেরি নৃত্য নামে অভিহিত হয়।

মিত্র নৃত্য।

যে নৃত্যে ধ্রুব ও অতিচিত্র মার্গ দ্বারা গতি সঙ্কুচিত হয়, যাহা রূপক তালের অনুগত এবং পুনঃ পুনঃ হস্ত সঞ্চালন সমন্বিত তাহাকে মিত্র নৃত্য বলে।

চিত্র নৃত্য।

বিচিত্র গতিবিশিষ্ট, রেখা এবং সৌষ্ঠব সমন্বিত, একতালী তাল ও চিত্রতর মার্গের অনুগত নৃত্যকে চিত্র নৃত্য বলা যায়।

নেত্র নৃত্য।

ক্রীড়া তালের অনুগত, বালকেরা ক্রীড়া কালে যে রূপ চক্র দেয়, সেই প্রকার চক্রভ্রমণ-সঙ্গত, কখন সঙ্কুচিত, কখন বিস্তৃত যতি বিশিষ্ট নৃত্যের নাম নেত্র নৃত্য।

জারমাণ নৃত্য।

যে নৃত্যে সূচী কখন সম, কখন বা বিষম ভাবে এবং দ্রুত মধ্যম লয়ে সম্পন্ন হয়, যাহা আদি তালের অনুগত তাহাকে জারমাণ নৃত্য বলে।

মুরু নৃত্য।

উৎকট অর্থাৎ শস্ত্রাদি সঙ্কট স্থানে সরল ভাবে অবস্থিত হইয়া শরীর তির্য্যগ্‌ভাবে চারিদিকে মুড়িয়া ত্রিপতাক হস্ত (ত্রিপতাক হস্ত পতাক হস্তেরই সমান, বিশেষের মধ্যে ইহাতে অনামিকা নতভাবে বক্র থাকে) পুনঃ পুনঃ ছুঁড়িয়া ক্রীড়া তালে যে নৃত্য করা হয় তাহাকে মুরু নৃত্য বলে।

হুল্ল নৃত্য।

একটি পা উচু করিয়া সর্ব্ব শরীর সুন্দর রূপে দোলায়িত করত লঘুশেখর তালে যে নৃত্য সম্পন্ন করা হয় তাহাকে হুল্ল নৃত্য বলে।

লাবণী নৃত্য।

সমপাদে অবস্থিত হইয়া কটীর উর্দ্ধভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে (পায়রা লোটার পূর্ব্বের ন্যায়) ভ্রামিত করিয়া সম্পন্ন করা নৃত্যকে লাবণী নৃত্য বলা যায়।

কর্ত্তরী নৃত্য।

সমপাদে অবস্থিত হইয়া আদিতালে অতি দ্রুত লয়ে কখন দক্ষিণাবর্ত্তে কখন বা বামাবর্ত্তে ভ্রমণ করাকে অর্থাৎ প্রকৃত পায়রা লোটাকে কর্ত্তরী নৃত্য বলে।

তুল্ল নৃত্য।

গজলীল তালে চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া সৌষ্ঠবান্বিত নৃত্য করার নাম তুল্ল নৃত্য।

প্রসার নৃত্য।

হস্ত ও পদ কখন প্রসারিত কখন সঙ্কুচিত করিয়া আদি তালে যে নৃত্য সম্পন্ন করা যায় তাহার নাম প্রসার নৃত্য।

উৎপ্লুতাদ্য নৃত্য।

প্রতি তালে উৎপ্লুতাদিকরণপূর্ব্বক নৃত্য করার নাম উৎপ্লুতাদ্য নৃত্য, ইহাকে নড়ধ্যাড় নৃত্যও বলিয়া থাকে।

রায়বঙ্গাল নৃত্য।

এক পায়ে স্থলূ বদ্ধ করিয়া অন্য পা বুকের উপর রাখিয়া যে নৃত্য করা যায় তাহাকে রায়বঙ্গাল নৃত্য বলে।

অরাল নৃত্য।

যে নৃত্যে প্রথমে স্থলূ বদ্ধ করিয়া পরে উৎপ্লুত গতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় চরণ ভূমিতে পাতিত করত ভ্রামিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতে হয় তাহাকে অরাল নৃত্য বলা যায়।

নিঃশঙ্ক নৃত্য।

প্রথমে স্থলূ, পরে উৎপ্লুতি, তৎপশ্চাৎ চরণদ্বয় মিলিত করিয়া স্বস্থান হইতে দূরে পতিত হওয়ার নাম নিঃশঙ্ক নৃত্য।

কুরুময়ী নৃত্য।

সর্ব্বাঙ্গ জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ঘূর্ণিত করিয়া পাদদ্বয় পৃষ্ঠের দিকে লইয়া গিয়া একটি পায়ের উপর অপর পাটি ঘুরাইয়া নৃত্য করার নাম কুরুময়ী নৃত্য।

অণ্ডান্তর নৃত্য।

একটি পা সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া অন্য পায়ে তাহাকে লঙ্ঘন করত শেষে দুই পা সম্মুখে মিলিত করায় যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাহার নাম অণ্ডান্তর নৃত্য।

ডিণ্ডি নৃত্য।

উৎপ্লুত গতিকালে কাপড় নিঙড়াইবার সময় যেমন পাক দেওয়া যায়, সেই রূপে দুই পায়ে জড়াইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভূপতিত হওয়াকে ডিণ্ডি নৃত্য বলে।

ঢেক্কী নৃত্য।

দুই পা সমান করিয়া উৎপ্লুত হইয়া এক বার এ পাশ এক বার ও পাশে পতিত হওয়াকে ঢেক্কী নৃত্য বলে।

বীরু নৃত্য।

এক পা ভূমিতে রাখিয়া দ্বিতীয় পা পূর্ব্বের ন্যায় ভূমিতে পাতিত করার নাম বীরু নৃত্য।

পক্ষিশার্দ্দূল নৃত্য।

প্রথমে নানা প্রকার গতি বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া হস্তদ্বয় ছড়াইয়া ভ্রামিত করার নাম পক্ষিশার্দ্দূল নৃত্য।

শব্দ নৃত্য

অঙ্গ চালন এবং পাদ বিক্ষেপ দ্বারা দ্রুতাদিমানে বাদ্যাক্ষর (তা, দিৎ, ইত্যাদি) দেখানর নাম শব্দ নৃত্য। শব্দ নৃত্যে অঙ্গদ্বারা স্বর, লোচন চেষ্টাদ্বারা ভাব এবং পায়ের দ্বারা তাল, লয় ও বাদ্যাক্ষর প্রকাশ করিতে হয়। চতুরস্র কর সমাধান করিয়া একটি কর শিখরাকারে নাভিতে, অপর কর পতাক হস্তাকারে সম্মুখে স্থাপন করিয়া একটি পা সূচ্যাকারে সম্মুখে, অপরটি অঞ্চিতাকারে পশ্চাতে স্থাপন করিয়া পাদ ব্যাবৃত্তি করিয়া অর্থাৎ সম্মুখের পা পশ্চাতে এবং পশ্চাতের পা সম্মুখে আনিয়া করদ্বয় শিখরাকারে প্রথম নাভিতে, তাহার স্তনেতে তাহার পর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া পায়ে বাদ্যাক্ষর প্রকাশ করিতে হয়।

বিবর্ত্তন নৃত্য।

ধ্রুব তালে স্বর পাঠের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ও বামাঙ্গ বিবর্ত্তিত করিয়া নৃত্য করার নাম বিবর্ত্তন নৃত্য।

চমৎকার নৃত্য।

দুই হস্ত মিলিত করিয়া বাদ্যের অক্ষর প্রকাশ করত নৃত্য করার নাম চমৎকার নৃত্য। চমৎকার নৃত্যে গারুগি তালই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গীত নৃত্য।

বর্ণ-সংঘাত-গ্রথিত গীতের অনুসারী সসৌষ্ঠব নৃত্যের নাম গীত নৃত্য। যখন যে প্রকার গীতের সহিত নৃত্য হইবে, তখন সেই গীতের নামেই নৃত্যের নাম করণ হইবে। অঙ্গে স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণ সমুদায়, নেত্রাদি উপাঙ্গে ভাব সমুদায়, হস্তে অর্থ এবং পায়ে তাল গ্রহণ প্রকাশিত হইবে।

স্বরমঞ্চ নৃত্য।

যে গীতে যে রাগ এবং যে রাগে যে যে স্বর গ্রহ, অংশ ও ন্যাসরূপে অবলম্বিত; গীত নৃত্যকালে প্রাধান্যরূপে সেই সেই স্বরাভিনয় বিশেষরূপে প্রকাশ করা উচিত।

ষড়্জাভিনয় নৃত্য।

দক্ষিণ হস্ত আবাপ আকার, বাম হস্ত চতুরাকার, দক্ষিণ পা পরিমণ্ডিত এবং বাম পা ময়ূরললিত আকারে যে নৃত্য সম্পন্ন হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে ষড়্জাভিনয় নৃত্য বলেন।

ঋষভাভিনয় নৃত্য।

দক্ষিণ হস্ত হংসাস্যাকার করিয়া বাম হস্ত অৰ্দ্ধ চন্দ্রাকারে কটীদেশে স্থাপন করিয়া মস্তক সমভাবে রাখিয়া যে নৃত্য করা হয়, তাহার নাম ঋষভাভিনয় নৃত্য।

গান্ধারাভিনয় নৃত্য।

শুকতুণ্ড হস্তে করুণ দৃষ্টিতে, অধোমুখ মস্তকে চারী যোগে যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাহাকে গান্ধারাভিনয় নৃত্য বলে।

মধ্যমাভিনয় নৃত্য।

প্রথম দুই হস্ত পতাকাকার পশ্চাৎ স্বস্তিকাকার করিয়া বিধুত মস্তকে, হাস্য দৃষ্টিতে সম্পাদিত নৃত্যকে মধ্যমাভিনয় নৃত্য বলা যায়।

পঞ্চমাভিনয় নৃত্য।

অলপল্লব হস্তে, বিধূত মস্তকে, কান্ত দৃষ্টিতে যে নৃত্য হয়, তাহার নাম পঞ্চমাভিনয় নৃত্য।

ধৈবতাভিনয় নৃত্য।

কাঙ্গূল হস্তে, বীভৎস দৃষ্টিতে, পরাবৃত্ত মস্তকে, সম্পাদিত নৃত্যের নাম ধৈবতাভিনয় নৃত্য।

নিষাদাভিনয় নৃত্য।

কটীস্থিত করিহস্তে, দীন দৃষ্টিতে, বিধূত মস্তকে যে নৃত্য প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম নিষাদাভিনয় নৃত্য।

সালগসূড় নৃত্য।

ধ্রুব, মঠ, রূপক, ঝম্পা, তৃতীয়, অষ্টতালী এবং একতালী এই সাতটি তালে ক্রমান্বয়ে নৃত্য করার নাম সালগসূড় নৃত্য।

মঞ্চ নৃত্য।

মঞ্চতালে প্রথমে দুই বা তিন বার ধ্রুবকের সহিত তৎপরে একবার আভোগের সহিত, তৎপশ্চাৎ পুনরায় ধ্রুবকের সহিত বিচিত্র হস্তন্যাসপূর্ব্বক নৃত্য করার নাম মঞ্চ নৃত্য।

রূপক নৃত্য।

রূপকতালে প্রথমে উদ্গ্রাহ এবং আভোগের সহিত, তৎ-পশ্চাৎ ধ্রুবের সহিত দ্রুতাদি লয়ে যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাহাকে রূপক নৃত্য বলে।

ঝম্পা নৃত্য।

ঝম্পা তালে মধ্যমলয়াশ্রিত গানের সহিত নানা প্রকার কলা এবং লাস্যাঙ্গের যোগে নৃত্য করার নাম ঝম্পা নৃত্য।

তৃতীয় নৃত্য।

দ্রুতলয়াশ্রিত তৃতীয়তালে পূর্ব্বোক্ত আভিনয়িক হস্তে, লাস্যাঙ্গে নৃত্য করার নাম তৃতীয় নৃত্য।

অক্রতাল নৃত্য।

অক্রতালে উদ্গ্রাহাদি বিলম্বিত লয়ে গীত হইলে নানা প্রকার লাস্যাঙ্গের সহিত ধ্রুব গানে যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাহাকে অক্রতাল নৃত্য বলে।

একতালী নৃত্য।

একতালী গানের সহিত মধ্যে মধ্যে ভ্রমরিকা প্রয়োগ প্রদর্শনপূর্ব্বক কলাস আলাপ গান করিয়া নানা প্রকার লাস্যাঙ্গযুক্ত, একতালী তালের অনুগত বিবিধ নৃত্য করার নাম একতালী নৃত্য।

পট্টি নৃত্য।

তৈলঙ্গ ভাষায় রচিত, প্রথমপাদ তালহীন গীতের সহিত এক যতি সংযুক্ত পূর্ব্বের স্বর উচ্চারিত করিয়া তাহার সহিত নৃত্য করার নাম পট্টি নৃত্য।

স্থূলূপ নৃত্য।

মৃদঙ্গাদি যন্ত্রে বাদিত কিন্নরী তাল এবং তেন শব্দের সহিত নৃত্য করাকে স্থূলূপ নৃত্য বলে।

পদ নৃত্য।

কর্ণাট ভাষায় রচিত গীত এবং নানা প্রকার তত বাদ্যের সহিত যে কোন তালে যে নৃত্য সম্পন্ন হয় তাহাকে পদ নৃত্য বলে।

বৈপোত নৃত্য।

মস্তক, গ্রীবা, হস্ত এবং পাদ কম্পিত করিয়া অন্ধ্র বা কর্ণাট ভাষা-রচিত ধ্রুব গানের সহিত নানা লাস্যাঙ্গ প্রদর্শনপূর্ব্বক যে নৃত্য সম্পাদিত হয় তাহাকে বৈপোত নৃত্য বলা যায়।

বন্ধপূর্ব্ব নৃত্য।

দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয় বা সাত জন একত্র হাতে হাতে, পায়ে পায়ে, মিলাইয়া চক্রভ্রমণ আকারে যে নৃত্য করে, তাহাকে বন্ধপূর্ব্ব নৃত্য বলে। বন্ধপূর্ব্ব নৃত্য স্ত্রীলোক দ্বারা যত সুন্দর হয় পুরুষ দ্বারা তত সুন্দর হয় না।

কাঞ্চি´ নৃত্য।

আটটি গোপনারীর সহিত আটটি কৃষ্ণ মূর্ত্তির নৃত্যকে কাঞ্চি´ নৃত্য বলে।

জকড়ী নৃত্য।

দুই জন তুরুস্ক দেশীয় সুরা পান করিয়া স্বভাষায় রচিত গান করিতে করিতে পুষ্পগুচ্ছ হস্তে করিয়া যে নৃত্য করে তাহার নাম জকড়ী নৃত্য।

শাবর নৃত্য।

শবর জাতিরা নিজ ভাষায় গান করিতে করিতে যে নৃত্য করে তাহাকে শাবর নৃত্য।

কুরঙ্গী নৃত্য।

শবর জাতীয় দুইটি স্ত্রীলোক গুঞ্জা (কুঁচ) দ্বারা বেশভূষা করিয়া স্বভাষায় গান করিতে করিতে যে নৃত্য করে তাহার নাম কুরঙ্গী নৃত্য।

মত্তাবলী নৃত্য।

কতকগুলি তুরুস্ক জাতি সুরাপানে মত্ত হইয়া যে নৃত্য করে তাহাকে মত্তাবলী নৃত্য বলে।

শাস্ত্রোক্ত বহুবিধ নৃত্যের মধ্যে কতকগুলি নৃত্যের নাম ও অতি সংক্ষেপে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল, এতদ্ভিন্ন আরও এপ্রকার বহুবিধ নৃত্য প্রণালী আছে, তাহাদের প্রত্যেক লক্ষণ লিখিয়া ব্যক্ত করিতে হইলে এক খানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে, কিন্তু তত বৃহৎ আড়ম্বর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সঙ্গীতশাস্ত্র-প্রবেশিকার উদ্দেশ্য নহে।

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.

RARE BOOK
182.Ce.877.1.
13 JAN 1906

নীলকণ্ঠ গীতাবলী।

(১)

ওমা দুর্গে দুর্গতি নাশিনি!
দাসে করি কৃপাদৃষ্ট,
ঘুচাও মা অনিষ্ট,
হর কষ্ট ওমা ইষ্ট প্রদায়িনি!
জীবনে মরণে এই মনস্কাম,
নাচিব গাইব তব দু[illegible]নাম,
অন্নপূর্ণা পদে মোক্ষধাম,
পূর্ণকর কাম কামান্তকারিণি।
তোমার ইচ্ছায় বক্ষ বদ্ধ করি,
পঙ্গু জনগণে লঙ্ঘে দেখ গিরি,
ওমা সবাসনা এই বাসনা
করি, লঙ্ঘাও মা গিরি গিরিশনন্দিনি।
যে গুণ বর্ণিতে নারেন বাণীকণ্ঠ,
সে গুণ বর্ণিবে জ্ঞানহীন কণ্ঠ,
আমি জ্ঞানহীন কণ্ঠ কি গুণ বর্ণিব
[illegible]

(২)

একবার বলরে মন হরি হরি বোল।
যে নামে দিবানিশি, যজ্ঞেশ্বর যোগে বসি,
সদা শ্মশানবাসী হয়েছেন পাগল।
যে নামে নারদ হলো উদাসী,, যে নামে শিব শ্মশানবাসী।
ডাকরে মন তারে তারে, যে জন ভব নিস্তারে,
যদি তোরবি কালে ঐ নাম কর সম্বল।

(৩)

হরিবোল হরিবোল দুর্ব্বলেরই হরি বোল
হরি পদ সবে সার কর রে
(কিবা হরি
হরিতে হরিল ত্রাস, করিতে অসুর নাশ, যুগে যুগে হরি
অবতার রে। (কিবা হরি)
রাবণ বধের হেতু, পাষাণে বাঁধিয়ে সেতু,
হয়েছিল জলনিধি পার রে
দ্বাপরেতে সেই রাম, হয়ে নবঘনশ্যাম,
কংশাসুরে করিলে সংহার রে (কিবা হরি)।

(৪)

তাল আড় কাওয়ালি।

হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব্বরূপ সার।
তুমি সর্গলীলা প্রকাশিলে প্রসবিলে ত্রিসংসার॥
পিতার কোলে থাকলে ছেলে,

ক্ষুধার সময় ক্ষুধা পেলে ডাকে মা বোলে,
মায়ের ছেলে মাকে পেলে,
পিতার কোলে যায় না আর।
মনোৎকণ্ঠে কণ্ঠ বলে, কে জানে তোমার লীলে এ ভূমণ্ডলে,
পিতৃরূপে জন্ম দিলে মাতৃরূপে স্তনাধার॥

(৫)

তাল একতালা।

করেরে ভজনানন্দ।
এ ভব সংসার, সকলই অসার,
কেবল সারাৎসার শ্রীগোবিন্দ॥
দেখ পুত্র পরিবার, কেহ নয় আপনার,
যেমন পথিকের মিলন সম্বন্ধ॥
তবে তাদের তরে কেন মর ঘুরে কর আশ্রয়
হরির পদারবিন্দ॥
যে দিন বাহির হবে প্রাণ, কোথা বা সন্তান
কর ধন ধ্যান শ্রীগোবিন্দ॥
দৈবে হলে বাসী মড়া, লোকে বলবে সরা,
সড়া, সড়া করে গন্ধ॥

(৬)

তাল একতালা।

ও মন শুনরে উপায় বলি।
কেন ভবশীতে শশঙ্কিতে থাকতে হরি নামাবলী॥

নামাবলী অঙ্গে কররে আচ্ছাদন,
কেন বয়ে বেড়াও গায়ে আভরণ,
পিরাণ চায়না কোটে সখের বোতাম এঁটে
কপটে ভুলেছ মন।
যাদের আছে মাথায় বাতিকের ছিটে,
তারাইত ভুলে দোলায় লক্ষৌ ছিটে,
অলি যেমন বেড়ায়, শুষ্ক নাদা চেটে
থাকতেও সে কমল কলি ॥
গুরুমন্ত্র যার সদা জাগে কাণে,
সে কি ভুলে মন ষ্টকিং আর চাপকানে,
চায় না পাপ চক্ষে কাপড়ের দোকানে পাপ নয়নে,
শালের রুমাল দেখে হতে চাওরে লাল,
নীলকণ্ঠে বলে কৈরে নন্দদুলাল,
একবার এনে দেখাও যশোদাদুলাল
কালের মুখে দিয়ে কালি ॥

(৭)

তাল ঠুংরী।

হরি তোমার মত মানুষ দেখেছিলাম বৃন্দাবনে।
চরাত সে চোরা ধেনু বেড়াত সে বনে বনে ॥
বরণ কালো অঙ্গ বাঁকা, কপাল জুড়ে তিলক আঁকা
চুড়ার উপর ময়ূর পাখা উড়িত পবনে।
মাতার নাম মা যশোদা, পিতা নন্দের বহিত বাধা
গুপ্ত প্রেমে ছিল বাঁধা শ্রীরাধার সনে ॥

(৮)

তাল আড় কাওয়ালী।

আমি দেখে এলাম কুঞ্জবনে রাধাকে।
তখন বারণ ক'রেছিলাম পাঠাস না কালীন্দীকে।
ওমা শুধু কি সে জলকে গেছে, দাদার মাথায় ঘোল ঢেলেছে,
গলার মালা করেছে সেই কালাকে॥
কালার কুঞ্জে বিহার করিতে, রাধা কলঙ্কী সেজেছে,
আমি অনেক দিন বলেছিলাম, বৌকে চাবি দিয়ে রাখবি ঘরে
নইলে শাঁক ফুঁকে পালাবে যদি ফাঁক দেখে,
নীলকণ্ঠ বলে. এমন মেয়ে আলগা ঘরে না থাকে॥

(৯)

তাল একতালা।

ওমা আগম নিগম তন্ত্র যারা, মন্ত্র জানে না।
আমার মত যারা, গণ্ডমূর্খ ছেলে. তারা ভ্রমেই বেড়ায় বুলে,
তারা কি 'মা' বলে ডাকলে পাবে না॥
কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিয়াছেন ব্যাস, পথাচারীগণে দিও না ত্রাস।
শুনে আমার অঙ্গ থর হরি কাঁপে, কি হবে যে কিছু বুঝিতে পারি না॥
মা হয়ে সন্তানে বদন বাঁকালী' ভেবে ভেবে আমার অঙ্গ হল কালী,
এই কথাটি আমায় বলে দেবা মা কালী. কালী নাম আমরা লব কি লব না॥

(১০)

তাল আড় কাওয়ালী।

'আমি' জীবের পাগলামি কেবল।
দেখরে বুজে নয়ন মুদে, কর্ত্তা সাজার কিবা ফল॥
ভেবে দেখ মন ছিলাম কোথা, ইহার পর যাব কোথা,
কে মাতা, পিতা, কে ভ্রাতা, কে জামাতা সেই কথাটি আমায় বল॥
যার ভাবে নয়ন অন্ধ, চক্ষু রুদ্ধ, নাসা রন্ধ্র,
হয় সকল বন্ধ, কর্ত্তা সেই সদানন্দ তারে কররে সম্বল॥

(১১)

তাল একতালা।

বিহরসি তারা মোহিত করিয়ে হরিবে আমারি অন্তরে।
নাচিবে মাধব সহিত, স্বভাবে অহিত, রবে না হেরিলে মাধবে,
আপনার ধন বুঝিয়ে না লবে, অভয় কে দিবে অন্তরে॥
নয়ন মুদিয়া দেখনা কেশবে শিবময় হবে শঙ্করী প্রভাবে, অশিব
না রবে সংসারে॥

(১২)

ওহে কৃপা সিন্ধু বিতরিয়া বিন্দু, দীনবন্ধু দাসে দাও হে দরশন।
নিজ গুণে দেখা, দাও যদি হে বাঁকা,
তবে ত পাই দেখা তব শ্রীচরণ॥
যদি বল তুমি অতি দুরাচার, কোন্ গুণে তোমায় করিব উদ্ধার
একমাত্র মনে ভরসা আমার স্বনাম উদ্ধার পতিত পাবন।
অহঙ্কারমত্ত সদা রাত্র দিন, ভজন বিহীন, আমি অতি দীন,
দীনবন্ধু বলে ডাকিনা একদিন, মন দিয়ে মুদিয়ে নয়ন॥

(১৩)

তাল যৎ।

হরি হে ছল করি মন কেন ছল॥
একি ছল আঁখি ছল ছল।
বলিরে ছলিলে হরি লইলে পাতাল পুরী
করিবে কি সেই মত ছল।
ত্রেতাযুগে এইমত শুনি, বনে গেলেন রঘুমণি,
জানকী তাঁহার সনে বনবাসিনী,
আমি তাই ভালবাসি, ওহে তবে রাই দাসীরে সঙ্গে লয়ে চল॥

(১৪)

তাল ঝাঁপ তাল।

এই নিবেদন বংশীবদন কৃষ্ণধন।
যে ধনের প্রয়াস মোর, তাই কর হে বিতরণ॥
চাই না হে অন্য যুক্তি, চাই না হে মোক্ষ মুক্তি,
যেন তব প্রতি থাকে ভক্তি সেবাতে নিযুক্ত মন॥
রাধা কৃষ্ণ একাসনে, বস একবার নিধুবনে,
নিজগুণে এ অধীনের মাথায় দিয়ে শ্রীচরণ॥

(১৫)

তাল একতালা।

আর কি শ্যামা মায়ের দুটি চরণ পাব।
[illegible] ঐ রাঙ্গা চরণ, ঐ চরণে লাল জবা দিব॥

অনন্ত রূপিণী, কাল নিবারিণী, ঐ চরণে মায়ের স্মরণ লব।
মন ডুরি লয়ে, ঘন পাক দিয়ে, কালী নামের মালা গলাতে লব॥
জপি দুর্গা নাম, পাব মোক্ষধাম, পুরবে মনস্কাম কৈলাসে যাব।
নীল কণ্ঠ বলে, নেবে গঙ্গাজলে, কালী কালী বলে প্রাণ ত্যজিব॥

(১৬)

তাল একতলো।

আয় রে ভাই জীবন কানাই যাই গোচারণে।
বিপিনেতে বিনোদ খেলা, খেলব রে ভাই তোর সনে॥
যমুনা তীরে, রাজা করবে রে তোরে, গাছে উঠে দুলাব তোরে
দুলাব যতনে॥

ও চিকণকালা, ছুটে আয়রে এই বেলা, রাখাল
বেশে দেখা দে রে দয়াল হৃদি কাননে॥
বনে খেলব রে কপাটি, চোখ ফুটাফুটি,
রাখাল বেশে নেচে নেচে, নেচে আয় ভাই কাননে॥

(১৭)

হরি ক দিন রব ভব সংসারে।
লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে পাই না তোমারে॥
আসি যাই আর ঘুরি ফিরি, তোমার দেখা পাইনা হরি
যত দিন জননী জঠোরে; ভূমিষ্ঠ হইয়ে কৃষ্ণ পাইনা তোমারে
আসা যাওয়া বিফল হলো, দিনে দিনে দিন ফুরাল,
শমন এসে বাঁধবে শৃঙ্খলে; হরি তুমি যদি কর কৃপা তবে
যাই ভব পারে॥

নীল কণ্ঠে কয় শোক সাগরে, আর কতদিন ভাসব নীরে,
অকুল পাথারে,
তুমি দাও হে চরণ তরি, লও হে দাসে পার করে॥

(১৮)

তাল আড়া।

যাও হে যাও আমায় আর কি শুধাও নারদ তপোধন।
সুখময় বৃন্দাবনে দিতে নিমন্ত্রণ॥
কি ভ্রমরা কি ভ্রমরী, কি ময়ূর ময়ূরী, চকোর চকোরী ; নিমন্ত্রিবে
শুকসারি গোপ গোপী গোধন॥
সখাবৃন্দে সখীবৃন্দে নিমন্ত্রিবে উপানন্দে যজ্ঞের সংবাদে
কেবল মাত্র পিতানন্দে মা যশোদায় বারণ॥

(১৯)

জগতে সুখের চেয়ে দুঃখ বরং ভাল।
দুঃখী যারা এসংসারে, নিত্য সুখ তাদের অন্তরে,
তাদের হৃদে সদা বিহরে শান্তি পরিমল॥
ধনী যারা তাদের মনে, সুখ নাহি তিল পরিমাণে,
সদা ধন অন্বেষণে, বিহ্বল॥
ধনের লাগি ধনীর মন, করে কুপথ অন্বেষণ,
স্ত্রী হত্যা ব্রহ্মহত্যা পাপ করে সকল॥
কাঙ্গাল যারা, তারা ধন্য, ধার্ম্মিক ব'লে তারা গণ্য—
তাদের রসনা পাপচিন্তা অন্য, মতি নির্ম্মল॥

ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে, বেলা দ্বিতীয় প্রহরে.
গোবিন্দ হে ধর বলে লয় অন্ন জল ॥
নীলকণ্ঠ সদাভাবে, অর্থচিন্তা কবে যাবে,
ভিক্ষায় জীবন কাটিবে মন চিরকাল ॥

—•—

(২•)

ওমা সুর শৈবলিনী, জগত জননী,
শঙ্কর-মৌলিনিবাসিনী গঙ্গে।
মম পাপাটবি ছেদ মা জাহ্নবী,
কৃপাণ স্বরূপ কৃপা আপাঙ্গে ॥
গোলকবাসিনী ত্রিলোকে পূজিতা,
ত্রিলোক আরাধ্যা,ত্রিলোকে ত্রিধারা,
সর্ব্ব তীর্থময়ী সর্ব্বপাপ হরা,
ভব দারা ভবে কলুষ ভঙ্গে ॥
বিষ্ণু পাদোদ্ভবা সকলেতে কয়,
কিন্তু কিমাশ্চর্য্য কার্য্যে দেখা যায়,
তোমার জীবনে যদি জীবন যায়,
বিষ্ণুপদ পায় সে পাপাঙ্গে ॥
কে জানে মা গঙ্গে তব গুণ গরিমা,
বিধি বিষ্ণু আদি দিতে নারে সীমা,
আমি জ্ঞান হীন কেমনে কহি মা
অসীম মহিমা তব তরঙ্গে ॥

তোমাহীন দেশে হই মহাজন,
অবথা রাজেন্দ্র বহু ধনঞ্জন,
সে সুখ সম্পদে, নাহি প্রয়োজন
বিসর্জ্জন সে সুখ গঙ্গে ॥
তবতীরে হই শরট করট,
কিম্বা নীরে হই কুম্ভীর কমঠ,
সেই ভাগ্যবান, তব সন্নিকট,
জন্মে যদি তথা কীট পতঙ্গে ॥
তব নীরে স্নান, তব জল পান,
তব তীরে স্থান, তব রূপ ধ্যান,
যে করে জগতে সেই ভাগ্যবান,
তাই শুনি মাগো পুরাণ প্রসঙ্গে ॥
কণ্ঠ কহে যেদিন স্মরি অম্বিকায়,
এদেহ মিশাবে পঞ্চ ভূতাত্মায়,
সেদিনে এদীনে রেখো রোখো রাঙ্গাপায়
ভাসে যেন কায় তব তরঙ্গে ॥

(২১)

ছাড় মন সংসার স্বপন।
মিছা এসংসার, সকলি অসার,
কেন হবে জ্বালাতন ॥
অনিত্য সংসার, অনিত্য সকল,
সংসারে সার, সে নীল কমল,
অহর্নিশি ভাব, তাঁর শ্রীপদ কমল,

হরি নাম, হরি ধ্যান কর অবিরাম,
পূরাইবে অভীষ্ট নবঘন শ্যাম,
দেহান্তে দিবেন বৈকুণ্ঠেতে ধাম,
কণ্ঠের রসনা এই অনুক্ষণ ॥

(২২)

তাল কাওয়ালী।

শিব শঙ্কর ব্যোম ব্যোম ভোলা।
কৈলাশ শিখর পতি, বৃষভ বাহনে গতি
পাগল চঞ্চল মতি বামে গিরি বালা ॥
নন্দি ভৃঙ্গী দুই পাশে, ক্ষণে নাচে, ক্ষণে হাসে,
মহেশ মন উল্লাসে দেখে পঞ্চ ভূতের খেলা ॥
ছাই ভস্ম মাখে গায়, শ্মশানে নেচে বেড়ায়,
ভাঙ্গ ধুতুরা খায় গলে হাড় মালা ॥

(২৩)

তাল আড়কাওয়ালী।

আর কতদিন রাখ্‌বে হরি গারদের ঘরে।
ভবের ঘানি টানাটানি প্রাণ যায় এবারে ॥
লঘু পাপে দণ্ড গুরু, ঠিক সাজালে বলদ গরু,
মায়া নাহি কারো;
তুমি হরি কল্পতরু দেখ্‌ছ মজা চুপ ক'রে।
সংসাররূপ খোল খাওয়ালে চর্ম্ম চক্ষে ঠুলি দিলে
তারে ভুলালে পাপ নোসনায় ঘানি জুরে
[illegible]

(২৪)

তাল—আড়কাওয়ালি ।

পরকালের ধন রাম আমার কানাই বই নাই আর।
যদি মরতে পারি কৃষ্ণকরে তবে ভব পারে
যাবার ভয় কি আর ॥
পুত্রধন কি সামান্ত ধন, দুঃখ নিবারণ নরক বারণ
বলে সর্ব্বজন, কৃষ্ণ আমার সেই ধনের ধন
তিনি অবশ্য করিবেন উদ্ধার ॥
না দেখে যায় হয় প্রাণান্ত বনে গেল প্রাণ গোবিন্দ
এমনি আমার কপাল মন্দ, মন্দ কারো করি নাই ॥

(২৫)

তাল—একতালা।

চল রে ভক্তি মার্গে, জ্ঞান মার্গে
গেলে সেথা কৃষ্ণ নাহি মিলে তোমায় ঘেরে নবে চতুর্ব্বর্গে।
না বুঝিয়ে যদি জ্ঞানমার্গে যাবে,
প্রেমেরই প্রত্যাশা একবারে ঘুচিবে,
মধুর ভাবে গেলে কৃষ্ণ নাহি পাবে ঘেরে নবে চতুর্ব্বর্গে।
ভক্ত বড় শক্ত ভক্তি বড় ধন,
ভক্তির প্রভাবে পায় তেমন ধন,
যাতে রাধা [illegible] এমন ধন কি [illegible] ॥

(২৬)

তাল—ঝাঁপতাল।

সজল জলদাঙ্গ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে।
হেরিলে হরে জ্ঞান, মন প্রাণ পড়ে পদতলে।
নবীন নটরাজ কে বিরাজে ব্রজ মণ্ডলে,
সাজ হেরি লাজে দ্বিজরাজ পদমণ্ডলে,
এমন মনোহর মাধুরি না হেরি মধু মণ্ডলে
প্রখর প্রভাকর কিরণ কর মুকুর মণ্ডলে,
কণ্ঠ কহে ঘনে ঘনে সঘনে না চিনিতে
পারে চিনিতে পারে চিন্‌তে পারে
কিনিতে পারে বিনা মূলে ॥

(২৭)

তাল—আড়কাওয়ালি।

ঘোর কলিতে বিয়ে করা কেবল যন্ত্রণা।
সধবা কি বিধবা তাওতো জানা গেল না ॥
বিধবাদের হাতে বাউঠি সধবাদের গলায় কাঁঠি
ফিরিঙ্গী খুঁটি পূর্ব্বে তারা পরিত পাটি
এখন সিঁতায় সিন্দূর লয় না ॥
পাছা পেড়ে উল্টা গোটে পৃথিবীতে নিলে লুটে
এই ভবের হাটে খুঁটে বাঁধা চাবি শিক্‌লি
অনন্ত বই পরে না ॥
মনৎকণ্ঠে কয় কণ্ঠ বিয়ে করিস না স্মৃতি কণ্ঠ
পাবিরে কৃষ্ণ ভজগেরে জগদীষ্ট ভবে কষ্ট পাবিনে।

(২৮)

তাল—একতালা।

রজনী রূপিণী রণ করে।
ঘোর চিকুর অন্ধকার এলোথেলো দেখে মরি মা ডরে
যত দেবগণ ধরিছে তাল,
রণেতে নেমেছে তাল বেতাল,
ববম ববম ব্যোম বাজিছে গাল নর সিংহ হার কণ্ঠে দুলে।

(২৯)

ওরে মন মীন দেহ সরোবরে।
ওরে মনমীন আর কত দিন রবি বিষয় স্রোতের উজান ধরে।
আশা করি রব আশা নদীর জলে,
জলে দুখানল, দ্বিগুণ আগুন জ্বলে,
দুরন্ত কৃতান্ত ধীবরের জালে পড়তে হবে কালে কালেরে।
প'ড়লে সে জঞ্জালে কে বাঁচাবে প্রাণ ঠেক্‌লে
সে জঞ্জালে নাহি পারিত্রাণ সে যে আচকা খেয়া মারে
সাপটে গিয়ে ধরে ঘাড় ভেঙ্গে খালুয়ে পুরে।
যদি বল হব পুঁটি আর মৌরলা,
সইতে হবে তোমায় গাঁতি জালের জ্বালা
তাওয়ায় ফেলে দিবে জ্বালার উপর জ্বালা মারা কুল বালারে;—
চিংড়ি হয়ে যদি লুকাতে চাও দলে
পড়্‌তে হবে তোমায় কুমতির ঘুন জালে
যদি হওরে লেঠা, ঘোট্‌বে বিষম লেঠা ফেটা জালে
শেষে মরবি পারে।

আট ঘাটে চৌঘড়া লয়ে সন্ধ্যাকালে, আস্তে আস্তে লয়ে ঘাটে
গিয়ে ফেলে, পলুই চাবা লয়ে কেউবা আগলে দিবা নিশি
তারা বেড়ায় ঘুরে ॥
সাধন ঘাটে দিয়ে ভজন পূজন চারা,
ফেল্লাম গুরু দত্ত হইল তগিঁ দাঁড়া,
৬য়ে সে চারায় না খেলি লটকায় শটকায় মলি
হলি জলাঞ্জলিরে ॥
এখন পড়েছ যে কাতে এভব শটকাতে
কণ্ঠ বলে অন্তে পারবে না আটকাতে
যদি পার নিতে যাতে যোতে হরির নাম সেই রত্নাকরে ॥

(৩০)

ভগবতীর বন্দনা।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

ওমা ওমা এলোকেশি! জয় মা যোগেশি!
যোগেন্দ্রমহিষি! নগেন্দ্র বালিকে!
নৃমুণ্ডমালিকে! জয় মা কালিকে!
সর্ব্বেশ্বরী শ্যামা সর্ব্বত্রব্যাপীকে!
মল্লে মৃণ্ময়ী শীখরে কল্যাণি,
বর্দ্ধমানে সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বসুখদায়িকে ॥
সর্ব্বরাজঘরে বিরাজরূপিণী,
অম্বিকানগরে হও মা অম্বিকে ॥
সেতুবন্ধে গো তুমি রামেশ্বরী
ব্রজধামে গো মা তুমি শ্যামেশ্বরী,

তুমি সর্ব্বেশ্বরী ঈশ্বর ঈশ্বরী
রাজরাজেশ্বরী ভূপালপালিকে।
কামরূপে কালী কামপ্রদায়িনি
জ্বালামুখী জলে জলন্ত আগুনি,
কালীঘাটে কালী কৈবল্যদায়িনী,
তারা পৃষ্ঠে তারা ত্রিতাপ নাশিকে।
প্রভাতে কুমারী মধ্যাহ্নে যুবতী
সায়াহ্নে বৃদ্ধানী, হও মা নিতি নিতি
শ্রীনবদ্বীপ ধামে নীল স্বরসতী
নীলকণ্ঠের আনন্দ দায়িকে॥

(৩১)

তাল—কাওয়ালী।

একি রঙ্গ দেখালে হরি কলিতে।
মানে না ধর্ম্মাধর্ম্ম, মানে না গুরু ব্রহ্ম;
কেবল চিনেচে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম পথে চলিতে॥
মাতা পিতায় অন্ন দিতে দীন দন্তদশা যায়,
বনিতায় গহনা দিতে হতে চান জমিদার,
ভুলাতে রমণীমন করিতে পারেন দেশভ্রমণ,
করেন না মালা ধারণ তোমার নাম না জপিতে॥
কৃষ্ণ কথা ইষ্ট মন্ত্র ভুলে যায় কালে কালে
কালের গতিক দেখে নীলকণ্ঠ ভাসে নয়ন জলে,
ব্রাহ্মণে হয়ে শূদ্রাণী, শূদ্রেতে হয়ে ব্রাহ্মণী,
ডুবা'ল সুখের তরণী গাঁজাগুলি মদেতে॥

(৩২)

তাল—ঠুংরি।

ও রাজবালা কোমল মালা গেঁথোনা যতনে।
মালাপরা বনমালী ধুলায় পড়ে অঙ্গনে॥
যা গেঁথেছ তাই ভাল যা গ্রন্থনে নাই সুখ,
ত্বরায় ক'রে আয় গো যদি হেরিবি চাঁদ মুখ,
প্রাণ রাধা তোর জীবন সখা
বাঁকা তোর হয়েছে বাঁকা,
জন্মের মত কর গো দেখা আর দেখা পাবিনে॥

(৩৩)

তাল—একতালা।

হরির সাপক্ষ বিপক্ষ সকলি সমান।
কি তুলনা দিতে কুবাসনা চিতে
তারে নিতে ঐ আইসে বিমান॥
ভক্ত কি অভক্ত সুমতি কুমতি
হরি দণ্ডে যার যমনা অধোগতি,
যে যে ভাবে ভাবুক কোনরূপে
তরি দেন দিব্যগতি বৈকুণ্ঠের স্থানে॥
দীনবন্ধু নাম কৃপাসিন্ধু হরি
যে যে ভাবে ভাবুক কোনও রূপে তরি
চন্দনের বৃক্ষে হানিলে কুঠারি
তবু হননকারী পায় গন্ধ দান॥

(৩৪)

তাল—কাওয়ালী।

চিন্তা করোনা আর।
ধীরে ধীরে এ গভীরে করে দিবেন পার॥
দেখিয়ে সামান্ত নদী
এত ভয় করিলে যদি
ভব নদী কিসে হবি পার।
তরঙ্গ মাতঙ্গ নদী দুকুল সাঁতার হরি হরি হরি বোলে
ডাক দেখিরে বাহু তুলে দাঁড়ায়ে একবার
হরি এসে ধীরে ধীরে করে দিবেন পার॥
কণ্ঠাসুজে কণ্ঠে ভাষে
আর আমাদের ভাবনা কিসে
অনায়াসে হয়ে যাব পার
রাখাল বেশে মোদের পাশে ভব কর্ণ ধার॥

(৩৫)

অঞ্জন গঞ্জনরূপ কোন জন যমুনা তীরে।
দুঃখ ভঞ্জন রঞ্জন করে কোনজন নয়নে হেরে॥
বরিহা প্রিয় চিত্ত স্থিত চিত্তচারু চূড়াপরে,
অলিকুলে বকুলফুলে অনুকূল হয়েছে তারে,
গন্ধে মনানন্দে মকরন্দে আসি ঘোরে ফিরে॥
যদিও কালো নহেত ভাল তমালদেহে কালশশী,
অনুপরূপ জগৎ ভূপ রসকূপ সে রসরাশি,

হাসির ছলে, বাঁশীর বোলে পড়িছে কত সুধা খসি,
কুলধরনে সরমে নাশি মনোজ শরে দাসী করে ॥
যেরূপে কালিন্দী তীরে তরুণী করে ব'রে আলো,
তড়িত মেঘে জড়িত যেন হৃদিসরোজে বনমালো,
নীলকণ্ঠ কয় পরিচয় কি দিব গো কুলবালা.
এ ইসে কালা নন্দলালা দেয় সে জ্বালা যুবতীকুলে ॥

(৩৫)

দিবে কি ধন রাধারমণ।
যদি হরি দিতে চাও আপনার শ্রীচরণ,
ঐ চরণ তিন তো করেছ হরি সমর্পণ,
একপদ গয়াসুরে, আর একপদ বলীশিরে,
আর যত ভক্তবৃন্দ তারা কি কর্‌বে সাধন ॥
যদি হরি দিতে চাও নিজ নাভিমণ্ডল,
নাভি লাগি বলী ব্রহ্মা সদাই করিছে বল,
ব্রহ্মা করিছে বল, বলে মম বাসস্থল,
বলীর বেড়েছে বল পেয়ে নাভির শ্রীচরণ ॥
যদি বক্ষ দিতে চাও শুনহে মধুসূদন,
বক্ষ দিলে রক্ষা নাই জান না কি জনার্দ্দন,
কমলার বাসস্থান, দেবে কিহে ভগবান,
ভৃগুমুনির পদচিহ্ন কোথা রাখ্‌বে নারায়ণ ॥
যদি হরি দিতে চাও আপনার নিজকর,
ঐ করেতে তোমার হয়েছিল ছকর,
অন্যে নাই বংশী ধরা, বাম করেতে গিরি ধরা
মা যশোদা ননীর জন্তে হুকরে করে বন্ধন।

বাড়্ছে তুফান দিনে দিনে,
তরাতে পাতকী দীনে,
কণ্ঠ কহে এই সুদিনে সে তরঙ্গে ভাষাও কায় ॥

(৩৬)

এস হে কৃষ্ণ জগদীষ্ট বস হে হৃদি কমলাসনে।
আমার সুমতি শ্রীমতী তারে লহ নিজ বামাসনে ॥
প্রেম পারিজাত ফুল গাঁথিয়ে তার মালা,
শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া আদি যত ব্রজ বালা,
সকৌতুকে অর্পিবে মালা বিলেপি নির্ম্মল চন্দনে ;—
কণ্ঠ কহে বনমালি এই বাসনা পুরাও নিজগুণে ॥

(৩৭)

হরি কি সুখে বিহর বৃন্দাবনে।
অশেষ কষ্ট পাও হে কৃষ্ণ নন্দভবনে।
মনে ভাব পরাৎপর, জগতের ঈশ্বর,
তোমার বাঁধে যুগলকর তুচ্ছ ননীর কারণে।
তদন্তে দেখ শ্রীহরি, গোপকুলে অবতরি,
পাদুকা মাথায় লয়ে মুরারি বোহে থাক যতনে ॥
তার পর শ্রীগোবিন্দ, ব্রজ রাখাল সবে অন্ধ,
না চিনে তোমার পদারবিন্দ উচ্ছিষ্ট দেয় বদনে॥
বৃন্দাবনে যত ক্লেশ, কি কব তা হৃষিকেশ,
কণ্ঠ কয় পরমেশ শেষে ধরায় চরণে ॥

(৩৮)

মরি যদি পোড়াসনে অনলে।
অতি যত্ন করে তোরা রাখিস গো
আমায় তমাল গাছে তুলে॥
কৃষ্ণ বিলাসের দেহ এই দুঃখিনীর
(কৃষ্ণ বিলাস করে গেছে)
আমার এদেহ যেন ফেলিস না যমুনার জলে॥
যখন এসে মাধব বল্‌বে রাই কোথা,
(আমার প্রিয়ধন সে কাল সোণা)
তখন তোরা সবাই মিলে,
আমায় দিস তার চরণ তলে,
রাধার এই কথাটি তোরা রাখিস সবাই,
(আমার আর কিছু কামনা নাই গো)
নীল কণ্ঠের ধন মদনমোহন যেন পাই তার
শীতল কোলে॥

(৩৯)

শ্যামের সেই কালরূপ আমি ভুল্‌তে নারি কোন কালে।
যে যা বলে বলুক মন্দ ভুল্‌তে আমি নারিব মলে॥
কাল কালিন্দিতে যাব, কালজল যতনে খাব,
কালো বঁধুর গুণ গাব, বসব কালো তমাল তলে॥
কালো ময়ূর কালো ভৃঙ্গ করব দরশন গো,
কালাচাঁদের গুণ সদা করিব কীর্ত্তন,
কালো মেঘ দেখব চেয়ে, কালো কোকিল কোলে লয়ে,
কালো রূপে মন ডুবায়ে ডাকব কালো কালো বলে॥

কালো বেশে কালো কেশে নটনী বাঁধিব,
কালো কানাই মনে হলে এলায়ে দেখিব,
কালো জগতের আলো, কালোরূপে হৃদি উজ্জ্বল,
কালো ভেবে যাই কালো কালো সে প্রাণের মূলে ॥
কণ্ঠ কহে হেরব তোরব মরব কালো সখীর কোলে ॥

---

(৪০)

হরি তুমি যার হও আপন।
তার কে পারে করিতে শত্রুতা সাধন ॥
যার উপরে পড়ে তব কৃপা দৃষ্টি,
মরুভূমি মাঝে হয় যেন হে সুবৃষ্টি, (হরি হে)
তার বাসনার অতীত, সুফল নিশ্চিত, ফলে নিরঞ্জন।
যার প্রতি প্রীতি হয় চিন্তামণি,
মিষ্টভাষী বলে তারে সদা হে বাখানি, (হরি হে)
কত তার মান সম্ভ্রম, বল্‌তে জন্মে ভ্রম,
তুমি কর যারে নিজ জন ॥
তখন তার শত্রু কেও না থাকে
হয় মিত্র চারিদিকে (হরি হে)
যে যায় তার বিপক্ষে সে নিজে করে
নিজ অনিষ্ট সাধন ॥
তোমার খেলা কে বুঝে দীনবন্ধু,
কার কখন শত্রু কার কখন বন্ধু (হরি হে)
নীলকণ্ঠে শেষে দিও কৃপাবিন্দু শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥

(৪১)

কমল কাননে কমল আননে কমলবরণে কে কমল বালা।
কমল আসনে কমল ভূষণে কমল কণ্ঠে কোমল বালা॥
কোমল মধুরী, কমল ঈশ্বরী, কমল কুসুম, কোমল নেহারি,
কমলে গঠিত কোমল নয়ন, কমলমুখী যেন কমলা।
কমল অধরে কমল হাসি, কমল কাননে কমল শশী,
কিবা কমল করে কমল বীণা (কিবা কোমলস্বরে বাজে রে)
ওগো কোমল কণ্ঠে নীলকণ্ঠে করো দয়া কমল বালা॥

(৪২)

মা হয়ে আর কত দিবি যাতনা।
আগেতে জানিনা মা তুই যে এমন কঠিনা॥
আগেতে জানিলে, ডাকতাম কি মা বলে,
ফেলে দিসনে গো আপন ছেলে, একি পুত্র প্রাণা॥
কেবা কোথা পুত্রগণ মা বলে করে রোদন,
পাষাণী মা করিস্ না শ্রবণ ঘুচলনা তাদের বেদনা॥
পাষাণের মেয়ে বলে, পাষাণী তনয়া বলে,
রহিতে হয় কি ভুলে, সন্তানগণের যাতনা॥
ছি ছি মা তোর কেমন ধারা পুত্রের রক্তে দিলি ছড়া
হোস তুই আনন্দে বিভোরা,
কেমন প্রাণ বোঝা যায় না॥
নীলকণ্ঠ সবিনয়ে, বলে মা তোর পদ চেয়ে,
অন্তে যেন কৃতান্তে প্রাণ পাখী হরিয়ে লয় না॥

(৪৩)

তাল খং

দীনবন্ধু হে দিন ত রবে না।
বিতর করুণাসিন্ধু বিন্দুদানে সুখ হবে না॥
যে দিনে করিলে ইন্দ্র ঝড় বরিষণ,
করাঙ্গুলে ধরে গিরি রাখ্‌লে বৃন্দাবন,
বাম করে ধরে শৈল সে ভার তোমারে সহিল.
ত্রিজগতের ভার সহিল আমার ভার কি সহিল না।

(৪৪)

তাল—কাওয়ালী।

কারে সুখে রেখেছ হে সুখময়।
যে তোমার উপাসক
তারে দাও সদা অসুখ
সদাই অসুখী শুক নারদাদি সমুদয়॥
যদি বল চিরানন্দে রাখি ভক্তবৃন্দ,
জনকজননী হয়ে তারে দিই আনন্দ,
তবে কেন গোবিন্দ নন্দ হইল অন্ধ
বসুদেব দেবকীর বন্ধনে প্রাণ সংশয়॥
এই কথার প্রতি উত্তর এই কর কানাই,
প্রয়াসী জনগণে কভু দুঃখ দিই নাই,
তবে কেন ডরাই অকালে যাই হারাই
তার জীবনের আশা নাই হে কানাই নিরদয়॥

এই কথার প্রতি উত্তর এই কর হে স্থির
ছুঃখ দিই জনকে সুখ দিই জননীর,
তবে কেন রাণীর নয়নে বহে নীর
বসুদেব দেবকীর দিব কি পরিচয় ॥

(৪৫)

তাল—তিওট।

শুন তপোধন বলি বিবরণ,
রাই আগমন যজ্ঞেতে হবে ব্রতী।
আমি বাঞ্ছা করেছি মনে বিচ্ছেদ হুতাশনে
সে চন্দ্রাননে রাধার চরণে দিব পূর্ণ আহুতী ॥
জীবনের জীবন রাধা মোর জীবন
আজ শতবৎসর ছাড়া সেই নয়নের তারা
হলাম জ্ঞান হারা আমার কে গো
সেই নয়নের তারা শ্রীমতী ॥

(৪৬)

তাল—একতালা।

রবনা তার আশে।
তার এক স্থানে নয় স্থিতি,
পঞ্চ পথে গতি,
ওসে পর পতি অতি ভাল বাসে ॥

চতুরা রমণী, বড় বুদ্ধি ধরে
পথ আগুলিয়ে তারে কার সাধ্য ধরে
দাদা এই ব্রজপুরে সে যাদের বাড়ী যায়
ধর গো তার পায় তার কৃপায় যদি বাসে আসে ॥
মিছে কেন তুমি করিছ ভ্রমণ,
হবে না হবে না রাধা দরশন,
কর বিফল অন্বেষণ;
তার একস্থানে নয় স্থিতি পঞ্চ পথে গতি
পর পতি অতি ভাল বাসে ॥

(৪৭)

তাল—একতালা।

মা তোর কি কাজ রাজ আভরণে।
কোটী দ্বিজরাজ, ত্যজি নিজ রাজ,
বিরাজে নখ কিরণে ॥
রাজ রাণীর সাজ মণি মুক্তার মালা,
রাজ রাজেশ্বরী তোর কি সাজে তাহে ভালা,
সাজিয়ে দিই পদে জবা বিল্বদলে
মাখিয়ে রক্ত চন্দনে ॥
গজমতি হার তোর দেব গজানন,
স্বর্ণ মতি হার তোর দেব ষড়ানন,
ব্রহ্মা আদি দেবতা সহ পঞ্চানন
সর্ব্ব ভূষা সর্ব্ব স্থানে ত্রিপুরেশ্বরী,
এই যে ত্রিপুর ত্রিপুরান্তকারীর রাজ্য যত দূর
যেখানে যে আছে ভক্তবৃন্দ তোর নপুর তব চরণে ॥

(৪৮)

তাল—একতালা।

দেখ মুনিরাজ বিনা ব্রজরাজ
দুখ যে বিরাজে বৃন্দাবনে।
দেখ সবাকার সব শবাকার
হাহাকার কেবল রাত্র দিনে॥
পূর্ব্বে দেখেছ যেসব,
এখন দেখ না সে সব,
কেশব অভাবে শব প্রায় সব পশুবৃন্দ
পাখীবৃন্দ সবে ডাকে শ্রীগোবিন্দ,
হা গোবিন্দ যো গোবিন্দ
গো-বৃন্দ আজ যায় না বনে॥
ব্রজে নাহি কুহুস্বর সদা হুহুস্বর
মুহুর্মুহুস্বর কোথা ব্রজেশ্বর
হারায়ে সে বংশীস্বর হ'লো এখন দেবাংশীস্বর
মদন রাজার পঞ্চশর বিচ্ছেদ শর হইল মনে॥

(৪৯)

সদয় হও মা কালীকে।
প্রসন্ন নয়নে চাও মা নগেন্দ্র বালিকে॥
তীক্ষ্ণ অসি দেখে তারা,
ত্রাসে কাঁপি হরদারা,
বরা ভয় দাও মা তারা শিবে সুখ শালিকে॥

তুমি বিপক্ষ হলে,
সাপক্ষ কে ভূমণ্ডলে,
সন্তানেরে বিনাশিলে কি ফল ফলিবে শান্তি দায়িকে ॥

(৫০)

আমি শ্যামরূপ ভালবাসি।
আমার সদা বাঞ্ছা মনে,
হৃদি কুঞ্জ বনে,
কৈশোর কিশোরী হেরি অহর্নিশি ॥
শ্যামরূপে মনের আঁধার হরে,
শ্যামদরশনে সুখসিন্ধু নীরে,
নিরন্তর ভাসে মানস চকোরে তাই ভালবাসি কালশশী ॥
কে বলে কাল সেরূপ শ্যামল,
কালরূপে মাখা শ্বেত পরিমল,
কালো চাঁদের আলো মরি কি শীতল
একবার পীলে যায় দুঃখরাশি ॥

(৫১)

আমি শ্যামকে চাই না শ্যামের চরণ চাইগো।
আমি ভবন চাই না বিজন বনে শ্যামের
পদের গুণ গাই গো ॥
আমি জানি আপন মনে,
কি গুণ আছে সেই শ্যামে,
শক্তি নাই শ্যাম চরণ বিনে,
শ্যাম করে শ্যাম চরণ সেবা গো ॥

শ্যামের পদে সুখের শশী,
গয়া গঙ্গা বারানসী,
শ্যামের চরণ অভিলাষী উমাপতি সদাই গো।
শ্যাম চরণের গুণ মালা,
এক মুখেতে যায় না বলা,
কণ্ঠ কহে শ্যামচরণ-ভেলা ভবের জলায় বাঁধা গো॥

(৫২)

আয় কে যাবি বৃন্দাবনে।
নিরখিতে রাধা শ্যাম রতনে॥
সেই দুঁহু মূরতি নিরখিলে আর,
নারিবি নিবারিতে নয়নেরই ধার,
হবে দুটি আঁখি যমুনাকার চল চল সেহন দরশনে॥
আও কলি আও অলি,
আওয়ল কোকিল সুখভরে চলি,
রসাল নাম রাধা গোবিন্দ বলি মানস গমনে॥
নন্দলাল গোপাল পাল,
ব্রজ রাখাল নহে সে বিশ্ব রাখাল,
কণ্ঠ কহে সুকণ্ঠে হে মদন গোপাল
অন্তে স্থান দিও চরণে॥

(৫৩)

তাল—একতালা।

(আমার) কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার?
কবে বলতে হরি নাম, শুনতে গুণ গ্রাম,
অবিরাম নেত্রে ববে অশ্রুধার॥

কতদিনে হবে জ্ঞানোদয় মম,
কতদিনে, যাবে ক্রোধ কাম তম,
কতদিনে হবো তৃণাদিসম,
রজোতে লুণ্ঠিত হব,
কবে যাবে জাতি কুলেরি ভরম,
কবে যাবে আমার ভরম সরম,
কবে যাবে আমার ধরম করম.
কতদিনে যাবে লোকাচার।
কবে পরেশমণি করবো পরশন,
লৌহ দেহ আমার হইবে কাঞ্চন,
কতদিনে হবে কষ্ট বিমোচন
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার॥
কতদিনে শুদ্ধ হবে মম মন,
কবে যাবে আমার এভ্রম ভ্রমণ,
কতদিনে যাব মধুর বৃন্দাবন
যথা ইষ্ট নিষ্ট পরিবার॥
কতদিনে ব্রজের পথে কূলি কুলি,
কাঁদিয়ে বেড়াব স্কন্ধে ল'য়ে ঝুলি,
কণ্ঠ কয় কবে পীব করে তুলি
অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার॥

(৫৪)

শচী মা কহে জীবন দহে এদুঃখ কি সহে প্রাণে।
মরিবে খেদে সাধেরি নদে
শূন্য হবে আজ তোমা বিনে॥

শ্রীনিবাস হরিদাস ভক্ত লয়ে সঙ্গে,
কে ভাসিবে রঙ্গে হরি প্রেম তরঙ্গে,
একবার বসিয়ে হরি গৌর হরি নাম মম অঙ্গনে,
দেহি রাঙ্গাচরণ রেণু নীলকণ্ঠ দীন হীনে।

(৫৫)

শুনি বল মা তারা ওনাম নিলে এই কি গো ফল ফলে।
ডাকে জননী, কেঁদে কেঁদে দিবা রজনী,
কি জানি তোর কেমন হিয়া ওগো ওপাষাণি॥
কাঙ্গাল বেশে রাজার ছেলে,
ডাকে মা কোথা মা বলে,
মরি মরি এমনি মা তুই আছিস ভুলে,
(সংসারে কে ডাকবে তোরে,)
(তারা দুঃখানলে মরবে পুড়ে)
(জন্মাবধি) তোর নামের মহিমা
বাড়ে বুঝি মা ভক্তে কাঁদাইলে॥

(৫৬)

হরিবল মন রসনা জনম বয়ে গেল রে।
হরিবল বন্ধু সবে, মানব দেহ কাঞ্চন হবে,
বলে প্রেমের উদয় হবে, ভবপারে যাবি রে॥
বাল্য কালে বাল্য খেলা,
যুবা কালে প্রেমের লীলা,
বৃদ্ধকালে হরি বলা শমনে ঘেরিলো রে॥

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো,
মুখে হরি হরি বলো,
যাবার সময় বহে গেল আবার কখন বল্‌বি রে ॥
শ্মশানেতে লয়ে যাবে,
সকলি প'ড়িয়ে রবে,
ঘর বাগান বালাখানা বাজীকরের বাজী রে।
নীলকণ্ঠের এই মিনতি,
হরি ভিন্ন নাই আর গতি।
রতি মতি ঐক্য করে ধর গুরুর চরণ রে ॥

(৫৭)

(হরি হে) আমায় চরণ ছাড়া করো না।
(দয়াময়) আমি তোমা বই আর জানি না ॥
ভব কষ্টে আমার দগ্ধ হয় কায়,
শান্তিময় তব শ্রীচরণ ছায়ায়,
লভিবারে মম মতি যায়, মিটাও সবাসনার ধন বাসনা।
সাধন আরাধন কিছু নাই শ্রীহরি,
নিজ গুণে নির্গুণে করুণা বিতরি,
মনের ইচ্ছা পুরাবে আমার, অধীনে যেন বঞ্চো না ॥
মন চায় আমার সন্ন্যাস হইতে,
সখ্যভাবে সদা সখা সম্বোধিতে,
খেয়ে খাওয়াইতে ধ্যাবা ধূলি বলিতে
ব্রজ রাখালের মত বাসনা ॥
কণ্ঠ কহে দীনবন্ধু নারায়ণ,
দীন দেখে করো বাসনা পূরণ,

তাইতে আশা হবে সম্পূরণ
আশায় নিরাশ মোরে করো না ॥

(৫৭)

হরি সত্য সনাতন,
তুমি নিরঞ্জন সৃষ্টিস্থিতিকারী পুরুষ রতন।
সর্ব্বভূত সর্ব্বেন্দ্রিয় সকল ভূতেশ্বর
সর্ব্বদেবের চিত্তে দিয় শ্রীচরণ ॥
মুকুন্দমুরারি শ্রীনন্দের নন্দন,
তোমারে স্মরিলে যায় ভব বন্ধন,
তুমি দেব দীন পতি,
তুমি অগতির গতি,
তুমি শম্ভু ভগবতী নারায়ণ ॥

(৫৮)

দাঁড়াইয়ে রয়েছে ছয়জন বিবাদী আমার
সাধনার প্রতিকূলে।
কোন মতে বাগ মানে না পড়িছি বিপদ সলিলে ॥
আমি ভাবি বলব হরি,
তারা ভাবে করবো চুরি,
হায় এখন কি উপায় করি, হরি হে দাঁড়াও অনুকূলে ॥
ক্রোধাদি পঞ্চ জনে,
যদি বা তারা বশ মানে,
কাম দুর্জ্জয় রিপুর সনে পারিনা তাদের কৌশলে ॥

কোথায় হে নাথ অনাথ বন্ধু,
এ অনাথের হও হে বন্ধু,
কণ্ঠ কয় গুণসিন্ধু তুমি বিনা কে তারে বিপদ কালে ॥

(৫৯)

কেঁদনারে জীব যাবে দুর্গতি।
সেই অধম তারণ কভু নিদয় নন,
করিবেন অধম কুলের গতি ॥
পুণ্যময় শ্রীনদীয়া ধামে,
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ নামে,
হলেন অবতীর্ণ, প্রভু পরম ব্রহ্ম
চৈতন্য চন্দ্র পাতকী নিষ্কৃতি ॥
গৌরাঙ্গ লীলা লীলার প্রধান,
দয়ার লীলা নাই ইহার সমান,
পাত্রাপাত্র কিছু নাই পরিমাণ
সর্ব্বজীবে দয়াময়—যবন কি হিন্দু,
হয়েযেতে ভরি একবার বলিবে শ্রীগৌরাঙ্গ
হরি পরম দয়াল পূর্ণ কৃপাবারি,
হরিবেন পাপ তাপ যতেক দুষ্কৃতি।
জগৎ পবিত্র হইবে অবতারে,
শচী মায়ের কোলে শোভিবে অচিরে,
নীলকণ্ঠ কহে অতিসকাতরে
পামরের গতি করহে শ্রীপতি ॥

(৬০)

করাল বদনী তুমি গো জননী বিপদ ভয় হারিণী।
অসুরনাশিনী দনুজদলনী তুমি গো সিংহবাহিনী ॥

শ্রীমন্তে যেমন রেখেছ মশানে,
তেমনি আমারে রেখ শ্রীচরণে,
নীলকণ্ঠের বাণি ওমা শিমরাণি
অন্তে দিও শ্রীচরণ তরণী॥

(৬১)

যে না মাতৃ ভক্তি জানে।
তার পাকাঘুঁটী কাঁচে,
সে ছেলে কি বাঁচে,
লেখা আছে যত বেদ পুরাণে॥
দশমাস দশ দিন গর্ভে দিয়ে স্থান,
প্রসব করে মাতা মুখে করে অন্ন দান,
সে ছেলে জানে না, তেমন মায়ের মান.
জল্‌তে হবে তাকে মনাগুনে।
পশু পক্ষীর মত নড়্‌তে চড়্‌তে শিখে,
মাকে দুঃখে ফেলে আপনি ধায় সুখে,
জটালে আর কুটালে কামিণীর কুহকে
মাকে কাঁদায় নিশি দিনে॥
মায়ের মত দয়া কার আছে জগতে,
দুঃখের দুঃখী হয় রে সুখী নহে তাতে,
ছায়ার মত থাকি কাছে কাছে পালন
করে অতি যতনে॥
ব্রহ্মময় পীতা ব্রহ্মময়ী মাকে,
ব্রহ্মজ্ঞানে যে জন সদা জপে
নিব মায়ের কাছে মাতৃ ভক্তি শিখে
সে দিন হবে কণ্ঠের কত দিনে॥

(৬২)

মা আমার আজ বৃন্দাবনে হয়েছেন কাল শশী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা মায়ের মুখে মৃদু মৃদু হাসি॥
গলস্থিত মুণ্ডমালা হয়েছে আজ বনমালা,
মরি কি বরণ কাল জগতের আলো রূপ রাশি॥
পুরাইতে ভক্তের সাধা মহাকাল হয়েছেন রাধা
ঘুচে যাবে মনের ধাঁধা ঐ চরণে হইগে দাসী॥

(৬৩)

ওমা দেখগো যেন নাম লোবে না ওগো
হরের মনমোহিনি।
আমি সকল ছেড়ে সার করেছি মা,
মা তোমার চরণ দুখানি॥
ওমা উঠাইয়ে গাছে, ফেলে দাও মা পাছে
এই ভয় করি মা জননি॥
আমার সকলে বিপক্ষ তুমি হও মা স্বপক্ষ
দক্ষ যজ্ঞ তুমি নাশিনী॥

(৬৪)

তাল—একতালা।

আনন্দ কানন কাশী।
অসিবরুণার মধ্যে মহাপুণ্য ক্ষেত্র

উত্তরবাহিনী গঙ্গাচক্র তীর্থ,
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত হেরে জুড়াও নেত্র
অসীম অব্যক্ত মহত্ব প্রকাশী ॥
বিল্বদল মধুসহ গঙ্গাজলে,
পূজে সদানন্দে আনন্দে সকলে,
গীত বাদ্য কাণে শুনিতে রসালে
বেদ পড়ে সুরনর মুণী ঋষি ॥
রাজা বিশ্বেশ্বর আমি বিশ্বেশ্বরী,
স্বর্ণময় কাশী আনন্দ লহরী যোগী দণ্ড ধারী,
আনন্দে নেহারি ভৈরব প্রহরী দ্বারে অহর্নিশি ॥

(৭৫)

তাল—একতালা।

যেওনা যেওনা মথুরা ভবনে দাসির মিনতি রাখি।
মথুরা গমন করিয়ে শ্রবণ ঝর ঝর ঝরে আঁখি ॥
ধরি হে তোমার চরণ দ্বয় নন্দনে বাহির করোনা
নন্দ ঘটিবে মন্দ হতেছে সন্দ উড়ে যায় প্রাণ পাখী।
কণ্ঠ কয় কথা করি অনুমান নারী ব'লে
কথা মান বা না মান, হারাবে যখন
জানিবে তখন আপন যুগল আঁখি ॥

(৬৬)

তাল—একতালা।

ও কৈ তব কৃষ্ণ প্রেম ছার জীবে কি জানে।
প্রেমের হইয়ে প্রত্যাশী শঙ্কর সন্ন্যাসী,
শ্মশান নিবাসী উদাসী মনে॥
নারায়ণ গোষ্যা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী
হইলেন কৃষ্ণের প্রেম প্রত্যাশিনী
বৃন্দাবন বাসিনী আমি বল্‌বো কি গো আর
হলো না যে তার প্রেমে অধিকার শ্রীবৃন্দাবনে॥
কৃষ্ণ প্রণায়না গরবিনী রাই,
হৃদয়ে রাখিয়ে বলেন হারাই,
এমনি সে কানাই কখনও বা সদয় কখনও বা নিদয়
কার সাধ্য করে অনুমানে॥

(৬৭)

তাল—যৎ

যশোদে দেখে যা তোর প্রাণ গোপালের কাণ্ড।
যে কষ্ট দিয়েছে কৃষ্ণ দিতে হবে দণ্ড॥
একদিন নয় নিত্যই নিত্যই ঘরে আসে
নিত্যই নিত্যই এমন কি নিত্যই নিত্যই
ভেঙ্গে আসে ভাণ্ড॥
উহার মত দুষ্ট ছেলে দেখি নাই ভূমণ্ডলে
দেখিলাম সকলে মিলে খুঁজিয়ে ব্রহ্মাণ্ড।

(৬৮)

তাল—একতালা।

যারে যোগে যোগী হৃদে না পারেন আনিতে।
যোগানন্দ দানী বলে মন্দ বাণি
ক্রোধে নন্দরাণী চলিলেন বাঁধিতে॥
পায় না দিতে দেব তুলসী চন্দন,
বাৎসল্যেতে রাণী করতে চায় বন্ধন,
পুত্রভাবে হরি করিছেন ক্রন্দন,
কে যে নন্দন রাণী না পারেন চিনিতে॥
স্বয়ং ভগবান গোলক গোবিন্দ,
বৃন্দাবনের বনে চরান গো-বৃন্দ,
মায়াপাশে যায় ত্রিজগৎবন্ধ
আজ বন্ধন ভয়ে বেড়ান কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে॥

(৬৮)

একতালা।

হরি দুঃখ দেন যে জনারে।
তার দুখের উপর দুঃখ ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ
সুখ নাই ত্রিসংসারে॥
আগে তার ঘরে প্রবেশ করেন ব্যাধি,
আগে মরে তার পুত্র প্রপৌত্রাদি,
কন্যা কি কন্যা দৌহিত্র থাকে যদি,
পোষ্যপুত্র ভসে মরে॥
টুটে করলে ঘর জলেও জলে আগুন,
পুড়ে কোঠা বাড়ী ছুটে টাকি চুণ

যার যখন ধরে কপালে আগুন
লোহার কড়িতে ঘুণ ধরে ॥
খাটি সোণা-রূপা কিনিলে সেজে,
কেবল কপাল ক্রমে হয় রাঙ দস্তা সীসে,
বাণিজ্যের আশে গেলে সে প্রবাসে
হীরার দরে কেনে জীরে ॥
অবশেষে পাপ ঋণ এসে জুটে
ঋণের দায়ে বিকায় জমি বায়গা ভিটে
নীলকণ্ঠ কহে তখন হেথা সেথা ছুটে,
খেটে খুঠে পেট না ভরে ॥

(৬৯)

তাল—একতালা।

ব্রজের গোপী ভাব ভাবের শ্রেষ্ঠ।
যে জনা এই ভাবে কৃষ্ণপদ ভাবে,
সেই সে জানে ভাবের মিষ্ট ॥
কাম গন্ধ চিতে নাহি গোপীকার,
কেবল কৃষ্ণ সুখ হেতু করেন বিহার,
মরি মরি ভাব একি চমৎকার
এভাব রাধিকার চেয়ে উৎকৃষ্ট এই ভাব
অবির্ভাব হয় যার মনে ;
রাধা-কৃষ্ণ লীলা সেই সে অনুমানে,
নীলকণ্ঠের মনে হবে কত দিনে
ব্রজের গোপী চরণে প্রবিষ্ট ॥

LIBRARY 13 JAN 1906

শ্রীরাখালচন্দ্র তা

এণ্ড কোং কৃত

পেটেন্ট ঔষধাবলী।

হেড অফিস ২নং বসাক লেন,

৬৩ নং ময়দা পটী বড়বাজার, কলিকাতা।

শাখা তারকেশ্বর জেলা হুগলী।

,, মোগলমারী জেলা বর্দ্ধমান

,, বজ্রকৃষ্ণ দিঘি ,, ,,

জয়মঙ্গল সুধা।

সর্ব্বপ্রকার জ্বর রোগের অব্যর্থ্য মহৌষধ।

অনূান পঞ্চবিংশতি বৎসর "জয়মঙ্গল সুধা" জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। এই ঔষধ সেবনে সহস্র সহস্র নরনারী জ্বরমুক্ত হইয়াছেন। "জয়মঙ্গল সুধা" দেশীয় উদ্ভিজ্জাদি দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত, ইহাতে কোন প্রকার তীব্র বা বিষাক্ত পদার্থ নাই, সুতরাং জ্বরের সকল অবস্থাতেই সেবন করা যায়, কেবল মাত্র উদরাময় রোগে ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সেবন নিষিদ্ধ। যাঁহারা বহুদিবসাবধি জ্বর ভোগ করিয়া এবং বহু ব্যয় স্বীকার করিয়াও অদ্যাপি জ্বরের কঠোর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার "জয়মঙ্গল সুধা" সেবন করিয়া দেখুন, তাঁহাদিগের জ্বর কত শীঘ্র আরাম হইয়া যাইবে। জ্বরে মুমূর্ষ অবস্থাপন্ন রোগীকেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে,

ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অদ্যাপি জ্বররোগের যত প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবল "জয়মঙ্গল সুধা" এখনও নিজগুণে সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে। "জয়মঙ্গল সুধা"র উপকারিতা সম্বন্ধে এখন আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি ইহার পরীক্ষা করিয়া পক্ষপাতী হইয়াছেন।

মূল্য বড় শিশি ॥০ আনা, ছোট ।৵০ আনা।

বঙ্গদেশের মহাবৈরী সমগ্র দেশব্যাপী

ম্যালেরিয়া বিনাশক, সর্ব্বজ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ

জয়মঙ্গল বটিকা।

বহু ডাক্তার ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণ দ্বারা সহস্র সহস্র রোগীর আরোগ্যে পরীক্ষিত হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে

আমাদের "জয়মঙ্গল বটিকা" অমিততেজসম্পন্ন। ইহা জ্বরে বিজ্বরে, সকল সময়েই সেবন করা যায়। কুইনাইন সেবনে যেরূপ জ্বর আটক থাকে মাত্র, "জয়মঙ্গল বটিকা"য় তাহা না হইয়া নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়। কুইনাইন, প্রয়োগের দোষে বিষ-তুল্য হয়। কিন্তু ইহা যেরূপেই প্রয়োগ হউক না কেন, কিছুতেই রক্তকে উষ্ণ হইতে না দিয়া জ্বর একবারে দূর করিবে।

কুইনাইন সেবনে

মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া কাণে তালা লাগে, শ্রবণ শক্তির হ্রাস হয়, মাথা ঘুরিতে থাকে নাসিকা দিয়া রক্ত পড়ে, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত জন্মায়। কিন্তু "জয়মঙ্গল বটিকা" রক্তকে শীতল করতঃ মস্তিষ্কের ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে। এতদ্ব্যতীত সামান্য সর্দ্দি কাশির জ্বর, গা হাত পা কামড়ানি, গাত্রদাহ, চক্ষুজ্বালা, কোষ্ঠকাঠিন্য, পৃষ্ঠে ও কটিদেশে বেদনা, অমাবস্যা পূর্ণিমার জ্বর, আসাম দেশজাত কালাজ্বর, ইত্যাদি জ্বরে আমাদের "জয়মঙ্গল বটিকা" রোগীকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকে।

"জয়মঙ্গল বটিকা"

যথানিয়মে অর্থাৎ আমাদের ব্যবস্থাপত্রানুসারে সেবন করিলে সর্ব্ববিধ নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, সবিরাম জ্বর প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, বিষম জ্বর, পৈত্তিক জ্বর, ঘৌকালিন জ্বর, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক ও ত্র্যাহিক জ্বর, শ্লেষ্মাযুক্ত জ্বর ইত্যাদি অতি সত্বর আরোগ্য হয়। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, নবজ্বরে ৩।৪ বটিকা সেবনে জ্বর ত্যাগ হইবে। পুরাতন জ্বরে এক সপ্তাহ হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত সময় লাগিতে পারে।

ডাক্তার কবিরাজগণ দ্বারা পরিত্যক্ত, অনেক জীর্ণ শীর্ণ প্রাণসঙ্কটাপন্ন রোগী আমাদের ঔষধে আরোগ্য হইয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পত্র আছে।

মূল্য—প্রতি কৌটা (১২ বটিকা) ৷৷০ আনা।

মুক্তাসিন্ধু মলম।

ইহার দ্বারা উপদংশের ঘা, পারার ঘা, বাঘীর ঘা, পচা ঘা, নালী ও শোথ, পোড়া ঘা, বিষাক্ত ক্ষত, ঘুরঘুরে ঘা, ছেলের মাথার ঘা, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ফোড়া, ঘা, হাজা, নির্দ্দোষে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়। ইহাতে পারদাদি কোন বিষাক্ত দ্রব্যের সংমিশ্রণ নাই।

সাবধান! সামান্য ক্ষত বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার নহে, ভবিষ্যতে সামান্য ঘা হইতে পচা নালি ঘা হইতে পারে, শেষে গুরুতর হইয়া উঠিলে অস্ত্র চিকিৎসা ব্যতীত আরোগ্য হয় না। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে উপযুক্ত অস্ত্র চিকিৎসার অভাব জন্য পরিশেষে কঠিন অবস্থায় অনেককে বাধ্য হইয়া হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সেই জন্য বলিতেছি, ক্ষত যতই সামান্য হউক না কেন, আমাদের এই পরীক্ষিত "মুক্তাসিন্ধু মলম" রোগের প্রথম হইতে ব্যবহার করুন। ঔপদংশিক ক্ষত নিরাপদে নির্জ্জনে ৫।৭ দিনে আরোগ্য করিবার এমন মলম আর নাই। ডাক্তারগণ রোগীকে এই মলম ব্যবহারের ব্যবস্থা দিতেছেন।

হাতের তলায়, পায়ের তলায় পারার ঘা, ও কাল কাল, সাদা সাদা পারার চিহ্ন, চাকা চাকা দাগ, ঘা হইতে পুঁয রক্ত বাহির হওয়া প্রভৃতি পারাসংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার ক্ষত ইহা দ্বারা ৫।৬ দিনে আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা মাত্র।

শ্বেত ও রক্ত আমাশয়-নাশিনী।

এই আমাশয়ের ঔষধে আমাশয় রোগগ্রস্ত বহু জীর্ণশীর্ণ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। দেহের অনিষ্টকারী কোন পদার্থের সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত নহে।

নূতন রক্তামাশয়

রোগ দুই কিম্বা তিন দিন মধ্যেই আরোগ্য হইবে। রক্ত বাহ্যে, রক্ত মিশ্রিত আম অথবা খালি রক্ত, বাহ্যের পূর্ব্বে ভয়ানক বেগ ও পেট কনকনানি, বিশেষতঃ বাহ্যের পরে প্রস্রাব হয়, একবারে বন্ধ অথবা কষ্টে প্রস্রাব ত্যাগ, এবং মূত্রস্থলীতে বিবিধ যন্ত্রণা অনুভূত হয়। এই সকল উপসর্গে আমাদের "আমাশয়-নাশিনী" অদ্ভুত ফলপ্রদ।

পুরাতন রক্তামাশয়

রোগ আরোগ্য হইতে অধিক দিন সময় লাগে। দুইচারি মাসের রোগ পাঁচ সাত দিবসে আরাম হইতে পারে, কিন্তু চারি পাঁচ বর্ষের পুরাতন রোগ শীঘ্র আরোগ্য না হইবার সম্ভাবনা। রোগী পথ্য বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিলে আরোগ্যের আরও প্রতিবন্ধক ঘটে।

☞ পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমের ন্যূন শিশুর ইহা সেবন নিষিদ্ধ।

মূল্য—প্রতি কৌটা ৶০ তিন আনা মাত্র।

———•———

সঞ্জীবনী পাঁচন।

উদরাময় রোগীর ও গর্ভবতীর সেবন নিষেধ।

ভয় নাই! ম্যালেরিয়া-দস্যু-পীড়নে সুখের পল্লীনিবাস ছাড়িয়া সহরে ছুটিতে হইবে না। কে বলে ম্যালেরিয়ার স্থায়ী আরোগ্যকারী ঔষধ নাই? যাঁহাদের এই ধারণা বদ্ধমূল আছে তাঁহারা আমাদের "সঞ্জীবনী পাঁচন" সেবন করুন, দেখিবেন, কিরূপ আশু ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহার গুণ অত্যাশ্চর্য্য! আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত তিক্তরসাত্মক দেশীয় উদ্ভিজ্জ হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে।

উৎকট ও দুঃসাধ্য জ্বর, যকৃত ও প্লীহাসংযুক্ত জ্বর, সুদারুণ ম্যালেরিয়া জ্বর, সকলপ্রকার জীর্ণ ও বিষম জ্বর, পালা ও কাসি-সংযুক্ত জ্বর, অনুচিত কুইনাইন সেবন জন্য জ্বর, রাত্রিজ্বর, প্রভৃতি অতি সত্বর নিবারিত হইবে। এই পাঁচন ব্যবস্থাপত্র মত ব্যবহার করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইবেন।

মূল্য বড় বোতল ১।০, ছোট বোতল ৸০, শিশি ॥০ আনা।

শক্তিসার সালসা।

আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ চিকিৎসকগণের সাহায্যে দেশীয় ১০০ খানি ঔষধি সহযোগে প্রস্তুত হইয়াছে।

যৌবন স্বভাব সুলভ অত্যাচার, অপরিমিত ইন্দ্রিয় চালন, অপরিমিত সহবাস, উষ্ণপ্রধান দেশ বা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, ম্যালেরিয়া কিম্বা পারদ ও উপদংশাদি বিষ শরীরে প্রবেশ জনিত

শুক্র ও শোণিত

সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার রোগ যন্ত্রণা হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইবার একমাত্র প্রকৃত ঔষধ।

উদ্বোধন-সঙ্গীত।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২০৭।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "অন্তঃপুর" প্রেসে,

শ্রী প্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪

মূল্য /১০ দেড় আনা।

প্রাপ্তি স্থান—৭৪।১ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

RARE BOOK

উপক্রমণিকা।

নব জাগরণের সূচনায় কল্পনাময়ী আশার চক্ষে প্রাণময় ভবিষ্যতের চিত্র দেখিয়া ভারতের নিভৃত নিকুঞ্জের প্রাণকোকিল নানারাগে বিচিত্র স্বরলহরী তুলিয়াছে। এই মধুর স্বর লহরীর বর্ণে বর্ণে নব আশা ও নবশক্তি সূচিত হইতেছে। দশদিক এই ঝঙ্কারে ঝঙ্কারিত দেখিয়া প্রশ্ন হয়, "কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে মায়ের নাম আজ কে জাগাল? সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে আটকোটি প্রাণ কে মাতাল?" এই পুরাতন পতিত জাতি-হৃদয়ের যিনি জীবন বিধাতা, যাঁহার শান্তিময় প্রাণপ্রদ ক্রোড়ে "আজিও মরিয়া বাঁচিয়া আছি গো জিয়ে" তিনিই সব দুঃখ ঘুচাইতে আপন মানস কন্যারূপী এই নব আশাকে হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। এখন এই প্রেরণার রক্ষণ ও পোষণ তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও আমাদের পুরুষকার সাপেক্ষ।

শক্তিময়ী নব আশা কখনও মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাস তুলিয়া মাতৃচরণে আত্মবিক্রয়ের সঙ্কল্প জাগাইতেছে; তাই কবি গাহিতেছেন—"যায় যেন জীবন চলে। শুধু জগৎমাঝে তোমার কাজে "বন্দে মাতরম্" বলে।" "তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ, তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।" আবার কখনও বা রুদ্রারূপে হৃদয়ে হৃদয়ে ভীষণ প্রতিজ্ঞার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বলিতেছে "কাঁপায়ে মেদিনী, কর জয় ধ্বনি, উড়াইয়া বিজয় নিশান।" "আর বাজাইওনা মোহন বাঁশী। আজি রুদ্ররূপে ভীমবেশে প্রকাশ পরাণে আসি।" সাধের নব আশা কখনও আমা-

দিগকে সরল শিশু সাজাইতেছে আর আমরা গাহিতেছি—"আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" প্রেমের আবেগে হিন্দু মুসলমান গলাগলি হইয়া বলিতেছি—"হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে তফাৎ কেন করজী। দুই ভাইয়েতে দু'ঘর বেঁধে একই দেশে বসতি।" আবার কখনও বা ভীমা-রূপে প্রাণে দেখা দিতেছে আর বুকের পাষাণকে বলিতেছি—"বিধির বাঁধন কাট্‌বে তুমি এমন শক্তিমান। তোমার কি এমন অভিমান।"

বিধাতার আশীর্ব্বাদে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানদের প্রাণ-মন্দিরে এই সকল নবভাবের নবলীলায় নবশক্তির উন্মেষকল্পে এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ ও প্রচার যে সহায়তা করিবে তাহতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রকাশকের এই সাধু চেষ্টা অচিরে সুফল প্রসব করিয়া তাঁহাকে ও আমাদিগকে ধন্য করিবে আশা করি। ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র
অধ্যাপক মেট্রপলিটন কলেজ।

সূচীপত্র।

2-105
10. 2. 17
২৯৯ - 190

উদ্বোধন-সঙ্গীত।

BENGAL LIBRARY
26 JUN 1907
WRITERS' BUILDINGS

তিলোককামোদ—ঝাঁপতাল।

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং, শস্যশ্যামলাং, মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,

ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটি কণ্ঠ-কল কল-নিনাদ করালে,

দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত খরকরবালে, কে বলে মা তুমি অবলে!

বহুবলধারিণীং, নমামি তারিণীং, রিপু-দল-বারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী, কমলা কমল-দল-বিহারিণী,

বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্।

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং, সুজলাং সুফলাং মাতরম্,

বন্দে মাতরম্।

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥১॥

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মিশ্র—কাওয়ালী।

উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী উঠ আদি-জগতজন-পূজ্যা।
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড় গো ছাড় শোক শয্যা, কর সজ্জা,
পুন কমল-কনক-ধন ধান্যে
জননী গো লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণতলে,
বিংশতি কোটি নরনারী গো
কাণ্ডারী নাহিক কমলা দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে।
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর কম্পন দর্শে।
তোমার অভয় পাদ-পর্শে, নব হর্ষে,
পুন চলিবে তরণী সুখ লক্ষ্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি।
ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ, পুন কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে,
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে।
দূরিত করি পাপপুঞ্জে, তপপুঞ্জে,
পুন বিমল কর ভারত পুণ্যে।
জননী গো লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি।

—অতুলপ্রসাদ সেন

——

কীর্ত্তন।

জাগ ভারতবাসি গাও বন্দে মাতরম্।
আজ কোটী কণ্ঠে কোটী স্বরে—
উঠুক বেজে মাতরম্

(বন্দে মাতরম্ বলে রে, কোটী কণ্ঠে)
পেলে জননীর কোল—হতে হয় কিরে বিহ্বল,
মাকে দেখ্‌রে চেয়ে—বুকখানি আজ
অশ্রুনীরে প্লাবিতম্।
(কোটী কোটী থাকতে ছেলে—দেখ্‌রে চেয়ে)
এস এস সবে ভাই, সে কালনিশি আর যে নাই,
এই জীবনটা ভোর ঘুমিয়ে কেটে
ঘুমাবার সাধ তবু এখন।
(অচেতন হয়ে রে ভাই—এ জীবনটা ভ'র)
দেখ্ সোণার বাঙালায়—কি করিয়াছে হায়
কোথা বিদেশ হ'তে বণিক এসে
হ'রে নিল সকল ধন।
(দলে বলে ছলে রে—বিদেশ হ'তে)
বুকে সাহসেরি ডোর—ভাই বাঁধ করে জোর,
প্রাণ থাকতে দেহে মায়ের ছেলে সইবে
কি মার নির্য্যাতন।
(কোটী কোটী থাকতে ছেলে)
—য়্যান্টিপার্টিশন প্রোসেসন পার্টি।

ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে তোরা
হিন্দু মুসলমান সকলে ভাই।

বাজিছে বিষাণ উড়িছে নিশান
আয়রে সকলে ছুটিয়া যাই।
দেখ্‌রে দেখ্‌রে যায় রসাতল,
জাতীয় উন্নতি বাঙ্গালীর বল,
রাজদ্বারে আর নাহি প্রতীকার
আপনার পায়ে দাঁড়ারে ভাই!
নগরে নগরে জ্বাল্‌রে আগুন,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ,
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচারে ভাই।
আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ
হিন্দু মুসলমান সাজ্‌রে সাজ,
স্বদেশী সংগ্রাম চাহে আত্মদান
বন্দে মাতরম্ গাওরে ভাই!

—সতীশ বাবু

রাখী সঙ্গীত।

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান॥

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান॥
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

বিধির বাঁধন কাট্‌বে তুমি এমন শক্তিমান
তুমি কি এমন শক্তিমান।
আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান
তোমার কি এমন অভিমান।
চিরদিন টান্‌বে পিছে, চিরদিন রাখ্‌বে নীচে
এত বল নাই রে তোমার সবে না সে টান।
শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্ব্বলেরো
হও না যতই বড় আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে, তোরাও বাঁচ্‌বিনেরে
বোঝা তোর ভারি হ'লে ডুব্‌বে তরিখান॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাউলের সুর।

মাগো, যায় যেন জীবন চলে।
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
"বন্দে মাতরম্" বলে॥
(যখন) মুদে নয়ন, করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে—
তখন, সবই আমার হবে আঁধার
স্থান দিও মা ঐ কোলে॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥
(আমার) মান অপমান সবই সমান
দলুক না চরণ তলে।
যদি, সইতে নারি মায়ের পীড়ন,
মানুষ হ'ব কোন্‌কালে? (আর)
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥
লালটুপি কি কাল কোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে?
(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত
পাশব বলে দিক্ জেলে॥
(আমার,) যায় যাবে জীবন চ'লে॥
আমায়—বেত মেরে কি "মা" ভোলাবে?
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে'?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥

২৬৬

আমি, ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের, বেত্রাঘাতে, কারাগারে
ফাঁসীকাঠে ঝুলিলে॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥
যে মার, কোলে নাচি, শস্তে বাঁচি,
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে।
বল, লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়
সে মায়ের নাম স্মরিলে?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥
বিশারদ কয় বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে॥
সে জন্য, অধম হয়ে সইতে রাজি
উত্তমে চাও মুখ তুলে॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥
কাব্যবিশারদ।

বাউলের—সুর।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল্ রে।
একলা চল্ একলা চল্ একলা চল্ একলা চল্ রে
যদি কেউ কথা না কয় (ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে
সবাই করে ভয়
তবে পরাণ খুলে

তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা
একলা বল্ রে।
যদি সবাই ফিরে যায় (ওরে ওরে ও অভাগা
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়
তবে পথের কাঁটা
তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দল্ রে
যদি আলো না ধরে (ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়োর দেয় ঘরে
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বাল্ রে।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাউলের—সুর।

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায়
ছাড়বো না, মা!
আমি তোমার চরণ করবো শরণ,
আর কারো ধার ধারবো না, মা!
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর
রতন রাশি—
আমি জানি গো তার মূল্য জানি,
পরের আদর কাড়বো না, মা!

মানের আশে দেশ বিদেশে, মরে যে সে
মরুক ঘুরে :
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা
ভুল্‌তে সে যে পার্‌বো না, মা !
ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে
চায় যে আমায়—
ওমা, ভয় যে জাগে শিয়র বাগে—
কারো কাছেই হার্‌বো না, মা !

জয়জয়ন্তী—তেওরা।

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ, তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ ;
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে, এ বীণা তোমারি গাইবে গান !
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল, তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন, তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার কিছুই তোমার হবে না—
তবুও গো মাতা পারি ঢালিতে,
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে, নিবা'তে তোমার যাতনা !
যদিও জননি ! যদিও আমার এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা, একটী সন্তান জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান॥
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শঙ্করা—কাওয়ালী।

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীরদর্পে পৌরুষ-গর্ব্বে, সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশেরি কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ দৈন্য কে করে মোচন?
উঠ জাগো সবে বল মা গো, তব পদে সঁপিনু পরাণ!
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ;
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ-দেশান্তে যাও রে আন্‌তে, নব নব জ্ঞান,
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো, উঠাও রে নবতর তান।
লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন, না করি দৃক্‌পাত;
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায় তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান;
এক পথে এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা-নিশান॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী।

সার্থক জনম আমার জন্মিয়াছি এই দেশে,
সার্থক জনম মা গো তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর ধন রতন, আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে উঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো, প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদ্‌ব নয়ন শেষে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মেওয়ার যুদ্ধে উৎসাহ-বাণী।

সুরট মল্লার—আড়া।

দ্বিজ হও, ক্ষত্র হও-বৈশ্য শূদ্র আর,
যে করেছ একদিন অস্ত্র-ব্যবহার।
সেই রণ-বেশে সাজ, করে খর অসি ভাঁজ,
নতুবা যবন-হস্তে আর নাই রে নিস্তার।
বধিবে শিশুর প্রাণ, না রবে নারীর মান,
নরাধম, পাত্রাপাত্র করে না বিচার।
বীর-রক্ত যার শিরায়, সে কাপুরুষের প্রায়,
কেমনে দেখিবে এই পাপ ব্যবহার।
অসহায়া রমণীর, রক্ষা হেতু দিবে শির,
যে থাক এমন বীর, ধর রাখি তায়।
এস দলে দলে যুটে, রণক্ষেত্রে যাও ছুটে,
বীরপুত্র, বীরধর্ম্ম রাখ আপনার॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহ রে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহ রে।

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে' ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশদিক সুখে হাসিবে।
সে দিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে।
আপনার মায়ে মা বলে' ডাকিলে,
আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশ্র বেহাগ—একতালা।

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুট্‌বে
ততই মোদের বাঁধন টুট্‌বে।
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।
আজকে যে তোর কাজ করা চাই, স্বপ্নদেখার সময় যে নাই
এখন ওরা যতই গর্জ্জাবে ভাই
তন্দ্রা ততই ছুটবে।

ওরা ভাঙ্গ্‌তে যতই চাবে জোরে, গড়্‌ব ততই দ্বিগুন করে,
ওরা যতই রাগে মার্‌বে রে ঘা, ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে
ওরে ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে।
তোরা ভরসা না ছাড়িস্ কভু, জেগে আছেন জগৎ প্রভু,
ওরা ধর্ম্ম যতই দল্‌বে ততই ধুলায় ধ্বজা লুট্‌বে
ওদেরি ধুলায় ধ্বজা লুট্‌বে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইমনকল্যাণ—ঠুংরি।

কাঁপায়ে মেদিনী, কর জয়ধ্বনি, জাগিয়ে উঠুক্ মৃতপ্রাণ।
জীবন রণে, জীবন দানে, সবারে করহে আগুয়ান॥
হাতে হাতে ধরাধরি, দাঁড়াইব সারি সারি,
প্রাণে বাঁধিবে তবে প্রাণ।
আলস্য জড়তা, নিরাশ বারতা, দূরে করিবে প্রয়াণ॥
তরুন তপনে, মধুর কিরণে, সদা কি হাসিবে তব প্রাণ?
সুখের কোলে, ভাবেতে গলে, কে রবে কে রবে শয়ান॥
সাধিতে দেশের কাজ, পরহে বীরের সাজ,
করে ধর সাহস কৃপাণ।
জীবন ব্রত, সাধ অবিরত, এ নহে বিরামের স্থান॥

—অজ্ঞাত

খাম্বাজ—কাহার্ব্বা।

রাম রহিম না জুদা কর (ভাই) মনটা খাঁটি রাখ জী।
দেশের কথা ভাব ভাইরে দেশ আমাদের মাতা জী॥

হিন্দু মুসলমান, এক মার সন্তান, তফাৎ কেন কর জী।
দুই ভাইয়েতে, দু'ঘর বেঁধে একই দেশে বসতি ॥
কাপড়, জুতা, লবণ, চিনি, ছুরী কাঁচি বিলাতী।
(মোদের) ভাইরা সকল পায়না খেতে, জোলা, কামার, আর তাঁতি ॥
টাকায় ছিল মণেক চা'ল, তাই এখন বিকায় পসুরী।
এর পরে ভাই, হতে বাকি গাছের তলে বসতি ॥
দেশের দিকে চাও ফিরে, (ভাই) দেশ লুটিছে বিদেশী।
মোদের টাকা নিয়ে দেয়রে চাবুক, চাপড়, কীল, ঘুসি

—অজ্ঞাত

ইমনকল্যাণ—ঠুংরি।

গাওরে ভাই সবে, জয় জয় রবে, শিবাজী—বিজয়-যশোগান।
নূতন সাজে, নূতন তেজে, মাতিয়া উঠুক্ নব প্রাণ ॥
করিতে নূতন খেলা, জগতে নূতন লীলা, একসাথে হিন্দু মুসলমান।
ছাড়িয়া হিংসা দ্বেষ, ধরিয়া নবীন বেশ,
(হও) নবীন ভারতে আগুয়ান।
দিব্যধাম হ'তে, তোদেরে জাগাতে, আসিয়াছে অপূর্ব্ব আহ্বান।
সে ধ্বনি শুনি, কাঁপিছে অবনী, দেশে দেশে উঠিয়াছে তান ॥
এখনও বধির হয়ে, স্বার্থের পুটুলি লয়ে, এখনো কি রহিবে শয়ান?
আজি কি সৌভাগ্য, শিবাজি-যজ্ঞ চাহিছে সর্ব্বস্ব বলিদান ॥

—অজ্ঞাত

ভৈরবী—মধ্যমান।

জাগ, জাগ, জাগ ভারত সন্তান রে। —
লোহিত বরণে, পূরব গগনে উদিত তরুণ তপন রে॥
জাগিছে চীন, জাগিছে জাপান, নবীন আলোকেরে।
কাল ঘুম ঘোর, ভাঙ্গিবে না তোর, অলস ভারতরে॥
ছিল রাজরাণী, বীর প্রসবিনী, প্রতাপ জননীরে।
পর পদাঘাতে দলিতা লাঞ্ছিতা, দীনা কাঙ্গালিনী সে॥
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে সোণার ভারত রে।
তোমারি আকাশ, তোমারি বাতাস, তোমারি কিছুই নাইরে।
নবীন প্রতাপে, নবীন জীবনে, নবীন আলোকে রে।
কোটী কণ্ঠস্বরে, গাও উচ্চৈঃস্বরে "বন্দে মাতরম্"।
(বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্)।
শুনিয়া সে ধ্বনি, স্বরগে অমনি হবে প্রতিধ্বনি রে।
শত বরষের অলস পরাণ জাগিবে জাগিবে জাগিবে রে॥

—অশ্বিনীকুমার দত্ত।

কাঁপাইয়া মেদিনী, কর জয়ধ্বনি, উড়াইয়া বিজয় নিশান।
(উড়াও বিজয় নিশান—বিজয় নিশান)॥
ভিক্ষাপাত্র নিয়ে করে, আসিয়াছি তব দ্বারে,
এক মুষ্টি ভিক্ষা কর দান।
(ভিক্ষা কর মাগো দান—মায়েরি সন্তান)॥
রাখিতে মায়ের মান, যায় যদি যাক্ প্রাণ,
ছার প্রাণ করিব অর্পণ।
(প্রাণ করিব অর্পণ—মায়েরই কারণ)॥

কোটি কণ্ঠ জিনিয়া, জগৎ মাতাইয়া,
গাও সবে "বন্দে মাতরম্" ।
(গাও বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্) ॥
—ময়মনসিংহ সুহৃদ্‌সমিতি

—·—

আমরা রাজরাণীর ছেলে ভিখারী আজ হয়েছি ।
আমরা ঘরের বেসাৎ পরকে দিয়ে কাঙ্গাল সেজেছি ॥
মোদের না ছিল কি ভাই,—
শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি, দর্শন তুলনা যার নাই,
আমরা পরের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে, (ও দুঃখ বলবো কারে)
দেশের সে সব ভুলেছি ॥
মোদের ক্ষেতের সোণার ধান,—
বিদেশে ভাই বছর বছর হতেছে চালান ;
আমরা অনাহারে অর্দ্ধাহারে, (ও দুঃখ বল্‌বো কারে)
জীবনে মরে আছি ॥
নিয়ে ছাতি, জুতা, কাচ, কাপড় আর লোহার বাসন,
বিদেশে দেই যত মোদের অগণিত ধন ;
মায়ের হীরে, জহর বদল দিয়ে (ও দুঃখ বল্‌বো করে)
মায়ের গলায় পুঁতির মালা দিয়েছি ॥
—ময়মনসিংহ সুহৃদ্‌সমিতি ।

—·—

বেহাগ—ঢিমেতেতালা ।

কে আছে মায়ের মুখপানে চেয়ে এস কে কেঁদেছ নীরবে ।
মার মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে সে মুখ উজ্জ্বল করিবে ॥

নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্ব্বল, বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল,
যার মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল, দুর্ব্বল সবল সে কি ভাবিবে ?
জাননা রে মূঢ় জননী তোমার, পুরাকাল হ'তে কি শক্তি আধার,
সন্তানের কণ্ঠে শুনিলে হুঙ্কার, নয়নে বিজলী খেলিবে ॥
ক্ষুদ্র স্বার্থে মজি এখনো কি ভাই, মা হ'তে সুদূরে রবে ঠাঁই ঠাঁই ?
হিন্দু মুসলমান এস সবে যাই, মা যে ঐ ডাকিছে সবে ॥
কে আছ আজি ও পর পদসেবী, এস উঠে এস মার পুত্র সবই,
ধমনি ভিতরে এক রক্ত বহে, একই মাতৃনামে উন্মত্ত হবে ॥
কে আছ বিদেশী আদেশে গোপনে, আছ ভাই মাতৃসেবক সন্ধানে,
চেয়ে দেখ আজ মা চাহে তোমায় তাঁরে কি কাঁদায়ে ফিরিয়া যাবে ॥
কে আছ বিপদে না করি দিক্‌পাত, মৃত্যু নির্য্যাতন দৈব বজ্রাঘাত
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে মার মুখ চেয়ে এস কে মরিতে পারিবে ?
এস শীঘ্র এস বেলা বহে যায়, এনেছে জাপান উষা এসিয়ায়,
মধ্যাহ্ন গরিমা—স্বাধীন ভারত আনিবে নিশ্চয়ই আনিবে ॥

—রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৈরবী—মিশ্র ঠুংরি ।

সোনার স্বপনে মোহে ভুলিও না ভাই সাধনা ।
এ যে আলোয়ার আলো, মরু মরিচীকা আশ্বাস ঢাকা ছলনা ।
ওদের রুদ্ধ দুয়ারে করি-করাঘাত, পেয়েছ করে বেদনা ।
ওরা শুনিলকি তব ধর্ম্মকাহিনী, বুঝিলকি তব যাতনা ?
ওরা ঘৃণা করে মোদের বর্ণ, মোদের আহ্বানে বধির কর্ণ ।।
তুচ্ছ ফুৎকারে দেয় ভেঙ্গে চুড়ে, সকল সঞ্চিত কামনা ॥

না করিলে পান মোদের শোণিত, হয় ওদের চিত্ত লুব্ধ।
তাই ভুলাইতে চায় মাতৃমন্ত্র আকাশ কুসুম ক্ষুব্ধ॥
ওরা মোদের দৈন্তে করে পরিহাস,কেড়ে নিতে চায় মুখের গ্রাস।
তবু যুক্ত করে ওদের দুয়ারে, কেন নিত্য নিস্ফল যাচনা॥
এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন, জাগাও আপন শক্তি।
পরের চরণ না করি লেহন, কর আপনার মায়ে ভক্তি॥
তবে জাগিবে নবীন রঙ্গে, নবজীবন নববঙ্গে।
বিশ্ব কাঁপায়ে উঠিবে বাজিয়ে, রুদ্র বিজয় বাজনা॥

—অজ্ঞাত

কানেড়া।

নমি পদে জননি, স্বর্গাদপি গরিয়সী, সন্তান পালিনি।
যাটি কোটি নয়নে, হেরি মুরতি মোহনে, প্রেমোৎফুল্ল মনে,
গাব যশ দিবস রজনী॥
ত্রিংশ কোটি জীবনে, অর্পিব তব চরণে, অভিন্ন প্রাণ মনে,
মা মা করিব ধ্বনি।
শুনি সে ধ্বনি, হতে ভস্মমৃত, উঠিবে বীর শত,
নত শির, হবে জগত, নমো নমো বীর প্রসবিনি॥

—সুন্দরীমোহন দাস।

আর বাজাইওনা মোহন বাঁশী।
আজি রুদ্ররূপে ভীমবেশে প্রকাশ পরাণে আসি॥
রুদ্ধকর সব কুসুমগন্ধ—
রুদ্ধকর সব মলয়মন্দ—

স্তব্ধ কর যত ললিতছন্দ, প্রকাশি অট্ট হাসি,
জীবন মায়া আজি করহে ভিন্ন,
দয়াবন্ধন সব করহে ছিন্ন,
জাগাও বিনাশী জগত পূর্ণ, প্রলয় পয়োধি-রাশি॥
ত্যজিয়া বাঁশরী ধরহে কৃপাণ—
শাণিত অসি থাণ্ডা খরশান—
কুঞ্জে কুঞ্জে শ্মশান মশানে ত্বরিতে সাজাও আজি;
দলিত করহে চরণতলে—
সকল ভীরুতা সব দুর্ব্বলে—
সমর-ভেরী-নিনাদ-করালে নাচাও শোণিত রাশি॥

—বিপিনচন্দ্র পাল।

আপনি অবশ হলি যদি বল দিবি তুই কারে,
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙ্গে পড়িস্ না রে॥
করিস্ নে লাজ, করিস্ নে ভয়, আপনারে তুই করেনে জয়,
সবই তোর মলিন হবে ডাক্ দিবি তুই যারে?
বাহির যখন হলি পথে ফিরিস্‌'নে আর কোনমতে,
অভয় চরণ করে স্মরণ এই বেলা চলে যারে।

—অজ্ঞাত

খাম্বাজ—একতালা।

নীতির বন্ধন ক'র না লঙ্ঘন, রাজশক্তি সার প্রজার রঞ্জন।
হইয়ে রক্ষক হওনা ভক্ষক, অবিচারে রাজ্য থাকে না কখন॥
ক'রেছ কলুষে এ রাজ্য অর্জ্জন, কলুষ-কল্মসে করো না শাসন,
অবাধে হবে না দুর্ব্বল দমন, দুর্ব্বলেরি বল নিত্য নিরঞ্জন॥

পাপ কংশাসুর—যদুবংশ দল, চন্দ্র সূর্য্যবংশ গেছে রসাতল,
গৌরব বিহীন পাঠান মোগল, হয় পাপ পথে সবারি পতন ॥
কাল জলধিতে জলবিম্ব প্রায়, উঠে কত শক্তি কত মিশে যায়,
তোমরা কি ছিলে উঠেছ কোথায়, আবার পতনে লাগে কতক্ষণ ॥

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশরদ।

বেহাগ—ঢিমে তেতালা।

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ;
যাহার সলিলে, মন্দাকিনী চলে, অনিলে মলয় সদা বহমান।
নন্দন কাননে কিবা শোভা ছার, বনরাজি কান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য যার সুধার আধার, স্বর্গ হতে সে যে মহা গরীয়ান্।
এ দেহ তোমার তারি মাটী হ'তে, হয়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে,
মাটি হ'য়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে, ভবলীলা যবে হবে অবসান।
পিতামহদের অস্থি মজ্জা যত, ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত,
এই মাটী হতে হবে যে উত্থিত, ভাবি কালে তব ভবিষ্য সন্তান ॥
কংস-কারাগারে দেবকীর মত, বক্ষেতে পাষাণ লৌহ-শৃঙ্খলিত,
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত, পরিচয় তুমি তাঁহারি সন্তান।
প্রকৃত সন্তান জেনো সেই জন, নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন,
যে করিবে মার দুঃখ বিমোচন, হবে তার মাতৃ-ঋণ প্রতিদান।

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ॥

বিভাস—একতালা।

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন্ আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলেন জননি।

IMPERIAL

ওগো মা—তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে;
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোণার মন্দিরে।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ,
তোর দুনয়নে স্নেহের হাসি ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।
ওগো মা—তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে—
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোণার মন্দিরে।
তোর মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্র বসনী!
ওগো মা—তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে,
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোণার মন্দিরে।
যখন অনাদরে চাইনি মুখে ভেবেছিলাম দুঃখিনী মা,
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুঃখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্রবেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি,
ওই আকাশে আজ ছাড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তি রাশি॥
ওগো মা—তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে—
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোণার মন্দিরে।
আজি দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী,
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে হৃদয় হরণী!
ওগো মা—তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে,
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোণার মন্দিরে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাউলের—সুর।

গেলরে সোণার বাংলা রসাতলে পাপের ফেরে।
কি দিয়া কি কৈরা নিল দেখ্‌লিনারে হিসাব কৈরে॥
ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব কৈরে, দেশটা দিল ছারেখারে, কত প্রকারে;
দেশের জিনিষ থাকতে ঘরে—বিদেশীর সাথে কারবার করে।
দেশের জোলা, তাঁতি, কামার, ফেইল পইড়া করে হাহাকার
এ অত্যাচারে ;—
(এখন) বিদেশ যদি না দেয় কাপড় বাকল পরে থাক্‌বেরে পড়ে।
দেশের মঙ্গল চাহ যদি, ভাই হওরে ভাইয়ের সাথি, সকল কাজে;
দেশী জিনিষ ব্যবহার কর, তবে বাংলা যাবেরে তইরে॥
—ময়মান সিংহ সুহৃদ্‌ সমিতি।

মুলতান—একতাল।

আর সহেনা, সহে না, সহে না, জননী এ যাতনা আর সহে না,
আর নিশিদিন, হয়ে শক্তিহীন, পড়ে থাকি প্রাণে চাহে না॥
তুমি মা অভয়া জননী যাহার, কি ভয় কি ভয় এভবে তাহার,
দানব-দলনী ত্রিদিব পালিনী করাল-কৃপাণি তুমি মা ;—
উর মা আজিকে সেরূপে পরাণে, ডাকি মা কালিকে
ডাকি গো সঘনে,
নয়নে অশনি, জাগাও জননী, নহিলে এ ভয় যাবে না।
উর মা বাহুতে, শকতিরূপিনী, উর মা হৃদয়ে ও রণরঙ্গিনি,
রিপুকুল মাঝে, সন্তান লয়ে দাঁড়া মা হৃদয়রমা ;—
প্রলয় হুঙ্কারে, হর হৃদি হতে উঠিয়ে দাঁড়া মা এ ভবের মাঝে;
শোণিত তরঙ্গে, মাতি রণরঙ্গে, মাভৈঃ বাণী আজি শোণা মা ;—

নৃমুণ্ডমালিনী, তুই মা কল্যাণী, তুই শিবে শিবমনোমোহিনী,
বিনা তোর কৃপা, বিনা তোর কৃপাণ, এ ভব-বন্ধন ঘুচে না।
—বিপিনচন্দ্র পাল।

ভৈরব—ঠুংরি।

প্রভাত হইল নিশি, জাগরে ভারতবাসী,
(আর) ঘুমেতে পড়িয়ে কত রবে রে।
অলসে হয়ে বেঠিক, মনেতে ভেবেছ ঠিক্,
এমনি সুখেতে দিন যাবে রে॥
শ্বেত সিন্ধাল আসি, ঘরে ঢুকে আছে বসি,
সকল রতন লয়ে যাবে রে।
উঠিয়ে প্রভাত কালে, কি হল কি হল বলে,
(বুক) নয়নের জলে ভেসে যাবে রে॥
ত্যজিয়ে ঘুমের ঘোর, এখনি তাড়াও চোর,
নহিলে শেষে কিবা গতি হবেরে।
যখন ক্ষুধাতে মধ্যাহ্নে, হবে আকুল জীবনে,
তখন বল কি আর খাবে রে॥
শুন মুসলমান ভাই, ভেদাভেদ কিছু নাই,
এক মায়ের ছেলে মোরা সবে রে।
একই গর্ভেতে স্থান, এক স্তন করি পান,
(কেবল) নাম ভেদ বলে কি ভেদ হবে রে॥
শ্বেত গজেন্দ্র আসি, অহঙ্কারে পথে বসি,
কহে কটু কথা কত সবে রে।

(কেবল) আছি মোরা দুই ভাই, আর মোদের কেহ নাই,
এস শত্রুক্ষয় করি মোরা সবে রে ॥
হিন্দু-গঙ্গা, মুসলমান যমুনা,
মিলিলে প্রয়াগ তীর্থ হবেরে।
তার প্রবল বেগে শেষে, শ্বেত হস্তি অনায়াসে,
ভাসিয়ে কোথায় চলে যাবেরে ॥
—অশ্বিনীকুমার দত্ত।

ভৈরব—ঠুংরি।

ভোর হইল গো, শ্রীদুর্গা বল গো, উঠ উঠ গো বাবুজি।
নিদ্রা ত্যায়াগিয়া, শ্রীদুর্গা স্মরিয়া, স্বদেশ মঙ্গলে লাগ জি ॥
চারি দিকে শুনি, উঠিতেছে ধ্বনি, সেবিব ভারত মাতাজি।
ভাই ভাই মিলি, করে গলাগলি, মাকে ঘিরিয়া রব জি ॥
করিব যতন, ধন জন মন, অঞ্জলী চরণে দিব জি।
যাহা বলিলেন মা, সবাই করিব তা, পরের কথা না শুনিব জি ॥
মাতায় যাহা দিবে, মাথায় নিবে সবে, খাওয়া পরা তাতে হবে জি।
না থাকিতে পরের কাছে, কভু কি যেতে আছে,
লজ্জা রাখ্‌তে স্থান নাহি জি ॥
এবার নব বলে, মায়ের চরণ তলে, নব নব উপহার দিব জি।
এবার বাঙ্গালির কথা, শ্রবণে তুলেছি সেথা,
তুলিয়াছি সিংহাসনে জি ॥
অজ্ঞাত

স্বদেশ – সঙ্গীত।

ভেইয়া দেশ্‌কা এ কেয়া হাল্।
থাক্ মিট্টী জোহর্ হোতী সব্, জোহর্ হায়্ জঞ্জাল্॥
ঘর্ ছোড়্‌কে সব্ পর্‌কো সেবে, ভাইকো দেৎ ভগাই।
সাগর্ পার্ সব্ ধন্ গয়া আউর্, ঘর্‌মে লছ্মী নাই॥
পীতল্ কাঁসা রহে ক্যায়্‌সা, সোনা চান্দী শেষ্।
অব্ ইনামেল্ গিল্‌টী শীসা, ঘর্ ঘর্‌মে প্রবেশ্॥
পাট্ রুঈ সব্ এহীঁ সে জাকর্ জহাজ্ ভর্‌কে আতে।
দেশ্‌কে আদ্‌মী মূরখ্ বন্‌কর্, চান্দী দেকর্ লেতে॥
গৌ শূয়র্‌কে লহুসে শোধিত্, চীনী নমক্ খাওয়ে।
সফেদী দেখ্‌কর্ মন্ ললচাতা, হাথ্‌সে মোক্ষ পাওয়ে॥
গো-শালামে গাওয়েঁ ঝিংনী, কিসীকো এহ্ ন সুঝে।
টীন্ ভরে জো দুধ্ বিলাতী, উস্‌কো মিঠা বুঝে॥
দেশ্‌কে ধন্ সব্ চৌপট্ কর্‌কে, লেত পর্‌দেশিয়া।
এহাঁকে লোগ্ সব্ ফকির্ বন জায়ঁ ন পাওয়ে রুপৈয়া॥
বণারসী আউর্ শাল্ দোশালা, রেশম্ পশম্ ছোড়ী।
ছীট্ পাট্ নক্‌লী মখ্‌মল্, গোটা মোল্‌হী দেকর্ কৌড়ী॥
গৌ শূয়র্‌কী চর্‌বী (Tallow) দেকর্, জো বনাইল্‌বাস।
পেহ্‌নে ওহী ভারত্‌বাসী ধরম্ কর্‌কে নাশ্॥
পুণ্যস্থান্ এই আর্য্যাবর্ত্তমে, নহি মিলে কোই চীজ্।
আদ্‌মী বাউরা মূরখ্ হোকর্, ছোড়্ দিয়া তজ্‌বীজ্॥
আঁখ্‌কে আগে সবী পড়া হায়্, কোই ন পাওয়ে রুখা।
ঘর্‌কী লছ্‌মী পর্‌কো দেকর্, সব্ কোই রহেঁ ভুখা॥

দীন্ বিশারদ্ গণই বিপদ্, ভনো দুঃখকো গীত্।
হো মতিমান্ দেশ্‌কে সন্তান্, করো স্বদেশ্-হিত্।

—কালী প্রসন্ন কাব্যবিষারদ।

জন্মভূমি।

শ্যামল-শস্য ভরা! (চির) শান্তি-বিরাজিত পুণ্যময়ী;
ফল-ফুল-পূরিত, নিত্য সুশোভিত, যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত।
ধূর্জ্জটী-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রিমণ্ডিত, সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য-বিলম্বিত,
অলিকুল-গুঞ্জিত সরসিজ-রঞ্জিত।
রাম যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত, অর্জ্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টঙ্কৃত,
বীরপ্রতাপে চরাচর শঙ্কিত।
সামগান-রত আর্য্য-তপোধন, শান্তি সুধান্বিত কোটি তপোবন,
রোগ শোক দুঃখ পাপ-বিমোচন।
ওই সুদূরে যে নীর-নিধি,—যার, তীরে হের, দুখ-দিগ্ধ-হৃদি,
কাঁদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি!

—রজনীকান্ত সেন

মিশ্র বারোঁয়া—ঢিমে তেতালা।

নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী, যুগে যুগে জননী লোকপালিনী!
সুদূর নীলাম্বরপ্রান্ত সঙ্গে নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে;
চুমি' পদধূলি বহে নদীগুলি, রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী!
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে, বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে;

আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনী!
কিসের দুঃখ, মাগো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য ?
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ ?
ডাক মেঘমন্দ্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী-গরবে ;
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি ;
জান না আপনায় সন্তান শালিনী !

—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

নবদীক্ষা।

আমরা চাইনা তব শিক্ষা—মোরা পেয়েছি নব দীক্ষা ॥
(এই নবিন যুগের নবিন মন্ত্রে) (এই "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে)
(যার বর্ণে বর্ণে তড়িত ছুটে) ॥ ঘুম পাড়ানো এই মন্ত্র,
ভাব তাড়ানো এই তন্ত্র, বল ভাঙ্গানো এই যন্ত্র—
(আমরা চাইনা চাইনা হে) এ যে শিক্ষা নয় শুধু ভিক্ষা ॥
(আমরা) শিখিব আপন শাস্ত্র, পড়িব নিজেরই বস্ত্র,
ধরিব আত্মা অস্ত্র—করিতে আপন রক্ষা ॥

—সুন্দরীমোহন দাস এম বি।

মিশ্র ভৈরবী—একতালা।

কোন্ দেশেতে তরুলতা—সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই—দল্‌তে হয় রে দূর্বা কোমল ?

কোথায় ফলে সোণার ফসল, সোণার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলা রে !
কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা—ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলা রে !
কোন্ ভাষা মরমে পশি—আকুল করি তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পাব—বাউল সুরের মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের, রামপ্রসাদের—কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলা রে !
কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা—সবার অধিক পাই রে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃ পিতামহের—চরণ ধূলি কোথায় রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলা রে !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রসাদী সুর।

এতে মানুষ ক'দিন বাঁচে ?
ঘরের জিনিষ লুঠিয়ে দিয়ে, ভিক্ষা কর পরের কাছে !
ঘরের প্রদীপ নিবাইয়ে, অন্ধকারে কাতর হ'য়ে,
পরকে বল "নিয়ে চল যে দেশেতে আলোক আছে !"
অস্ত্র মারি' নিজের বুকে, খুঁজে বেড়াও চিকিৎসকে
পোষা পাখী উড়িয়ে দিয়ে, বেড়াও উড়ো পাখীর পাছে !

হাতের রত্ন ছুড়ে ফেলে, কড়ির লোভে খেটে ম'লে ;
পদ্মপুকুর বুজিয়ে দিয়ে, ফুল নিতে যাও শিমূল গাছে !
আপন চোখে বেঁধে ঠুলি, দিলে পরের চক্ষু খুলি,
তোমার ধন সে তুল্‌তে ঘরে, তোমার ঘাড়েই চাপায়েছে !
—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাগাঁচড়া)

মিশ্র বারোয়াঁ—কাওয়ালী।

আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট ;
তবু, আছি সাত কোটি, ভাই জেগে উঠ !
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান,
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান ;
মোটা খাবো ভাই রে প'রবো মোটা,
মাখ্‌বো না ল্যাভেণ্ডার, চাইনে অটো।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দু'য়ে,
আমরা, র'ব কি উপোসী, ঘরে শুয়ে ?
হারাস্ নে ভাই রে, আর এমন সুদিন,
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটো।
ভাই রে ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেঙ্গে
কিন্‌বো না ঠুন্‌কো কাচ, যায় যে ভেঙ্গে ;
শোন বিদেশি, আমরা আজ বুঝেছি সব—
তোমরা খেল্‌না দিয়ে মোদের সোণা লোটো !
—রজনীকান্ত সেন।

নগর-কীর্ত্তন।

দেশী জিনিস কেনোরে ভাই, দেশী জিনিষ কেনো ;'
বিলাতি জিনিষ ছাড়োরে ভাই, মোদের কথা শোনো,
ভাই মোদের কথা শোনো।

তাঁতি কামার পায় না খে'তে দুঃখে দিন কাটায় ;
তা'দের জিনিস কিন্‌লে, তারা পেটে অন্ন পায় ;
ভাইরে পেটে অন্ন পায়

পাতলা যদি নাহি জোটে পরো মোটা কাপড় ;
মোটা কাপড় প'রে করো কোমরেতে জোর
কর কোমরেতে জোর।

বিলাতি লবণ ছাড়োরে ভাই বিলাতি লবণ ছাড়ো ;
দেশে আছে সৈন্ধব করকচ্ তাই ভাই ধরো ;
তাই ভাই ধরো।

বিলাতি চিনির জিলাপী মণ্ডা খেয়োনারে আর ;
দেশে আছে চিনি গুড় বড় চমৎকার ;
ভাইরে বড় চমৎকার।

বিলাত্ থেকে আসে জুতা কিনিওনা তাই,
বাজারে আছে দেশী জুতা, অল্পদামে পাই,
ভাই অল্প দামে পাই।

টিন্ কাচের খেলো বাসন কিনিওনা ভাই,
কাঁসার বাসন কেনো যাতে কোন লোক্‌সান নাই ;
ভাই কোন লোক্‌সান ন।

জন্মভূমির সেবা যদি কর্‌তে থাকে মন ;
তবে দেশী জিনিস দিয়া করো পূজার আয়োজন ;
করো পূজার আয়োজন।
দেশের খাও দেশের পরো হও দেশের সন্তান ;
মিলো সবে ভাই ভাই হিন্দু মুসলমান,
মিলো বৌদ্ধ খ্রীষ্টান।
মায়ের পূজা মোদের ভাই ধরম করম ;
সবে মিলে বল ভাই "বন্দে মাতরম্ ;-
বন্দে মাতরম্ ; বন্দে মাতরম্"।
—সিটী কলেজ এবং স্কুলের ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক গীত।

ঝিঁঝিট—যৎ।

বাঙ্গালী বড় বুদ্ধিমান, কে বলে সংসারে ?
এমন বোকা কোথা ও না, দেখি যে কাহারে।
দেশের প্রতি নাই মমতা, বিদেশীয়ের পায়ের জুতা,
যা' করে ইংরেজে ভাই, ভাল তার বিচারে।
বাঙ্গালী বাবু যারা, এমন হত মূর্খ তারা,
শুট্‌কী চুরটের লেগে, তাম্বরী তামাক ছাড়ে ;
সাঁচ্চা আতর গোলাপ ত্যজে, বিলাতি বিলাসে ম'জে,
কত টাকা উড়ায় তারা, ভস্ম ল্যাভেণ্ডারে।
দু'দিন স্কুলে গেলে, দেশী খাওয়া যান্ ভুলে,
পরমান্ন ছেড়ে তুষ্ট, গোমাংস আহারে,
(ওরে) গোমাংস এ গরম দেশে, নিতান্ত যে সর্ব্বনেশে,
বৈদ্যশাস্ত্রের সার কথা, হেসে উড়াও তারে।

কোন বাবু বিলাত গিয়ে, আসেন দেখ সাহেব হয়ে,
পৃথিবী চমকে তা'র, হ্যাটের বাহারে ;
গরমির দিনে গরম কোট্, পায়েতে বিলাতি বুট্,
কালো গায়ে বান্দর সাজেন, ইংরেজ নকল ক'রে।
দিবানিশি চিন্তা কিসে, ইংরেজের সঙ্গে মিশে,
তাদের পদতলে প'ড়ে, থাকিবেন ডিনারে ;
ভাই বন্ধু বেরাদারে, আপ্‌নার বল্‌তে লজ্জা করে,
চ'টে যান বাবু ব'লে, ডাকিলে তাঁহারে।
সাহেবের মূর্ত্তি ধ'রে থাকেন পঞ্চমেতে চ'ড়ে,
ইংরেজী ভাবেতে মত্ত, আহারে বিহারে,
বদনে বিরাজে সদা, বাঙ্গালীরা বড় গাধা,
দেহ মন জর্জ্জরিত, ইংরাজী বিকারে।
যতই বুদ্ধি রাখরে ভাই, দেখে বলিহারি যাই,
দেশ শুদ্ধ ছি ছি শুন, তোমার এ ব্যভারে ;
কেন রে এ বিড়ম্বনা, বিদেশী এ ভাব ছাড় না,
(দেখ) এত কর তবু তারা, পুছে না তোমারে।

—অশ্বিনীকুমার দত্ত।

রামপ্রসাদী সুর।

মন বসেনা দেশের হিতে।

বাগান—ভোজে যাওরে মজে, গরিবগুলি পায়না খেতে।
গেজেটে নাম উঠ্‌বে ব'লে, টাকা ঢাল চাঁদার খাতে ;
তেলে মাথায় তেল ঢেলে দাও, ক্ষুধিত বসে থালি পাতে।

হুজুর হুজুর ব'লে দাঁড়াও, হাজার সেলাম ঠুকে মাথে,
কাজের বেলায় কাণা হ'লে, দেশটা গেল অধঃপাতে।
—৺রাজকৃষ্ণ রায়।

ললিতবিভাস—একতালা।

ভাই ভাই মিলি, দিয়ে করতালি, মা মা বলি নাচিয়ে গাই।
এনাম গানে, এ সুধা পানে, এস ক্ষুধা, দ্বিধা ভুলিয়ে যাই।
মায়ার বাঁধন খুলে বুকে থেকে, জনম সকল করি তারে ডেকে,
রোগ, শোক, তাপ, বিপদ, বিলাপ, হবেনা রবেনা রবেনা ভাই।
মুছে ফেল্ তোর নয়নের জল, আয় দেখি প্রেমে হইয়ে বিহ্বল,
মাতিয়ে আপন মাতারে সকল, ক'দিন কে কার কেহই নাই;
মাভৈঃ মাভৈঃ বল্ মা, মা বোল, দুটী বাহু তুলি বল্ মা, মা বোল,
প্রাণ খুলে দিয়ে, সকলই স'পিয়ে, মা মা ব'লে নাচিয়ে যাই।
কোথা আছ মাতঃ জগতের মা, এস মা হৃদয়ে ঘুচুক অমা,
(তোর) শক্তি এক বিন্দু দেমা নথ ইন্দু, হ'তে শক্তি-সিদ্ধ
কর্ম্মক্ষেত্রে যাই।
—রজনী ও হেমচন্দ্র সেন।

সাহানামিশ্র—একতালা।

জীবনের সাধ কি কাজ সাধিতে কি আশায় আসা বলরে ভাই!
হাসিয়া কাঁদিয়া শুইয়া বসিয়া আজ আছি দেখ কাল কিন্তু নাই।
মাতৃকোলে শুয়ে আঁচলেরই ঘরে, অনলেরই তাপ পশে না অন্তরে,
দুচোখ মেলিয়ে দেখ না ভাই চেয়ে, সব উড়ে পুড়ে হয়েছেরে ছাই!
যাছিল মোদের গরবের ধন, লুটে পুটে নিয়ে ক'রেছে হরণ,

শুধু বাবা বাছা গেয়ে নিয়েছে ভুলায়ে পুতুল খেলা দিয়ে
দেখিতে পাই,
ঘুমে থেকে উঠে খাব কিছু বলি, দেয় যে পরায়ে দাসত্বের ঝুলি,
ক্ষুধার তাড়নে কাঁদি মা মা বলি, চোখ রাঙ্গা দেখে ভুলিয়ে যাই।
স্নেহ-প্রবাহিনী জন্মভূমি মায়,কেটে ছিন্ন ক'রে ফেলে দিলে হায়,
কোটী অশ্রুজল কে মুছাবে বল,কোটী কোটী রোল বিফল ভাই ;
এস ভাই ধর অঞ্জলি পুরিয়া, সুখ, সাধ, স্নেহ, হিংসা, ঘৃণা, মায়া,
মাতৃহীন জীব কি কাজ ধরিয়া, তোমারই তরে মা সঁপিয়ে যাই।
—রজনী ও হেমচন্দ্র সেন।

বাউলের সুর।

সবে আয়রে আয়, জীবন উৎসর্গ করি মায়ের সেবায়।
হ'ল বঙ্গ লণ্ড ভণ্ড, তারে কে"টে কর্‌ল দুই খণ্ড,
থাক্‌বো মোরা একই খণ্ড, সোণার বাঙ্গালায়।
আয়রে যাই ঘরে ঘরে, বলিরে মিনতি ক'রে,
জাগরে ভাই সত্বরে, সময় বয়ে যায়।
পর্‌ব না আর বিদেশী কাপড়, মায়ের দ্রব্য কর্‌ব আদর,
পরব মোটা ধুতি চাদর, দিবেন যাহা মায়।
কর্‌ব দেশে বানিজ্য বিস্তার, ঘুচিবে দুর্দ্দশা এবার
হবে পূর্ণ ধন-ভাণ্ডার, সন্দেহ কি তায়।
আয়রে করি স্বার্থ বলিদান, হইবে এ দেশের কল্যাণ,
চাহিয়ে দেখ্‌রে জাপান, যে আছ যথায়।
স্বদেশের উন্নতি তরে, থাকরে আত্ম-নির্ভরে,
কাজ নাই আর ভিক্ষা ক'রে, অপমান ভিক্ষায়।

নিজের ভাল পরের কাছে চায়, সে একূল ওকূল দুকূল হারায়,
তাহার দুর্গতি না যায়, মরে দুরাশায়।
করব ধন্য মানব জীবন, পূজা করি মায়ের চরণ,
হবে না কথন মরণ, বিদিত ধরায়।
আয়রে বন্দে মাতরং বলে, মায়ের নাম গাই সকলে,
বলী হব নব বলে, সিদ্ধ সাধনায়।

—কৃষ্ণচন্দ্র দে।

ঝিঁঝিট—দ্রুত একতালা।

বল ভাই—"বন্দে মাতরম্"।
(মোরা) চার্ কোটী ভাই, চার্ কোটী বোন,
আমরা কি কেউ কম?
দেশ জুড়ে সব ঢেউ উঠেছে, দেখে সবার তাক্ লেগেছে,
ছেলে বুড়ো সব মেতেছে, বুঝ্ব ব্যাপার কি রকম॥
বুটের ঠোক্কর আর কেন খাও, চাকুরিতে ভাই ইস্তফা দাও,
দিন পেয়েছ ঠিক বুঝেছ, যে যার কাজে রেখো ক্ষম্॥
বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালা মাটী, এখন মোদের লাগছে খাঁটী,
বাঙ্গালা ধুতি পরিপাটী, বিলাতি সাজ দাও খতম্॥
সময় গেলে জুড়িয়ে না যায়, সাহেব গুলো হাস্তে না পায়,
এম্নি চালে যেন চলে, স্বদেশী ঢেউ রমরমারম্।

—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাউলের সুর।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী॥
ও মা ফাল্গুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
(মরি হায় হায় রে)—
ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কি দেখেছি মধুর হাসি॥
কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মত,
(মরি হায় হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে আমি নয়নজলে ভাসি॥
তোমার এই খেলাঘরে, শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে
(মরি হায় হায় রে)—
তখন খেলা-ধূলা সকল ফেলে তোমার কোলে ছুটে আসি॥
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটে,—
তোমার ধানে ভরা অঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
(মরি হায় হায় রে)—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী!

ও মা তোর চরণেতে, দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধূলো সে যে আমার মাথারি মাণিক হবে।
ও মা গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
(মরি হায় হায় রে) —
আমি পরের ঘরে কিন্‌ব না তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি ॥
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্যাণ্ডের সুর।

চল্ রে চল্ রে চল্ রে ও ভাই, জীবন-আহবে চল্—চল্ চল্ চল্—
বাজ্‌বে সেথা বিজয় ভেরী, আস্‌বে প্রাণে বল—চল্ চল্ চল্।
ছেড়ে দিয়ে সুখ,দূরে রেখে মান,বীর-সাজে আয় হাতে নিয়ে প্রাণ,
বীর-দাপে কাঁপ্‌বে ধরা, কর্‌বে টলমল—চল্ চল্ চল্।
ঘ'রে থেকে ভাই, সুখ কি আছে? লাগুক্ জীবন দেশের কাজে,
জীবন দিয়ে জীবন হবে, হউক জনম সফল—চল্ চল্ চল্।
উঠ্‌ছে দেখ্ ঐ তরুণ-তপন, ফুট্‌ছে কেমন আশার কিরণ!
ঐ আশাতে বুক বেঁধে ভাই, আয় রে দলে দল—চল্ চল্ চল্।
—অশ্বিনীকুমার দত্ত।

বড় হংস শারঙ্গ—চৌতাল।

মাতৃমন্ত্র অন্তরে রাখি, স্বদেশের ধূলি মস্তকে মাখি,
নব আনন্দে উজ্জ্বল আঁখি—গাহ "বন্দে মাতরম্"।
পৃথ্বী মাঝারে উন্নত শিরে, নিজ নির্ভরে দাঁড়াও হে ফিরে,
দাঁড়াও হে ফিরে মায়েরে ঘিরে—গাহ "বন্দে মাতরম্"।

বঙ্গের যত নগরী পল্লী, ফুলগন্ধিত বিটপী বল্লী,
নব সঙ্গীতে উঠুক ধ্বনিয়া—গাহ "বন্দেমাতরম্"।
গাহ-শস্য-শ্যামল-মাঠে, গাহ গঞ্জে, বন্দরে, হাটে,
অন্দরে, পথে, নৌকায় রথে—গাহ "বন্দে মাতরম্"।
স্খলিত বচনে গাহ প্রবীণ, জলদমন্দ্রে গাহ নবীন,
বীণানিন্দিত কণ্ঠে বালক—গাহ "বন্দে মাতরম্"।
গাহ দুর্দ্দিনে, গাহ পার্ব্বণে, জন্মে, মরণে, জপ, তপ, রণে,
দীক্ষামন্ত্র ঐক্যমন্ত্র—গাহ "বন্দে মাতরম্"।
ত্রুটি অপরাধ থাক যদি থাকে, ভয় কি, মা আজি আপনি ডাকে,
মাতৃসেবার সব ত্রুটি যায়—গাহ "বন্দে মাতরম্"।
হও বিপন্ন, হও অশরণ, মাতৃমন্ত্র রাখিয়ো স্মরণ,
অমর জগতে মাতৃসেবক—গাহ "বন্দে মাতরম্"।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভূপালী—একতালা।

আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না!
তরিখানা বাইতে গেলে, মাঝে মাঝে তুফান মেলে,
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরব না।
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে,
সহজ পথে চলব ভেবে, পাঁকের' পরে পড়ব না।
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে, চলব সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ যদি এসে পড়ে ঘরের কোণে সরব না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাউল।

ওরে ক্ষ্যাপা যদি প্রাণ দিতে চাস্, এই বেলা তুই দিয়ে দে না।
ওরে, মানের তরে প্রাণটি দিবার এমন সুযোগ আর হ'বে না।
যখন দুদিন আগে, দুদিন পরে তফাৎ মাত্র এই ;—
তখন অমূল্য এই মানব জনম বৃথা দিতে নেই,—
ওরে ক্ষ্যাপা !
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন দে রে মায়ের তরে ;
অমর জীবন পাবি রে ভাই, জগৎ মায়ের ঘরে।
কি দিয়েছিস্, লিখ্‌বে যখন পরকালের খাতা ;—
তখন, তোরই দানে হবে আলো বইএর প্রথম পাতা,—
ওরে ক্ষ্যাপা !
—যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

বাউল।

তোর আপন জনে ছাড়্‌বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।
তোর আশা-লতা পড়্‌বে ছিঁড়ে,
হয় ত রে ফল ফল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না
আস্‌বে পথে আঁধার নেমে, তাই বলে কি রইবি থেমে !
ও তুই বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি,
হয় ত বাতি জ্বল্‌বে না—
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না —
শুনে তোমার মুখের বাণী, আস্‌বে ঘিরে বনের প্রাণী,—

তবু,　　　হয় ত তোমার আপন ঘরে
　　　　　পাষাণ হিয়া গল্‌বে না—
তা বলে　　ভাবনা করা চল্‌বে না।
বদ্ধ দুয়ার দেখ্‌বি বলে, অম্‌নি কি তুই আসবি চলে ?
তোরে　　　বারে বারে ঠেল্‌তে হবে
　　　　　হয়ত দুয়ার টল্‌বে না—
তা বলে　　ভাবনা করা চল্‌বে না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাউলের সুর।

নিশিদিন ভরসা রাখিস্ ওরে মন হবেই হবে ;
যদি পণ ক'রে থাকিস্, সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন হবেই হবে।
পাষাণ সমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন—তারাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে।
সময় হলো সময় হলো, যে যার আপন বোঝা তোলো,
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্ সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ওরে মন হবেই হবে।
ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে, দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে,
এক সাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে !
ওরে মন হবেই হবে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিভাস কাওয়ালী।

যাব না, আর যাব না ভিক্ষা নিতে পরের দো'রে;
আছে যা অশন বসন, তাই খাব তাই থাক্‌ব পো'রে।
স্তন্যদুগ্ধ-ধারা তোমার ব্রহ্মপুত্র গঙ্গানদী,
ওরি মিষ্ট রসে পুষ্ট মোদের তনু নিরবধি;
(সেই) সুধা ফেলে ক্ষুধায় মরি প'ড়ে মিছে ধাঁধার ঘোরে।
দাও গো গাছের বাকল তুলে, তাই পরিব হাসিমুখে,
মোরা দুঃখী মোরা সুখী ওমা তোমার দুখে সুখে।
পরের বসন প'রে এখন, লাজ ঢাকিতে লজ্জা করে।
তোমার ভাঁড়ার শূন্য নহে, অন্নপূর্ণা বিশ্বরমা!
(তবু) ঝুলি কাঁধে বেড়াই কেঁদে, জাত্‌ গেল—
পেট ভরিল না।
মান বাঁচাতে মনের ভুলে অপমানে যাচ্ছি ম'রে।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ঝাঁরোয়াঁ—ঠুংরি।

বল গো ভারত মাতা কেন এ দশা তোমার।
অনাহারে শীর্ণ তনু সন্তানে করে হাহাকার॥
যে ভারতে একদিন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপার্জ্জুন।
বীর দম্ভে প্রকম্পিত করিত মা ত্রি-সংসার॥
এবে সে আর্য্য সন্তান, হয়ে বল বীর্য্য হীন।
দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ কাঁদিছে মা অনিবার॥
সিন্ধু, গঙ্গা-ভাগীরথী, পুণ্যতোয়া সরস্বতী।
সাধিত মা এ রাজ্যের হিত অনিবার॥

এখনো ত সেই নদী, বহিতেছে নিরবধি।
তবে কেন বিষণ্ণ মা বদন হেরি তোমার॥
কিবা শিল্প কি বিজ্ঞানে, কি জ্যোতিষ কি দর্শনে।
এ জগতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছিল মা সন্তান তোমার॥
কালচক্র আবর্ত্তনে, সে প্রতিভা দিনে দিনে।
হারায়েছে আর্য্যসুত কর্ম্ম দোষে আপনার॥
অভ্রভেদি হিমগিরি, রত্নখনি হৃদে ধরি।
পরিপূর্ণ রাখিত মা ভারতেরি ধনাগার॥
এবে সেই হিমাচল, শূন্য হৃদে কেন বল।
দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে বদনপানে তোমার॥
—গোবিন্দচন্দ্র রায়।

গৌরী—মধ্যমান।

যেই স্থানে আজ কর বিচরণ, পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান;
ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি,—
করো না করো না তার অপমান!
আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী, যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু বেগবান্;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি,—করোনা করোনা তার অপমান!
নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হলদীঘাট আজো বর্ত্তমান!
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা?
করো না করো না তার অপমান!
এ অমরাবতী, প্রতিপদে যার, দলিছ চরণে ভারত-সন্তান;
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত, করো না করো না তার অপমান!

আজো বৃদ্ধ আত্মা প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান!
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,
"করো না করো না তার অপমান"।
—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বাউলের সুর।

পেটের খিদায় জ্বইলে গো মইলাম, উপায় কি করি।
ওরে কি দারুণ আকাল পইড়াছেরে ধান টাকায় হইল দুই পশুরী॥
আড়াই কুড়ি টাকা গো দেনা, কর্জ্জ হাওলাদ্ পাওয়া যায় না,
মহাজনে কুরুক দি'ছে জমি আর বাড়ী,
আবার চৌকিদারী টেক্স গো নিল, থালি লোটা নিলাম করি॥
পাটের টাকায় দিলাম কিনা, বিবিরে জার্ম্মানির গয়না,
বিলাতী ফুকা মতির দানা, আর হাওয়ার চুড়ি,
ওরে জার্ম্মানির গয়না কেউ বন্দক নেয়না রে,—
ভাইরে ভাইঙ্গা গেছে ঠুইন্‌কা চুড়ি॥
মনের দুক্ষু কইবোরে কারে, ছাইলা মাইয়া কাইন্দা গো মরে,
পরিবার হায় ভাত বেগরে হইছে পাট্‌খড়ি;
হায়রে ছাতি ফাইটা যায় রে দেইখা,
ওরে আমি কেন না মরি॥
মোমিন বলে করিগো মানা, ভাতের দুক্ষু আর রবে না,
বিলাতী চিজ্ কিনবো না আর কও কসম্ করি,
তবে দেশের টাকা রইবোরে দেশে,
লক্ষ্মী ঘরে আস্‌বেরে ফিরি॥
—মৈমনসিংহ সুহৃদ্ সমিতি।

বাউলের সুর।

কিবা হইল ওগো নানি।

বড় আশা দিছিল লাট বাহাদুর কৈরা মেহের-বানী॥

দারগ গিরি চাকরী দিবে, সাথে বইসা খানা খাইবে,

ওরে বিলাতী মেম্ সাদি দিবে, আমি দেহামু কেরদানী॥

হুজুরেতে আর্জ্জি দিলাম, দারগ গিরি না পাইলাম,

ওরে, এক-আশা কইরা শেষে, নছিবে হান্‌কী ধোয়া পানি॥

মোমিন বলে শোন মিঞা ভাই, হিন্দুর সাথে মিলরে সবাই,

ওরে ঘর ভাঙ্গাইনা দুষমন ওরা রে,

ভাইরে রাইখো ওদের চিনি॥

ওদের খালি কথারই ফাঁকি,

ওদের চিনাও ভাইরে চিন্‌লা নাকি,

ওরা, বৈরা দিয়া বৈরা মারে, কৈরা চালাকী,—

ওরে মিঞা মশয় আমরা দুই ভাই,

দেশে খাঁটি রাইখো-জানি॥

—মৈমনসিংহ সুহৃদ্ সমিতি।

বন্দে মাতরম্।

62
BENGAL LIBRARY
25 JUN.1907
IMPERIAL LIBRARY